ওয়েস্টার্ন

বধ্যভূমি

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা
প্রকাশনী

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

বধ্যভূমি

কাজী মায়মুর হোসেন

নৃশংস এক আউট-ল, পিটার লারসেনের
পিছু নিয়ে সিডার স্প্রিঙসে এলো কাউবয় ব্রনসন।
ধরতে পারল না আউট-লকে।
নদী পেরিয়ে দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে গেল লোকটা,
হয়ে বসল নিষ্ঠুর এক দস্যুদলের নেতা।
ঘটনাচক্রে ব্রনসন জড়িয়ে পড়ল লারসেনের সঙ্গে
এক ভয়াবহ বিরোধে। দ্রুত পরিণতির দিকে গড়াল লড়াই।
দুধর্ষ গানম্যানদের মুখোমুখি হলো কয়েকজন
নির্বিরোধী কাউবয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

বধ্যভূমি

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8156 0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BADDHYABHUMI
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

ত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বধ্যভূমি

ওয়েস্টার্ন

বধ্যভূমি

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।

বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

ফেব্রুয়ারী মাস। এখনই দিগন্ত বিস্তৃত প্রেইরির বুকে মাথা উঁচানো ঘাসগুলোয় দোলা দিচ্ছে মার্চের পাগলা হাওয়া। ঘাসের চাপড়া যেখানে শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে, সে জায়গাগুলোতে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে মিহি ধুলোর কণা। এখানে সেখানে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে পাতাঝরা ন্যাড়া দু'চারটে গাছ। শীত শীত ভাবটা যায়নি এখনও, সবুজের চাদর মুড়ি দিয়ে সাজবে প্রেইরি আরও কিছুদিন পর।

পুরানো, স্বল্প ব্যবহৃত একটা ট্রেইল ধরে প্রেইরির মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে একাকী একজন অশ্বারোহী। নাম তার মাইক ব্রনসন। একটু কুঁজো হয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে সে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে তার সাদা-কালো ছোপওয়ালা অ্যাপালুসা স্ট্যালিয়ন। আকাশে অলস ডানা মেলে শিকারের আশায় উড়ছে কয়েকটা শকুন। এছাড়া চারপাশে আর কোন নড়াচড়া নেই।

মাইকের বয়স পঁচিশ, কিন্তু দেখতে আরও বয়স্ক লাগে। রোদে পোড়া চামড়া বাদামী রঙের। উচ্চতা পাঁচফুট সাত ইঞ্চি, পশ্চিমের পুরুষদের গড়পড়তা উচ্চতার চেয়ে তিন ইঞ্চি কম; কিন্তু দেহের বাঁধুনি চমৎকার। শরীরে এক তিল মেদ নেই। দড়ির মত পাকানো পেশী। নড়াচড়ায় সিংহের আভিজাত্য, তবে সে-ব্যাপারে মাইক সচেতন নয়। সূর্যের নিচে দীর্ঘদিন কাজ করায় চোখের কোণে,

ত্বকে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে ওর। দৃঢ়বদ্ধ কঠোর চোয়াল, কিন্তু মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে প্রচ্ছন্ন হাসি। ওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খয়েরী চোখ দুটো। যেন কাছের কোন কিছু দেখছে না, সর্বক্ষণ চেয়ে আছে অনেক দূরে।

কালো চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে সামনে তাকাল সে। আর কতদূরে বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ড?

ব্লাফের পাশ দিয়ে দূরের ওই রূপোলী ফিতের মত নদীটার দিকে গেছে ট্রেইল। নদীর ওপারেই বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ড, যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে। গতি বাড়াল মাইক, আধঘণ্টা পর ঘোড়াটাকে খানিক বিশ্রাম দিতে নদীর পাড়ে থামল। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে আজ। ক্লান্তিকর একঘেয়ে অনুসরণ।

নদীর ওপারে চোখ বোলাল মাইক। একসার কটনউড গাছের মাঝ দিয়ে ছোট্ট শহরটার বাড়িঘর দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। এসে পড়েছে সে। কপাল ভাল হলে কাজ সেরে কালকেই আবার ফিরতি পথ ধরতে পারবে। 'বাকমাস্টারস বেন্ডের আরেক নাম ইবলিশের আখড়া,' যেন নিজেকে সাবধান করতেই আপন মনে বলল মাইক। নদী যেখানে শহরটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। নদীর ওপারে, শহরের উল্টোদিকে টিলা আর পাহাড়ের সারি ঢেউ তুলে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কোন টিলা পাথুরে, লালচে রঙের, আবার কোন কোনটা গাঢ় সবুজ হয়ে আছে ঘন জঙ্গলে। কিংস রো—টেক্সাসের কুখ্যাত জায়গাগুলোর একটা ওই অঞ্চল।

এপাড়ের পল্লীর নাম সিডার স্প্রিংস। কটনউড গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে আরেকবার বাড়িগুলো দেখল মাইক ব্রনসন। সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করল রাতটা ওখানে কাটাবে নাকি নদীর তীরে ক্যাম্প করবে। আতিথেয়তা যতই মিলুক নতুন বিছানায় ঘুমানো খুব কঠিন, তবুও শহরে যাওয়াই স্থির করল সে। চিঠিটা পৌঁছে দিতে

হবে, তাছাড়া লারসেনকে যদি পাওয়া যায়…

খানিক এগিয়ে পুলের ওপর উঠে শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা গ্রাম চোখে পড়ল ওর। দু'পাশে ছোটছোট কেবিন, মাঝখানে রাজকীয় একটা দোতলা বাড়ি—ভিকটোরিয়ান স্থাপত্যকলার চমৎকার নিদর্শন। সামনে প্রশস্ত বাগান। নতুন যে কেউ জায়গাটাকে গ্রাম মনে করবে, তবে মাইক জানে ওটা হচ্ছে বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশন।

মিসিসিপির পুব থেকে তিন পুরুষ আগে এখানে এসে বসতি গড়েছে বাকমাস্টার পরিবার। শহরটাও তাদেরই তৈরি। সৎ মানুষ হিসেবে পশ্চিমে বাকমাস্টারদের নাম আছে। এখন পরিবারটার কর্তা জন বাকমাস্টার। মাইকের কাজও তারই কাছে। জন বাকমাস্টার সিডার স্প্রিংসের ডেপুটি শেরিফ।

সিডার স্প্রিংস। কাউটাউন নয়, বলা উচিত বুনো পশ্চিমের ঘুমন্ত শহর। গত কয়েকবছরে শহরে কোন গোলাগুলির ঘটনা ঘটেনি। ফেরিতে করে নদী পার হয়ে আউট-লরা আসতে পারে, কিন্তু আসে না। কৃতিত্বটা ডেপুটি শেরিফ জন বাকমাস্টারের। তিন পুরুষ ধরে তারা এ শহরের ডেপুটি শেরিফ—আইনের শাসন বজায় রাখায় নিয়োজিত। পরিবারের অনেকেই মারা গেছে লড়াইয়ে। জন বাকমাস্টারের দাদা লড়েছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, বাবা শহরটাকে মুক্ত রেখেছে আউট-লদের অত্যাচার থেকে। জনও ব্যতিক্রম নয়, মনপ্রাণ ঢেলে এতগুলো বছর নিষ্ঠার সঙ্গে শহরটাকে রক্ষা করেছে সে বাজে লোকদের প্রভাব থেকে।

এখন তার বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু শক্ত সমর্থ দেহ দেখে কেউ বুঝবে সে উপায় নেই। শুধু নিজে সে অনুভব করে বয়ে যাওয়া বছরগুলো অনেক কিছুই নিয়ে গেছে তার। আগের সেই দ্রুততা নেই, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, ভারী হয়েছে দেহ। মনের সেই জোরও

যেন নেই আর, অল্পতেই বিচলিত হচ্ছে সে।

শহরের সবাই যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে! ড. গর্ডনের সঙ্গে মার্বেল খেলার স্মৃতি জনের মনে আজও জ্বলজ্বল করে। সেই সেদিনের হ্যাংলা পাতলা গর্ডন এখন টাকমাথা এক মোটাসোটা প্রৌঢ়! ডাক্তারের তিন ছেলে এখন নিউ ইয়র্কে কলেজে পড়ে! আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য! সময় কারও জন্যে বসে থাকে না।

কর্নেল রডনি ডাক্তার গর্ডনের সঙ্গে সেলুনে বসে মদ গিলছে রোজকার মত। অনিয়ম করতে করতে শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে বুড়ো মানুষটার। গলার আওয়াজে অবশ্য এখনও মেঘ ডাকে কর্নেলের। ওটুকুই সম্বল। মদ খেয়ে খানিক পরেই আর চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারবে না। তখন বাসার কাজের লোক এসে বলবে মিস রডনি তাকে ডাকছে। কর্নেলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তারপর বাসায় নিয়ে যাবে জাপটে ধরে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে মেক্সের কাঁধে দুটো চাপড় দেবে কর্নেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জখমী পা টেনে টেনে একাই পোর্চে উঠবে, হাঁক ছাড়বে নাতনির নাম ধরে।

'জোয়ানা! জোয়ানা!'

সিডার স্প্রিঙসের সবই হিসেবের ছকে বাঁধা, একঘেয়ে। তবে আজকের দিনটা ব্যতিক্রম, সবাই বুঝতে পারছে। ওপেন হ্যান্ড সেলুন থেকে বেরিয়ে অফিসে গিয়ে বসেনি আজ ডেপুটি জন। রাস্তায় পায়চারি করছে সে, কঠোর চেহারায় তাকাচ্ছে চারপাশে। একটা টেলিগ্রাম পেয়ে তারপর থেকেই কাকে যেন খুঁজছে, কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

সাইডওয়াক, জেনারেল স্টোরের সামনে এবং হোটেল পোর্চে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী কয়েকজন বাসিন্দা ডেপুটি শেরিফকে দেখছে, ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই জন বাকমাস্টারের। বহুদিন পর আবার সিডার স্প্রিঙসকে জড়িয়ে ধরেছে থমথমে নীরব প্রতীক্ষার অস্বস্তিকর একটা চাদর। কি যেন

ঘটবে আজ।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে প্রায়, ছায়াগুলো লম্বা হয়ে শেষ সীমা ছুঁয়েছে। খানিক পরেই নামবে আঁধার, সেলুন আর দু'একটা বাড়িতে এখনই সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। পাহাড়ের দৈত্যাকার ছায়া নুয়ে পড়েছে শহর আর বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনের ওপর।

পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ সেলুনের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জন বাকমাস্টার।

শহরের একমাত্র ধুলো ভরা রাস্তাটা ধরে অলস গতিতে এগিয়ে আসছে একজন আগন্তুক। সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল সে। অত্যন্ত সুদর্শন লোকটার চেহারা, ঠোঁটে ঝুলে আছে একটুকরো হাসি। দোহারা গড়ন। পরনে দামী স্যুট। উরুর সঙ্গে ফিতেয় বাঁধা সিক্সগানটা ভদ্রলোকের জন্যে ঠিক মানানসই হয়নি। গাঢ় নীল চোখ দুটোও ভীষণ বেমানান রকমের শীতল, ঠোঁটের হাসি চোখ স্পর্শ করেনি।

'এই রাস্তাটা ডানে বাঁক নিয়ে ফেরিঘাটে গেছে?' স্যাডলে ঝুঁকে ডেপুটিকে জিজ্ঞেস করল সে। অবাধ্য সোনালী চুলগুলোকে বশ করতে রূপোর পাত বসানো সমব্রেরো হ্যাট মাথায় চেপে বসাল। হাসি হাসি চেহারায় শেরিফের ব্যাজটা দেখল একবার।

'গেছে,' একই সমান ভদ্রতায় জবাব দিল ডেপুটি বাকমাস্টার। 'কিন্তু তুমি তো ওদিকে যেতে পারবে না, বাছা। মাথার ওপর হাত তোলো, তোমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।' কথা শেষ করেই সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল জন।

পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঘটে গেল। ঝটকা দিয়ে হোলস্টারে ছোবল মারল আগন্তুকের হাত। নীলচে ঝিলিক তুলে ছিটকে বেরিয়ে এল সিক্সগান। জনের হাত উরু পর্যন্ত নামার আগেই দু'বার গর্জে উঠল অস্ত্রটা। এতই কাছ থেকে যে ডেপুটির শার্ট স্পর্শ করল লালচে-সাদা আগুনের ফুলকি। ঝাঁকি খেয়ে

পেছনে হটল জন বাকমাস্টার। অবিশ্বাস ভরা চোখে নিজের বুকের দিকে তাকাল। পাশাপাশি দুটো ফুটো—ফিনকি দিয়ে ঝর্নার মত বেরুচ্ছে রক্তের ধারা। তাকিয়ে থাকল সে। জমি উঠে আসছে দ্রুত। তীব্র ব্যথার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিল। মাটি স্পর্শ করার আগেই মারা গেল জন বাকমাস্টার। উপুড় হয়ে পড়ে থাকল লাশ হয়ে।

'এত নামডাক তোমার কি কাজে এলো, মিস্টার জন বাকমাস্টার?' লাশটার দিকে তাকিয়ে নরম সুরে জানতে চাইল আগন্তুক। চমৎকার বাদামী স্ট্যালিয়নটার রাশে ঝাঁকি দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল সে। হতচকিত প্রত্যক্ষদর্শীরা ভালমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল যুবক। ডানে বাঁক নিয়ে ছুটল ফেরি ঘাটের দিকে। দূর থেকে ভেসে এলো তার অট্টহাসির শব্দ।

গুলির আওয়াজে চমকে উঠলেন কর্নেল রডনি। এক পলকে ছুটে গেল নেশা। দৌড়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাকমাস্টারকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই বুঝে ফেললেন কি ঘটেছে। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকালেন একবার, হাত চলে গেল উরুর কাছে। নেই! সিক্সগান নেই সঙ্গে। শিলোহ্‌র লড়াইয়ে আহত হবার পর কখনোই আর অস্ত্র ধরেননি মনে ছিল না সেকথা। কাঁধ ঝুলে পড়ল কর্নেলের, শিউরে উঠলেন তিনি শীতল বাতাসের স্পর্শে।

হুড়মুড় করে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো ছয়-সাতজন লোক। একের পর এক প্রশ্ন করে ঘটনা জানতে চাইছে সবাই, বর্ণনা দেয়ার জন্যে লোকের অভাব ঘটল না। যারা ঘটনাটা দেখেছে সোৎসাহে বলতে লাগল তারা কিভাবে মারা গেছে জন বাকমাস্টার। শুধু কর্নেল রডনি কাঁপা কাঁপা হাত তুলে আবেগজড়িত স্বরে বললেন, 'এই যে এখানে শুয়ে আছে সাহসী একজন মানুষ। শহরটাকে

শয়তানের কবল থেকে বাঁচাতে বাকমাস্টারদের আর কেউ রইল না!' পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন বৃদ্ধ কর্নেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ধমকে উঠলেন সমবেত জনতার উদ্দেশে, 'পরেও তোমরা গল্প করতে পারবে। জনকে নিয়ে যাও ক্যাপটেন ডেভিডের দোকানে। আমি যাচ্ছি ওর বাসায় খবর দিতে।'

পা বাড়িয়েও থামতে হলো কর্নেলকে। শহরের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে আরেকজন আগন্তুক। ভীড়ের সামনে থামল যুবক। লাশ দেখে একটু বড় হলো খয়েরী চোখ দুটো। কৌতূহল বোধ করলেও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করল না সে। কর্নেলকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে দেখে ধরে নিল এই লোক কর্তা গোছের কেউ হবে।

'আমি জন বাকমাস্টারকে খুঁজছি,' মৃদু স্বরে কর্নেলকে বলল সে। 'বলতে পারেন ডেপুটি শহরে আছে, নাকি বাসায় গেলে পাব তাকে?'

'ওই যে বাকমাস্টার,' লাশটা দেখালেন বিষণ্ণ কর্নেল। 'খানিক আগে একজন আগন্তুক ওকে খুন করে পালিয়ে গেছে।'

'কেন, স্যার?'

'জন ওকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল।'

'লোকটা দেখতে কেমন ছিল, লম্বা, সুদর্শন, নীল চোখ—বাদামী একটা ঘোড়ায় চেপে এসেছিল?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত স্বরে বলল জেনারেল স্টোরের মালিক। 'খুন করেই ফেরি রোডের দিকে পালিয়েছে। পাসির জন্যে লোক বাছাই করে ঘোড়ায় স্যাডল চাপানোর আগেই খুনী বোধহয় কিংস রো'তে পৌঁছে যাবে। একবার সে ওখানে...'

স্টোর কীপের কথা শোনার জন্যে বসে নেই মাইক ব্রনসন। থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেল মোটা লোকটা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্ত

ঘোড়াটার দিকে বোকা বোকা চেহারায় তাকিয়ে থাকল। পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে ফেরিঘাটের দিকে ছুটছে মাইক ব্রনসন।

জন বাকমাস্টারের মৃতদেহ তুলে ক্যাপটেন ডেভিডের কার্পেন্টার শপে ধরাধরি করে নিয়ে গেল কয়েকজন। ক্যাপটেন ডেভিড সিডার স্প্রিংসের কফিন তৈরি করে, এছাড়া তার দোকানটা শহরের ফিউনারেল পার্লারও বটে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর চলে যাওয়া দেখলেন কর্নেল। রুমালে চোখ মুছলেন আরেকবার। তারপর বিষণ্ন চেহারায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা বাড়ালেন বাড়ির দিকে। আপন মনে বিড়বিড় করছেন, 'বাকমাস্টারস বেন্ড, অথচ কোন বাকমাস্টার থাকল না শহরটাকে বিপদের সময় বাঁচাতে! ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।'

তাঁর বাড়িটা শহর থেকে খানিক দূরে একটা ঢালের পাশে। আজ কর্নেলের বড় দুর্বল আর বৃদ্ধ মনে হলো নিজেকে। ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লেন তিনি, 'স্যাম! স্যামুয়েল! আমাকে নিয়ে যাও। জোয়ানাকে বলো তৈরি হতে। আমাদের বেরুতে হবে।'

কর্নেলের নাতনিকে খবর দিয়ে মিনিটখানেক পর এল স্যামুয়েল। মেক্সিকোর লোক সে, মনিবের প্রতি অত্যন্ত অনুগত। অবাক হয়ে দেখল সে কর্নেল একদিনেই যেন হঠাৎ আরও অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। ফ্যাকাসে চেহারা। চিন্তায় নুয়ে পড়েছে দু'কাঁধ। সর্বক্ষণ কুঁচকে আছে ভ্রূজোড়া।

ঢাল বেয়ে কর্নেলকে নামতে সাহায্য করল সে। ধরে ধরে নিয়ে এলো বাড়ির পোর্চে। আজ কর্নেল টলছেন না, তবুও কাঁধে চাপড় দিয়ে একা হাঁটতে চাইলেন না।

পায়ের শব্দে বুঝে গেল জোয়ানা দাদু আজকে মাতাল নন। দাদুর ব্যবসার খাতাপত্র নামিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। বিস্ময় বাধ মানছে না ওর। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে, নাহলে দাদু নিয়ম ভাঙার লোক নন। একটি আগে গুলির শব্দ হলো, কেউ

আহত হয়নি তো! জোয়ানা দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকে জোয়ানাকে পাশ কাটিয়ে ধপ করে সোফায় বসলেন কর্নেল। শুকনো গলায় বললেন, 'জন বাকমাস্টার এই মাত্র খুন হয়েছে। একটা লোকও খুনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি!' জোয়ানাকে সংক্ষেপে জানালেন তিনি শহরে কি ঘটেছে, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'জোয়ানা, স্যামকে বাকবোর্ডে ঘোড়া জুততে বলো। মিসেস নেলি বাকমাস্টার আর রনকে জানাতে যেতে হবে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।'

কর্নেল যখন তাঁর নাতনিকে নিয়ে দুঃসংবাদ দিতে বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনে যাচ্ছেন ততক্ষণে শহরে লেগেছে অভূতপূর্ব একটা পরিবর্তনের হাওয়া।

এতদিন ওপেন হ্যান্ড সেলুনের মালিক জেরেমি রাসেল এবং তার গুটিকতক অনুসারী ডেপুটি জনের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। কিন্তু জন মরার পর এখন তারা প্রকাশ্যে সবাইকে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। গোলাগুলির উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে খুনীকে ধাওয়া করার পরিকল্পনা যখন জেরেমির পরামর্শ শুনে বাদ দেয়া হলো, জেরেমি রাসেল তার চ্যালাদের নিয়ে সন্তুষ্ট মনে ফিরে এলো সেলুনে।

'বেশ হয়েছে।' অফিসে ঢুকে চেয়ারে গা ছেড়ে বসল জেরেমি। খুশি গোপন করার কোন চেষ্টা নেই তার মধ্যে। টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে তাকাল সে স্যাঙাতদের দিকে। 'ম্যাপে এবার শহর হিসেবে সিডার স্প্রিঙসের নাম উঠবে। ব্যবসার যে অবস্থা, জন না মরলে সবকিছু বেচে দিয়ে চলে যেতে হত। কিন্তু এখন সময় বদলেছে, এবার সিডার স্প্রিঙসও বর্ডারের উডসন আর লিওটার মত জমে উঠবে, কাউবয় আর আউট-লদের উচ্ছৃঙ্খল হতে বাধা দেয়ার মত আর কেউ নেই।

'কিংস রো'র আউট-লদের কাস্টোমার হিসেবে পেলে আমি

আর কিছুই চাই না। ইশাম ফোর্ড আর কপারাস ক্রীকের সবাই এমনিতেই এবার এখানে আসবে। জন বাকমাস্টার মরে আমাকে বাঁচিয়েছে। এবার আমি ড্যান্স হল দেব, পুব থেকে মেয়ে আনাব, জুয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।' লোভে চকচক করে উঠল জেরেমি রাসেলের লালচে চোখ দুটো। এতদিনে সাফল্য আসছে হাতের মুঠোয়!

'তুমি, প্যাট হুভার,' আঙুল তুলে পেট মোটা লোকটাকে নির্দেশ করল সে। 'তুমি কাউন্টার থেকে দুশো ডলার নিয়ে এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। ভাল পোশাক কিনবে, নদীর উজান-ভাটিতে যত শহর আছে সবখানে জুয়া খেলবে, মদ খাবে, খবর ছড়িয়ে দেবে যে সিডার স্প্রিংস এখন আনন্দ-ফূর্তির জন্যে উন্মুক্ত, সবরকম আমোদের ব্যবস্থা আছে।'

হাতের ইশারায় প্যাটকে ঘর ছাড়তে বলে অপর সঙ্গীর দিকে তাকাল সেলুনমালিক। উর্বর মস্তিষ্কে তার অনেক পরিকল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশের শেষ সীমানা অতিক্রম করেছে। কথা বলতে লাগল নিচু সংযত স্বরে।

জনের ছেলে রন বাকমাস্টারের বয়স পঁচিশ। সুঠামদেহী সুপুরুষ একজন যুবক। কিন্তু নতুন ডেপুটি হিসেবে তার কথা শহরের কেউ বলছে না। বলার কোন কারণ নেই। দশ বছর বয়সে কি এক রোগে তার ডান পা-টা নষ্ট হয়ে গেছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি আর বাড়েনি ওর। গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে গেছে। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না রন। সবাই ধরেই নিয়েছে বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ডে জনের পর ডেপুটির দায়িত্ব রন নেবে না, নতুন কাউকে কাজটা দিতে হবে। জন বাকমাস্টার যেমন কঠোর ছিল তেমন লোক বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ডে আর কেউ নেই, কাজেই আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নয় চতুর সেলুনমালিক জেরেমি রাসেল। পুরো এলাকার নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে।

প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজের পছন্দের কাউকে; যে সবসময় কথা শুনতে বাধ্য, এমন কাউকে ডেপুটি শেরিফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া। চওড়া হাসিতে ভরে উঠল জেরেমি রাসেলের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখ। হাতের কাছেই আছে তেমন লোক। এই মুহূর্তে টেবিলের ওপাশে নির্দেশের আশায় পর্বতের মত দেহ নিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে ওর দিকে। টার্ক বীম্যান। হ্যাঁ, টার্ক বীম্যানই হচ্ছে উপযুক্ত ডেপুটি! পুবে এক মেয়েকে খুন করেছিল বীম্যান, যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলেও ফাঁসি হত, কোর্টে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে লোকটাকে বাঁচিয়েছে সে। পশ্চিমে এসে না খেয়ে মরছিল, আশ্রয় দিয়েছে। যমের মত ভয় করে লোকটা তাকে। সিডার স্প্রিঙসের ডেপুটি হিসেবে বীম্যান হবে উপযুক্ত। বীম্যান ওপেন হ্যান্ড সেলুনের স্বার্থ দেখবে, ওর ইশারা ছাড়া চলবে না এক কদম।

সময় অপচয় করার লোক নয় জেরেমি রাসেল, এক ঘণ্টা পর জন বাকমাস্টারের মৃত্যু সংবাদ আর একটা চিঠি নিয়ে কাউন্টি সীটের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল টার্ক বীম্যান। চিঠিতে বীম্যানকে ডেপুটি নিয়োগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সই করেছেন ডাক্তার গর্ডন। মাতাল ছিলেন, বুঝে উঠতে পারেননি কি করছেন। সিডার স্প্রিঙসের আদি বাসিন্দাদের সই নিতেও জেরেমি রাসেলকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি জন বাকমাস্টারের আকস্মিক মৃত্যুবরণে সবাই স্তম্ভিত, নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রত্যেকে দ্বিধান্বিত—ভীত। ডেপুটি নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব সেলুনমালিক নেয়ায় ঘাড় থেকে চিন্তার বোঝা নামিয়ে সবাই বরং স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে।

সন্ধে নেমেছে।

জোরাল বাতাসে উপচে ওঠা নদীর জলে বড় বড় ঢেউ জাগছে। স্রোতও বেড়েছে আগের চেয়ে বেশি। অনেকক্ষণের চেষ্টায় ফেরিটাকে ঘাটে ঠেকিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল বুড়ো এড গ্রীন। আজ

আর নদী পারাপার করা যাবে না। গত বিশ বছরে এত স্রোত দেখেনি গ্রীন। উজানে কোথাও বৃষ্টি হলো নাকি কে জানে! ভ্রূ কুঁচকে উঠল বুড়োর। শহরের দিক থেকে পরপর দুটো গুলির শব্দ হয়েছে। ঘাট থেকে খানিক দূরেই একটা স্টোরের পাশে তার কেবিন। তাকাল সেদিকে। অ্যানি ঘরেই আছে তো? চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রাতের রান্না সেরে নিচ্ছে অ্যানি। একেবারে মায়ের মত লক্ষ্মী হয়েছে মেয়েটা—মাত্র আঠারো বছর বয়স। ভিজে উঠল এডের চোখ। তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছে ফেলল শার্টের হাতায়। আজকাল কি যে হয়েছে, মেরির স্মৃতি মনে পড়লেই চোখে শুধু শুধু জল আসে!

লগিটা নামিয়ে রেখে কাঠের খুঁটিতে ফেরির দড়ি জড়াল এড, কেবিনের দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া। ব্যাপার কি, এত তাড়া কিসের, শয়তানের ধাওয়া খেয়েছে নাকি! তাকিয়ে থাকল সে। একমুহূর্ত পরেই কটনউড গাছের পাশ দিয়ে উদয় হলো অশ্বারোহী। এডের সামনে এসে রাশে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাদামী স্ট্যালিয়নটাকে থামাল যুবক। হাসি হাসি চেহারা। বলল, 'দড়ি খুলে ফেরিতে ওঠো, মিস্টার, এখুনি আমার ওপারে যেতে হবে।'

'দুঃখিত, মিস্টার,' অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল এড গ্রীন। 'আজকে আর সম্ভব নয়। স্রোত বেশি, তারওপর বাতাসের ঝাপটা—ফেরি ডুবে যাবে। তারচেয়ে তুমি বরং...'

'যা বলছি করো!' ধমকে উঠল পিটার লারসেন।

'অসম্ভব।' এডও রেগে গেল অপরিচিত আগন্তুকের অভদ্র আচরণে।

'*বলো সম্ভব*, কিন্তু তুমি আমাকে ওপারে পৌছে দেবে না।'

'হ্যাঁ, দেব না, ব্যস হলো?' রাগে বালিতে পা ঠুকল বুড়ো।

'শুনলাম তোমার কথা,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল লারসেন। ঘোড়া

দাবড়ে উঠে পড়ল ফেরিতে। এডকে হাতের ঝাপটায় ইশারা করল। 'কি হলো, ছাড়ো তোমার ভাঙা ফেরি।'

'নামো বলছি আমার বোট থেকে!' অজান্তেই অভ্যেস বশে ডানহাত উরুর কাছে নিয়ে ঝাঁকাল এড।

সিক্সগান ছোঁয়ার কোন ইচ্ছে এডের ছিল না, কিন্তু আগন্তুকের জানা নেই ফেরিম্যানের অভ্যাস। নির্দয় চেহারায় ভ্রূ করল সে, টিপে দিল ট্রিগার। কপালে, ঠিক দু'চোখের মাঝখানে একটা লাল টিপ নিয়ে ধড়াস করে নদীতে পড়ল বুড়োর লাশ। ভেসে গেল তীব্র স্রোতে।

ফেরির একধারে লোহার হিচরেইল। ঘোড়াটা ওখানে বেঁধে গুলি করে ফেরির রশি ছিঁড়ে দিল পিটার লারসেন। স্রোতের টানে দুলতে দুলতে এগোল ফেরি। লগি দিয়ে নদীর বুকে খোঁচা মারতে লাগল লারসেন। আরও গতি চাই তার। তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে হবে।

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে বাবাকে নদীতে পড়ে যেতে দেখল অ্যানি গ্রীন। দেখল ফেরি নিয়ে চলে যাচ্ছে খুনীটা। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো সে নদীর তীরে, থমকে দাঁড়াল পানির সামনে। কালো চুলের গোছা জোরাল বাতাসে চোখের ওপর এসে পড়ছে, দু'হাতে সরিয়ে বাবাকে খুঁজল ও। যতদূর চোখ যায় কোথাও নেই ওর বাবা। ডুবে গেছে! পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অ্যানি। সংবিৎ ফিরল ওর মাইক ব্রনসনের কথায়।

'ম্যাম, এটাই কি শেষ ট্রিপ?'

'আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে ও!'

'দুঃখিত...ম্যাম?'

'আমার বাবাকে...বাবাকে খুন করেছে ওই লোকটা!'

বুঝতে দেরি হলো না মাইকের। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল সে। জীবনে কখনও এত বিব্রত হয়নি। কি করবে বুঝে উঠতে

পারল না। বন্ধু-বান্ধব হলে কাঁধ পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেয় লোকে; কিন্তু একজন মহিলাকে এরকম সময়ে কি বলে? কঠোর চেহারায় চুপ করে অ্যানির পাশে দাঁড়িয়ে দূরে চলে যাওয়া ফেরির দিকে চেয়ে থাকল মাইক। ব্যর্থ হয়েছে সে। দিনের পর দিন ট্রেইল করেও লাভ হলো না, শেষ মুহূর্তে ফস্কে গেছে পিটার লারসেন। ওই যে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে মাঝ নদীতে, দোদুল্যমান ফেরিতে বিজয়ীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বুলেটের আওতার বাইরে চলে গেছে লারসেন। শপথ করল মাইক, লারসেন যত বড় পিস্তলবাজই হোক, সুযোগ পেলেই লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াবে ও।

প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যেতেই ফোঁপাতে শুরু করল অ্যানি গ্রীন। অবিশ্বাস সরে গিয়ে কঠোর বাস্তবতা জায়গা করে নিচ্ছে ওর মনে। এখন ও জানে বাবা শেষ বিকেলে ফেরি বেঁধে কখনোই আর কেবিনে ফিরে রাতের খাবার চাইবে না, বাবার গলা শোনা যাবে না সকালে—'অ্যানি, আমি ঘাটে গেলাম'। শেষ হয়ে গেল মানুষটা চোখের সামনে। যে মানুষ জীবনে কারও ক্ষতি করেনি সেই নির্বিবাদি মানুষটা আর নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। মা'র কাছে চলে গেছে বাবা!

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মাইক। দেখল নোংরা পোশাক পরা রুগ্ন একজন লোক প্যান্টের পকেটে দু'হাত পুরে এগিয়ে আসছে। বারবার ফেরি থেকে মেয়েটার ওপর তারপর আবার ফেরিতে তাকাচ্ছে লোকটা, গড়ে পাঁচ পা হাঁটলে একবার করে তামাকের কষওয়ালা খয়েরী থুতু ফেলছে থোঃ থোঃ করে। ওপরের পাটির দুটো দাঁত নেই, সেজায়গায় চৌকো একটা কালো গর্ত। থুতু ফেলার সময় বিদঘুটে লাগছে দেখতে। একদলা থুতু মাইকের পায়ের কাছে ফেলে কৌতূহলী চোখে তাকাল সে থেমে দাঁড়িয়ে।

'কে তুমি?' লোকটা প্রশ্ন করার আগেই জানতে চাইল মাইক।

'স্টোরকীপার।' হাড় বের হওয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল লোকটা। হাত তুলে দেখাল কটনউড গাছগুলোর কাছে, একশো গজ দূরে কটনউড গুঁড়ি দিয়ে তৈরি নিচু একটা লম্বা ঘর। অ্যানিদের কেবিনের পাশেই তার দোকান।

'এখানে কি ঘটেছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'এড গ্রীনকে মেরে ফেরি নিয়ে গেছে ওই লোকটা।' তর্জনী তাক করে ফেরিটা দেখাল সে। 'অবশ্য বাঁচতে পারবে না, পাথরে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে ওই ফেরি। নদী পারাপার বন্ধ, ব্যবসা এবার মন্দা যাবে। অন্তত একমাস লাগবে নতুন ফেরি বানাতে। কবে জন বাকমাস্টার ফেরি বানাবে সেই আশায় ব্যবসা বন্ধ করে বসে থাকো এখন!'

'তারমানে তুমি সবই দেখেছ!' দাঁতে দাঁত চাপল মাইক। 'লোকটাকে ঠেকালে না কেন?'

'তুমি নতুন এসেছ, এই এলাকা তো চেনো না, তাই একথা বলছ।' ঠোঁটের কশা বেয়ে গড়ানো লালা শার্টের হাতায় মুছে মাইকের দিকে তাকাল স্টোরকীপার। 'কিংস রোতে খুন করতে বাধা দেয়া নির্বুদ্ধিতা। খামোকা মরে যাওয়ার মত অত বোকা এই মার্ক উইড নয়। আজকে এই লোকটাকে মারলে কালকে এর বন্ধুরা আমাকে এসে মেরে যেত।'

কথা শেষ করে অলস পায়ে দোকানের দিকে হাঁটা দিল লোকটা নির্বিকার চেহারায়। মাত্রাছাড়া স্বার্থপরতার নমুনা দেখে রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল মাইকের। এতদিন ওর ধারণা ছিল সব জাতের মানুষ ওর চেনা শেষ হয়েছে, আজকে বুঝল শেষ হয়নি, এই স্টোরকীপার লোকটা নতুন জাতের ছোটলোক। যাবার আগে মেয়েটাকে একটা সান্ত্বনাসূচক কথা পর্যন্ত বলার ধার ধারেনি লোকটা, অথচ পাশাপাশি বাস করে। একেই বলে প্রতিবেশী!

বুঝতে ওর দেরি হয়নি মালপত্র বেচা এই লোকের আসল পেশা

নয়। ইন্ডিয়ান আর আউট-লদের কাছে চোলাই মদ বেচেই পেট চালায়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রভাবশালী কেউ একজন একে দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে। এই অবৈধ ব্যবসার শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রথিত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মালিক থাকে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

অ্যানির কান্নার শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো মাইক। অসময়ে বেখেয়াল হয়েছে বলে লজ্জা পেল ভীষণ। অসহায় লাগল ওর। মেয়েটার নাম জানে না ও, সাহায্য করতে চায়, কিন্তু কিভাবে উপকারে আসা সম্ভব বুঝে উঠতে পারল না।

'আমার সঙ্গে এসো, ম্যাম,' দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলল সে। 'চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। তোমার বাড়ির ওরা নিশ্চয়ই...'

'বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই,' ফুঁপিয়ে উঠল অ্যানি।

'তাহলে চলো তোমার প্রতিবেশী বা কোন বন্ধুর বাসায় তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'তেমন কেউ নেই।' কাঁদছে অ্যানি, মাইকের মনে হলো সে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। 'মার্ক উইড আমাদের একমাত্র প্রতিবেশী। ও কোন সাহায্য করবে না।' ফোঁপানোর ফাঁকে বলল মেয়েটা।

'ধারে কাছে আর কোন বাড়ি নেই?' জানতে চাইল মাইক। সে একা একজন অবিবাহিত পুরুষ, এই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে, যুবতী মেয়ে, একা থাকলে বুনো এই এলাকায় ভয়ানক বিপদ নেমে আসবে বেচারির ওপর।

'একটা বাড়ি আছে তিনমাইল দূরে,' বলল অ্যানি। 'বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশন। ওখানে কয়েকবার গেছি আমি, তবে...তবে কাউকে তেমন চিনি না।'

'চলো তাহলে, আমরা ওখানেই যাব।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল

মাইক। ঘোড়ায় উঠতে অ্যানিকে সাহায্য করে বলল, 'এমনিতেও আমার ওখানে যেতে হবে।'

বাকমাস্টার পরিবার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না মাইক ব্রনসন। অন্যরা যতটুকু জানে, ওর জ্ঞানও ততটুকুই। বাকমাস্টার পরিবার এসেছে দক্ষিণ থেকে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওখানকার সততা, ভদ্রতা আর আভিজাত্য। এই অঞ্চলে এত বছর থাকার পরেও সেই গুণগুলো বাকমাস্টার পরিবারে অটুট আছে। মাইক জানে ডেপুটি জন বাকমাস্টার ছিল পরিবারের প্রধান। সৎ একজন আইনরক্ষক বলে জানত তাকে সবাই। আইন প্রয়োগ করতে গিয়েই মারা গেছে লোকটা। এটুকুই একজন মানুষ বা তার পরিবার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করার জন্যে যথেষ্ট। এব্যাপারে আর মাথা ঘামাল না মাইক। এগিয়ে চলল সরু আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে।

বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনে পৌঁছে মাইকের অনুরোধে দ্বিধান্বিত পায়ে বাড়ির ভেতর একাই ঢুকল অ্যানি গ্রীন। বাইরে অ্যাপালুসার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকল মাইক। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল লম্বা চওড়া একজন বয়স্ক লোক। চুলে রূপোলী ছোপ লেগেছে তার। হাত বাড়িয়ে দিল সে মাইকের দিকে।

'আমি মাইক ব্রনসন,' করমর্দন করে বলল মাইক। 'মিস্টার জনের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু…'

'কিন্তু জন মারা গেছে,' মুখের কথা কেড়ে নিল প্রৌঢ়। 'তুমিই বোধহয় সেই লোক যে খুনীর পেছনে ধাওয়া করেছিল? আমি জানি তুমি তাকে ধরতে পারোনি। অ্যানির মুখে সব শুনেছি। আমি জো ডেন্ট, মিস্টার ব্রনসন, বিশবছর ধরে বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনের ওভারশিয়ার।' একমুহূর্ত থেমে বলল সে, 'ঘোড়াটা বার্নে রেখে আমার সঙ্গে এসো, মিস্টার ব্রনসন। রন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ও জানতে চায় কেন তুমি ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে

চেয়েছিলে।'

বার্নে ওর অ্যাপালুসার অযত্ন হবে না নিশ্চিত হয়ে প্রৌঢ় ওভারশিয়ারের সঙ্গে বাড়ির দিকে পা বাড়াল মাইক। জো ডেন্ট ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বড় একটা লিভিংরুমে। অবাক হয়ে গেল মাইক নিখুঁত পরিপাটি ভাবে সাজানো ঘরটা দেখে। একটা বেমানান বাড়তি জিনিস নেই ঘরে, প্রতিটা আসবাবপত্রে, সাজানোর কৌশলে আভিজাত্য আর সুরুচির ছাপ। এমনটা আগে আর কখনও দেখেনি ও। কাউ কান্ট্রির বড় কোন র‍্যাঞ্চারের বাড়িতেও না।

এই পাথরের বিশাল বাড়ি, চারপাশের ফুল বাগান, মার্বেল পাথরের মর্মর মূর্তি, গোল চত্বর ঘেরা ফোয়ারা, পাথরের বার্ন, বাংকহাউজ, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সবকিছুই ওর চোখে নতুন, কেমন যেন রূপকথার রাজপ্রাসাদের মত।

বিস্মিত চোখে লিভিংরুমে আরেকবার চোখ বোলাল মাইক। একদিকের দেয়ালে সারি সারি ঝুলছে বাকমাস্টার পরিবারের সবার লাইফ সাইজ পোর্ট্রেট। উল্টো দিকে মস্ত ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সেই লালচে আলোয় ছবিগুলোকে মনে হচ্ছে জীবন্ত। লাল শেড দেয়া কয়েকটা সুদৃশ্য ল্যাম্প মৃদু আভা ছড়াচ্ছে। সীলিঙে ঝুলছে স্ফটিকের তৈরি অত্যন্ত দুর্লভ ঝাড়বাতি। মেঝেতে পুরু কার্পেট। একপাশের দেয়াল লাগোয়া সীলিঙ-সমান উঁচু কেসে হাজার হাজার বই। হরিণ আর পুমার স্টাফ করা মাথা টাঙানো আছে ফায়ারপ্লেসের ওপর। ঘরে তিন সেট সোফা তিনটে মেহগনি কাঠের টী টেবিলকে ঘিরে সাজানো। টেবিলগুলোর ওপর রাখা আছে দামী সব মদ আর ওয়াইন ভরা বোতল, রূপোর অ্যাশট্রে।

এত প্রাচুর্য, তবু এই বাড়ির মানুষগুলোর মনে এমুহূর্তে শান্তির লেশমাত্র নেই, ভাবল মাইক। কোন বিলাপ কানে আসেনি ওর, কিন্তু জন বাকমাস্টারের আত্মীয়দের মানসিক অবস্থা আঁচ করতে

পারছে। চেঁচিয়ে কাঁদতে আভিজাত্য হয়তো বাধা দিচ্ছে, কিন্তু বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস? যত বড়লোকই হোক, মানুষ তো! এই শোকের বাড়িতে একা একজন অপরিচিত মানুষ মাইক, অস্বস্তি লাগতে লাগল ওর।

একবার ভাবল চলে যাবে কিনা, তারপর অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিল। বুক থেকে দুশ্চিন্তার একটা পাথর নেমে গেছে ওর। কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। বার্ন থেকে আসার সময় ওভারশিয়ার জানিয়েছে অ্যানি গ্রীনকে আশ্রয় দিয়েছেন মিসেস নেলি বাকমাস্টার। মেয়েটা এখন নিরাপদেই থাকবে। ওকে আশ্বস্ত করা হয়েছে অ্যানির যত্নের কোন ক্রুটি হবে না, যতদিন খুশি থাকতে পারে ও এবাড়িতে। এমুহূর্তে মিসেস নেলি আর জোয়ানা রডনি আছেন ওর সঙ্গে।

মেঝেতে ক্রাচের শব্দ পেল মাইক। কার্পেটের দিক থেকে চোখ তুলে তাকাল দরজার দিকে। ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে একজন যুবক। নিশ্চয়ই রন বাকমাস্টার। পশ্চিমের বহু শহর ঘুরেছে মাইক, এত সুপুরুষ সুদর্শন সুঠামদেহী কোন যুবক ওর চোখে পড়েনি। গম্ভীর যুবকের চেহারা, বিষণ্ন দুটো চোখ, তবে একতিল পরিমাণ বিচলিত নয়।

'আমি রন বাকমাস্টার,' গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠে বলল সে। হাত বাড়িয়ে দিল মাইকের দিকে। 'বসো, মিস্টার ব্রনসন। জো'র মুখে শুনলাম তুমি বাবার খুনীকে ধরতে চেয়েছিলে।' মাইক সোফায় বসার পর রনও বসল। 'অ্যানি গ্রীনকে সাহায্য করেছ সেজন্যে ধন্যবাদ। এড গ্রীনও কি মারা গেছে?'

'আমি দেখিনি। তবে আহত হয়ে ওই ভরা নদীতে পড়লে কারও বাঁচার কথা নয়।'

'তা ঠিক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রন বাকমাস্টার। 'ফেরিটা আমাদেরই। এড গ্রীনকে সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি, বড় ভাল

লোক ছিল।'

আভিজাত্য, ভাবল মাইক, নিজের বাবার জন্যে শোক প্রকাশ করবে না যুবক।

ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ কর্নেল। মাইকের সঙ্গে পরিচয়ের পালা সেরে বসে পড়লেন পাশের সোফায়। চুরুট ধরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি মাইকের দিকে।

প্রচ্ছন্ন ভাবে ওর আসার কারণ জানতে চাওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে রন বাকমাস্টারের হাতে দিল মাইক।

নিঃশব্দে চিঠি পড়া শেষে কর্নেলকে দিল রন। যত্নের সঙ্গে স্টীল রিমের ভারী চশমাটা নাকের ওপর বসিয়ে এবার চিঠিটা পড়লেন কর্নেল। তারপর মাইকের দিকে তাকালেন।

'বুঝলাম। পিটার লারসেনকে খুঁজছ তুমি, মিস্টার ব্রনসন।'

'হ্যাঁ, আমি ওর জন্যেই এসেছি,' তিক্ত স্বরে বলল মাইক, 'পিটার লারসেন মানুষ নামের যোগ্য না।'

'অথচ আশ্চর্য কি জানো, মিস্টার ব্রনসন,' পাকা চুলে হাত চালালেন বিষণ্ণ কর্নেল, 'যে এক পলক লারসেনকে দেখেছি, ভদ্রলোক মনে হয়েছে ওকে আমার। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে ওই লোক খুনী আউট-ল হতে পারে। একটু খুলে বলো তো কে এই লারসেন।'

'পিটার লারসেন জাজ আব্রাহাম লারসেনের ভাতিজা,' বলল মাইক। দেখল কর্নেল আর যুবক বাকমাস্টার বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে। 'টেক্সাসের অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক জাজ লারসেন। সবাই চেনে তাঁকে। পিটার তাঁর বংশের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছে। অথচ লোকটা শিক্ষিত, ইউনিভার্সিটি থেকে ল পাস করেছে। মাস ছয়েক আগে সে চাচার বাসায় বেড়াতে আসার নাম করে চলে আসে ক্যারোলিনা থেকে। পরে জানা গেছে ক্যারোলিনায় খুনের

অভিযোগে তাকে খোঁজা হচ্ছে। ভাবতেও অবাক লাগে পিটার লারসেনের জন্ম সারা দেশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারগুলোর একটায়।

‘এরপর জানা গেল পিটার টেক্সাসে এসে ঘোড়াচোর একদল আউট-লর সঙ্গী হয়েছে। ইন্ডিয়ান টেরিটোরির উত্তরে কয়েক দফা চোরাই ঘোড়া বেচেছে সে। শেরিফ বিশ্বাস করতে পারেনি পিটার এমন কাজ করতে পারে। কথা বলতে সে পিটারের আখড়ায় গিয়েছিল, বেচারা মারা গেছে। লারসেন খুন করেছে তাকে।’

‘শিক্ষিত বদমাশ লোক সাধারণ চোর ছ্যাঁচড়দের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক,’ অনেকটা আনমনেই বললেন কর্নেল। তারপর তাকালেন মাইকের দিকে। ‘তুমি পিটার লারসেনকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনো, মিস্টার ব্রনসন?’

গম্ভীর চেহারায় ওপর নিচে মাথা ঝাঁকাল মাইক। ‘হ্যাঁ। প্রথম যখন টেক্সাসে আসে ওর সঙ্গে পোকার খেলার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। জাজের ভাতিজার সঙ্গে খেলার সুযোগ হয়েছে আমার মত কাউবয়ের, নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম চুরি করছে সে নির্লিপ্ত চেহারায়। এরপর পিটার লারসেনের সঙ্গে আজকের আগে আর দেখা হয়নি কখনও।’

মাইকের কথা শেষ হওয়ার পর চিন্তিত চেহারায় কিছুক্ষণ খামের ওপর টোকা মারলেন কর্নেল। তারপর বললেন, ‘কাউন্টি শেরিফের লেখা এই চিঠিতে তোমার প্রশংসা করা হয়েছে, মিস্টার ব্রনসন। শেরিফ লিখেছে জন বাকমাস্টার যাতে তোমাকে সর্বত ভাবে সহযোগিতা করে। কিন্তু কোথাও তোমাকে অফিসার হিসেবে উল্লেখ করেনি। তাহলে কি তুমি ল অফিসার নও? তা-ই যদি হয় তাহলে কেন তুমি লারসেনের পিছু নিয়েছ, ব্যক্তিগত কোন কারণে?’

'না, আমি অফিসার নই। ব্যক্তিগত কোন কারণও নেই। আমি যে র‍্যাঞ্চে কাজ করছিলাম, সেখান থেকে লারসেন একটা স্ট্যালিয়ন চুরি করে ভেগেছে। ওই ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চারের খুবই দরকার—উন্নত রেসের ঘোড়া ব্রীড করবে। র‍্যাঞ্চারই আমাকে পাঠিয়েছে।'

চুপ করে দু'জনের আলাপ শুনছিল রন বাকমাস্টার। ওরা থেমে যেতে মুখ খুলল সে।

'মিস্টার ব্রনসন, তুমি বোধহয় জানো না এতদিন ডেপুটি শেরিফ বলতে এই বেন্ডে বাকমাস্টারদের ছাড়া আর কেউ ছিল না।' কেশে গলা পরিষ্কার করল রন। 'আমার দাদা ছিলেন শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম ডেপুটি শেরিফ। এখান থেকে আউট-লদের তাড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর পর আমার দুই চাচা ডেপুটির দায়িত্ব পালন করার সময় আউট-লদের হাতে মারা যান। বাবা হন ডেপুটি শেরিফ। গত বিশ বছর তিনি শহরটাকে তস্করদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এখন...' অসহায় বিষণ্ন দৃষ্টিতে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে তাকাল রন বাকমাস্টার।

'এখন তুমি ডেপুটির অফিসে বসবে,' কথার খেই ধরলেন কর্নেল। 'রন, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কি করে।' তিক্ত চেহারায় পঙ্গু ডান পা-টা দেখল যুবক। 'সম্ভব নয়, কর্নেল স্যার; আমি লোক হাসাতে চাই না।'

'তুমি শুধু অফিসে বসবে। তোমার হয়ে রাইডিং করবে অন্য কেউ।'

'না।' দৃঢ়স্বরে সিদ্ধান্ত জানাল রন। 'আমার কাজ করতে গিয়ে অন্য কেউ মৃত্যুর ঝুঁকি নেবে সে আমি হতে দিতে পারি না। যদি সাধ্য থাকত, বাবার খুনীকে শাস্তি দিতাম; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সেই সাধ্য দেননি...মাঝে মাঝে মনে হয় মা'র কথাই ঠিক, ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে আমার।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল যুবক, ক্রাচে ভর

দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ঘরে। চুপ করে বসে থাকল মাইক আর কর্নেল। দু'জনেই অনুভব করতে পারল যুবকের অসহায়তা। রনের বাবাকে শহরের রাস্তায় কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে কুখ্যাত একজন আউট-ল, অথচ কতটুকু কি করতে পারবে সে? কিছুই না। পঙ্গু একজন অসহায় যুবক, যার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে প্রতিশোধ স্পৃহায়, করার কিছুই নেই তার!

ঘর ভরে গেল অপার্থিব বিষণ্ন সুরে। অবাক হলো ব্রনসন, এই শোকের বাড়িতে কে বাজায় এই সুর!

পিয়ানো বাজছে। শিল্পীর নিপুণ হাতের আলতো ছোঁয়ায় ঝরছে অব্যক্ত কান্না। কোমল পর্দাগুলোর ব্যবহার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, অসহায়তা, অভিযোগ, প্রার্থনাকে ফুটিয়ে তুলছে। করুণ আর্তি আর হাহাকার হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেয়। এত দুঃখ সয়ে মানুষ বাঁচতে পারে?

'ওই যে রন, হৃদয় উজাড় করে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধ কর্নেল। 'অবাক হয়ো না, মিস্টার ব্রনসন, ও এমনই। যদি হীনম্মন্যতায় না ভুগত, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে ওর অসুবিধা হত না। নিজেকে সর্বক্ষণ গুটিয়ে রাখে ছেলেটা।'

'জন্ম থেকেই পা নষ্ট?' আলাপ চালানোর উদ্দেশ্যে জানতে চাইল মাইক।

'না।' মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'দশ বছর বয়সে অসুখে পড়ে পঙ্গু হয়ে গেছে।'

আবার চুপ হয়ে গেল দু'জন। মাঝরাত হয়ে গেছে জানে না মাইক। একফাঁকে রাতের খাওয়া সেরে আবার লিভিংরুমে এসে বসল ও কর্নেলের সঙ্গে। বাজছে পিয়ানো।

আধঘণ্টা পর এলো জো ডেন্ট। আগামী কাল জন বাকমাস্টারের

ফিউনারেলের ব্যবস্থা করে মাত্র শহর থেকে ফিরেছে সে। ওদের মুখোমুখি সোফায় বসল ডেন্ট। জানাল পারিবারিক গোরস্থানে কবর দেয়া হবে র‍্যাঞ্চারকে।

'এবার তাহলে আমার যেতে হয়।' উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল রডনি। 'জোয়ানা এখানেই থাকছে, কাল আমার ওখানে পৌঁছে দিয়ো।'

'এক মিনিট, কর্নেল,' বলে উঠল জো ডেন্ট। 'আপনার জানা দরকার যে টার্ক বীম্যানকে ডেপুটি করা হয়েছে। কাগজপত্র নিয়ে কাউন্টি সীটের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে লোকটা।'

'কি বলছ!' গর্জে উঠতে গিয়ে সামলে নিলেন কর্নেল শোকের বাড়ি বলে। 'জনের লাশ এখনও ঠাণ্ডা হয়নি কফিনের ভেতর, বীম্যানের মত একটা গর্দভ ওর পদে বসবে!' দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'না না, এ ভীষণ অন্যায়।'

মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জো ডেন্টের কাঁধ আঁকড়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল।

থেমে গেছে অপার্থিব বাজনা। শুনতে পেল মাইক হলঘরের দরজায় কর্নেলকে বিদায় জানাল রন বাকমাস্টার।

এবার ওকেও যেতে হবে, রাতটা কোথায় কাটাবে ভাবল ব্রনসন। শহরে ফিরে হোটেলে উঠলে অযথা পয়সা নষ্ট। তারচেয়ে ট্রেইলের পাশে ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়লে অপচয়ও হবে না, ঘুমও দেয়া যাবে নিশ্চিন্তে। করুণ আর্থিক অবস্থা চিন্তা করতে গিয়ে মন ছোট করল না মাইক, ভাবতে লাগল নক্ষত্রের মালা সজ্জিত উদার আকাশ আর নির্মল মুক্ত বায়ু শরীরের জন্যে কত উপকারী।

ক্রাচের শব্দে মুখ তুলে তাকাল মাইক। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রন বাকমাস্টার। এগিয়ে এলো ক্রাচে ভর দিয়ে।

'আমি তাহলে আসি।' উঠে দাঁড়াল মাইক। হাত বাড়িয়ে দিল। 'সাপারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

'আমাকে রন বলেই ডেকো।' হাসল যুবক। বলল, 'অনেক দূর থেকে এসেছ তুমি, মিস্টার ব্রনসন। ক্লান্তি লাগছে নিশ্চয়ই? আজ আর যাওয়ার দরকার নেই; এখানেই, আমাদের বাড়িতেই থেকে যাও। এসো, তোমাকে ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।' ব্রনসনকে আপত্তি জানানোর সুযোগ দিল না রন। 'আর হ্যাঁ, খানিক আগের অভদ্র আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত। ওভাবে চলে যাওয়া আমার অনুচিত হয়েছে। আসলে নিজেকে ঠিক সামলে রাখতে পারিনি। কিছু মনে কোরো না।'

'না, না, মনে করার কি আছে, এমন একটা দুঃসময়ে…' রনের পাশে পা চালাল মাইক। বলল, 'আমাকে মিস্টার ব্রনসন বলে ডাকলে কেন যেন মনে হয় বয়স আমার কমপক্ষে পঁচাশি, শুধু মাইক বলেই আমাকে ডেকো, রন।'

'বেশ, মাইক।' চেহারা দেখে মনে হলো সমবয়সী একজন বন্ধু পেয়ে খুশি হয়েছে যুবক বাকমাস্টার।

পরদিন সকাল। সোনাঝরা চমৎকার আলোময় একটা দিন।

নাস্তা সেরে বাগানে এসে দাঁড়াল মাইক। আতিথেয়তায় ত্রুটি নেই বাকমাস্টারদের, অনেকদিন পর পেটে উপাদেয় খাবার পড়েছে ওর। মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে ঢেকুর তুলল ও। তাকাল গেটের দিকে। ফুরফুরে মনটা এক নিমেষে বিষণ্ন হয়ে গেল। গেটের সামনে একটা ওয়্যাগন এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়্যাগনটাকে ঘিরে আছে বারোচোদ্দ জন অশ্বারোহী। গেটে দাঁড়ানো জো ডেন্ট মাথা থেকে হ্যাট খুলে বিমর্ষ চোখে দেখছে সবাইকে।

'এড গ্রীনের লাশ এসেছে,' মাইক পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চাপা গলায় বলল জো ডেন্ট। 'কালকে সারারাত খুঁজে ভোরের দিকে ওকে পেয়েছি আমরা। একটা বাঁধের গায়ে আটকে ছিল। বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন হতে দেখলে হয়তো একটু শান্তি

পাবে এবার অ্যানি।'

'হয়তো।' সরে এলো মাইক। মিনিট দশেক বাগানের শত লাল-বেগুনী-হলুদ-নীল ফুল দেখে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে। লিভিঙরূমে ঢুকে দেখল সোফায় শুকনো মুখে বসে আছে রন বাকমাস্টার। গতকালের শোক আবার ঘিরে ধরেছে বোধহয় যুবককে।

যুবকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাইক। 'এবার আমার যেতে হয়,' বলল সে, 'আতিথেয়তার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' হাত বাড়িয়ে দিল মাইক।

হাতটা ধরল রন, তবে ছাড়ল না। হাসার চেষ্টা করে বলল, 'তোমাকে আমার দরকার, বন্ধু। খুব জরুরী কোন কাজ না থাকলে একটু থেকে যাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'না, জরুরী কোন কাজ নেই,' রনের হাতটা শক্ত মুঠোয় নিয়েই বসল মাইক। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠে বলল, 'বেশ তো, থাকব। রোজ হিসেবে কাউহ্যান্ডের কাজ করছিলাম, আপাতত না ফিরলেও র‍্যাঞ্চারের ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে।' যুবক বাকমাস্টার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মাইকের দিকে।

'আমি সে-কথা বোঝাতে চাইনি।' লজ্জা পেল মাইক। রেগে গেল নিজের ওপর। বলল, 'তুমি স্পর্শকাতর হয়ে উঠছ, রন। আমি মাইক ব্রনসন আজ পর্যন্ত অতিরিক্ত টাকার পেছনে অযথা ছুটে সময় নষ্ট করিনি। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি আমি উপার্জন করিনি। কখনও না।'

'দুঃখিত, মাইক...আসলেই ভদ্রতাবোধ বোধহয় লোপ পাচ্ছে আমার।' এবার লজ্জা পেল রন। 'তোমার কথাকে বাঁকা অর্থে নিয়ে ভুল করেছি।' মাইকের কাঁধে হাত রাখল সে। 'মাফ করে দাও, হলো তো? তোমাকে আমার দরকার, মাইক। বিকেলে ফিউনারেলের কাজ সেরে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

রাজি?'

আবার রন বাকমাস্টার ওর কথার উল্টোপাল্টা অর্থ করে অপমান করে কিনা ভেবে একটু দ্বিধা করল মাইক। তারপর যুবকের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে বলল, 'রাজি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' সকালের রোদের মত নির্মল হাসল রন বাকমাস্টার। হাত রাখল মাইকের কাঁধে।

ঘরে ঢুকল দু'জন মহিলা। তাদের একজনকে মাইক চেনে। অ্যানি গ্রীন। আজকে লক্ষ করল সে, মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী। নদীর ধারে প্রকৃতির কোমল স্পর্শে প্রস্ফুটিত অপূর্ব একটি বুনো গোলাপ। কালো চোখ দুটোয় দুঃখ উপচে পড়ছে, ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে কমলার কোয়ার মত ঠোঁটদুটো। কি ভাবছে মেয়েটা ওকে এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে? খেয়াল করেছে কি? চোখ নামিয়ে নিল মাইক অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও।

অপর মেয়েটার সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল রন। জোয়ানা রডনি—কর্নেল জিম রডনির নাতনি। নতুন পরিবেশে সবাইকে মাইক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। জোয়ানা রডনি কমনীয় পবিত্র চেহারার রূপসী যুবতী। দেখলেই মনে হয় এই মেয়ে অন্যায় করতে পারে না, কখনও কারও ক্ষতি করার কথা ভাবেনি। সরল সাদাসিধে এক নারী।

'রন তুমি কাল সারারাত ঘুমাওনি,' জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে অভিযোগের সুরে বলল জোয়ানা রডনি। 'এসময় তুমি ভেঙে পড়লে চলবে কি করে। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

চুপ করে থাকল রন বাকমাস্টার। মেয়েটার বলার সুরেই বুঝে গেল মাইক কি পরিমাণ ভালবাসে মেয়েটা এই যুবককে। কিন্তু রনের দিক থেকে সাড়া নেই কেন! চট করে একবার যুবকের চেহারায় চোখ বুলাল মাইক। এক সেকেন্ডে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে

গেল ওর কাছে। ভাল রনও বাসে, কিন্তু বলতে পারে না, পঙ্গু পা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও ভালবাসার মেয়েটিকে সেকথা বলবে না, জানতে দেবে না যুবক ওর হৃদয়ের শূন্যতার কথা।

ঠিক হলো দুপুরে হবে জন বাকমাস্টারের ফিউনারেল। শহরের প্রায় সবাই এলো ডেপুটি শেরিফের শেষকৃত্যে। রনের সঙ্গে কটনউড আর উইলো গাছে ঘেরা বাকমাস্টারদের ব্যক্তিগত গোরস্থানে এলো মাইক। সাদা পাথরের স্তম্ভ আছে কয়েকটা। বাকমাস্টারদের দুই পুরুষের কবর।

রন আর তার মায়ের জন্যে বাড়ি থেকে চেয়ার আনা হয়েছে। কর্নেলও বসে আছেন একটা চেয়ারে। কিন্তু রন দাঁড়িয়ে রইল মায়ের পাশে ক্রাচে ভর দিয়ে। চারপাশে এসে উপস্থিত হয়েছে শহরের মানুষ সান্ত্বনা জানাতে, শেষ শ্রদ্ধা দেখাতে। কোনদিকে রনের খেয়াল নেই, অনেক অনেক দূরে কোথায় যেন তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন সে।

খুব সংক্ষেপে থমথমে নীরবতায় শেষ হলো সার্ভিস। ছোট্ট করে প্রার্থনা শেষ করলেন পাদ্রী, কারণ জন বাকমাস্টার এশহরের জন্যে যা করেছে সমস্ত কিছু বলে ঈশ্বরের কাছে তার আত্মার মাগফেরাত চাইতে গেলে দু'দিনেও বয়ান শেষ হবে না।

কবরে কফিন নামানোর পর এক বেলচা মাটি ফেলল রন। তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে গম্ভীর চেহারায় ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল বাড়ির দিকে। পাশে হাঁটছে মাইক ব্রনসন। এগিয়ে এলো নতুন ডেপুটি শেরিফ টার্ক বীম্যান। হাঁটাচলা দেখে বোঝা যাচ্ছে ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে আছে লোকটা। ডাক দিল পেছন থেকে। 'এক মিনিট, রন।'

থেমে দাঁড়িয়ে বীম্যানকে পাশে আসার সুযোগ দিল রন। কৌতূহলী চোখে তাকাল।

'খুবই ব্যস্ত বলে সময় করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, রন,' বলল বীম্যান, 'জানো বোধহয় সবার অনুরোধে নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে ডেপুটির গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে?' রন জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার বলল বীম্যান, 'তোমার সঙ্গে আলাপ না করেই কাজটা নেয়ায় তুমি কিছু মনে করোনি তো, রন? আসলে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে...'

'ঠিক আছে মিস্টার বীম্যান, আমি কিছু মনে করিনি,' বিন্দুমাত্র আবেগ নেই, নির্লিপ্ত স্বরে বলল যুবক, 'তবে আমি তোমার কাছে রন নই, ভবিষ্যতেও আগের মতই আমাকে মিস্টার বাকমাস্টার বলে ডাকলে খুশি হব।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেল বীম্যান। কাতলা মাছের মত মস্ত হাঁ করল, কিন্তু এতই অপ্রস্তুত হয়ে গেছে যে বলার মত কিছু খুঁজে পেল না। মাইকের হাত ধরে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল যুবক বাকমাস্টার।

সেলুনমালিক জেরেমি রাসেল আর নতুন ডেপুটি বীম্যান যখন আনুষ্ঠানিকতা সেরে সন্ধেয় একসঙ্গে শহরের পথ ধরল, তখন রন বাকমাস্টার যে অপমান করেছে তা ভুলে থাকার জন্যে রনের সঙ্গের যে লোকটা হাসি হাসি চেহারায় ওকে দেখছিল তার কথা ভাবতে লাগল টার্ক বীম্যান। একসময় সেলুনমালিককে সে বলেই ফেলল, 'জেরেমি, রন বাকমাস্টারের সঙ্গে বদমাশ চেহারার একটা লোক ছিল দেখেছ? কে লোকটা? ওই যে খয়েরী রঙের চোখ?'

'মাইক ব্রনসন। ডেপুটি জনের খুনীকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে,' বলল সেলুনমালিক। 'সাবধান, ওই লোকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ো না। লোকটা আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ। জন বাকমাস্টারকে পথ থেকে সরিয়ে সিডার স্প্রিংসের উন্নতির পথ করে দিয়েছে যে পিটার লারসেন, এই লোক তার শত্রু। দেখে যাই মনে হোক, দুধের শিশু নয় এই মাইক ব্রনসন। ভাবছি খোঁজ লাগাব

এর সম্পর্কে। তুমিও নজর রেখো, গায়ে পড়ে এর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না।'

'নিশ্চিন্তে থাকো।' হাসল আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর বীম্যান। একবার লোকটাকে বাগে পেলে ব্যাটার মুখ থেকে হাসি মুছে যাবে চিরতরে। খুন করার দরকার নেই, তবে আচ্ছামত পিটিয়ে জেলে পুরে অনাহারে আধমরা করতে দোষ কি! এখন ক্ষমতা আছে তার। আপন মনে আবার হাসল বীম্যান। কতদিন কাউকে পিটিয়ে হাড়গোড় গুঁড়ো করা হয়নি। একবার মওকা মত মাইক ব্রনসনকে পেলে···

বিকেলে বাকমাস্টারদের ব্যক্তিগত কবরস্থানে এড গ্রীনকেও যথাযথ মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত করা হলো। আপত্তি তুলেছিলেন মিসেস নেলি, কিন্তু রন তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। শেষ পর্যন্ত ছেলের যুক্তির যথার্থতা বুঝে বাধা দেননি মিসেস নেলি। বিশ বছর একনাগাড়ে বিশ্বস্তভাবে বাকমাস্টারদের হয়ে দায়িত্ব পালন করেছে এড গ্রীন। মনিবের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়েই মারা গেছে বুড়ো মানুষটা আততায়ীর হাতে। এখন তাকে সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করলে মানুষ কি বলবে! আপত্তি জানাতে আসলে সাহস হয়নি মিসেস নেলির। তবে, ছেলের সিদ্ধান্ত খুশি মনে মেনেও নেননি তিনি। কথা না বাড়িয়ে চলে গেছেন অন্দর মহলে।

সন্ধের সময়, ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত কাঠের মৃদু আলোয় লিভিংরূমে বসল রন আর মাইক। রনের চেহারা গম্ভীর, আজ সারাদিন কি যেন ভাবছে নিমগ্ন হয়ে।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে, মাইক,' অবশেষে নীরবতা ভেঙে বলল সে। 'তুমি যে ঘোড়াটা চাও সেটা নিয়ে পিটার লারসেন কিংস রো'তে চলে গেছে। কিন্তু আবার এপথেই তাকে ফিরতে হবে। সেক্ষেত্রে তুমি এখানেই থেকে যাও না কেন। এখানে থাকলে

বর্ডারে চোখ রাখতে তোমার সুবিধা হবে। তোমাকে আমি ফোরম্যানের চাকরি দিতে চাই। জো ডেন্ট থাকবে র‍্যাঞ্চের ওভারশিয়ার হিসেবে। তুমি দেখে রাখবে আমাদের ক্যাটল।

'দু'হাজার ক্যাটল আছে আমাদের। বাবা নিজেই ওগুলো দেখাশোনা করতেন। তুমি ইচ্ছে করলে দায়িত্বটা নিতে পারো, মাইক। তোমাকে আমার সৎ একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে।' মাইক চুপ করে রয়েছে দেখে রন বলল, 'কাজের ফাঁকে প্রচুর সময় পাবে তুমি ঘোড়াটা খুঁজে বের করার।'

অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবটা বিস্মিত করল ব্রনসনকে। ক্ষতি কি, ভাবল সে। খানিক চিন্তা করে জানতে চাইল, 'র‍্যাঞ্চে কাউহ্যান্ড আছে ক'জন?'

'দু'জন। অনেক পুরানো লোক। কাজটা নিচ্ছ? যেকোন ফোরম্যানের চেয়ে বেশি বেতন পাবে।'

'আমি রাজি, তবে আরও লোক লাগবে।'

'তা তো লাগবেই। সবমিলিয়ে অন্তত বারোজন কাউহ্যান্ড দরকার তোমার। এখন থেকে লোক বাছাই করলে রাউন্ডআপের সময় আর অসুবিধা হবে না। রাউন্ডআপের পর তিন চারজন হলেই যথেষ্ট। জো ডেন্ট অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক, প্রয়োজনে ওর সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আরেকটা কথা, আমি চাই ঘোড়াটা উদ্ধার করতে পারলেও তুমি এখানেই থেকে যাও।'

'তখনকারটা তখন দেখা যাবে, রন।' আন্তরিকতার সঙ্গে রনের হাত ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল মাইক।

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না রন, চুপ করে চেয়ে থাকল আগুনের দিকে। যুবককে বিরক্ত না করে ঘরে ফিরল মাইক। রাতের খাবার সেরে বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। কাল থেকে ব্যস্ত হয়ে লেগে পড়তে হবে র‍্যাঞ্চের কাজে। একটু অস্থিরই লাগছে ওর। আগে কখনও এত বড় র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ছিল না ও। ঠিক মত

দায়িত্ব পালন করতে পারবে তো?

রাতে বিছানায় পিঠ ছোঁয়াবার এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল মাইক ব্রনসন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে ডাইনিঙ রুমে এলো সে। কেউ নেই ঘরে। টেবিলে নাস্তা দেয়া আছে। মাইক টেবিলে বসার পর তদারকি করতে হাজির হলো নিগ্রো মেইড। ভয়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে তার, থরথর করে কাঁপছে হাত। নাস্তা বেড়ে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। ভুলে ডাইনিঙ রুমের দরজা খুলে রেখে গেছে। কুকের সঙ্গে কিচেনে সে কথা বলছে, পরিষ্কার শুনতে পেল মাইক।

'আন্টি ভিনি, কি হবে গো, লুসিফার তো বাকমাস্টারস বেন্ডে আবার তার খেলা শুরু করল!'

'চুপ করো, মারিয়া।' ধমক দিল আতঙ্কিত কুক। 'আমাদের আবার কি হবে, বাকমাস্টারস বেন্ডে লুসিফার শুধু সাদামানুষের ওপর ছোবল দেয়।'

'কিন্তু আমাদের রন? ও তো সাদা মানুষের মত অত্যাচারী না। তাহলে?'

'গেছে হয়তো কোথাও।'

'না, ধরে নিয়ে গেছে! বিছানার চাদর একেবারে টানটান, রাতে ঘুমাতে পর্যন্ত দেয়নি। জোয়ানা আর মিসেস নেলি সেই অভিশপ্ত ঘরে বসে কাঁদছে! এসব শয়তানের খেলা!' কুকের জবাব শুনতে পেল না মাইক, নাস্তা শেষ না করেই বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। এখন বুঝতে পারছে রন বাকমাস্টার কাল সন্ধেয় কেন এত করে অনুরোধ করেছে ওকে চাকরি নিতে। রন জানত সে নিরুদ্দেশ হলে বিশ্বস্ত কারও দায়িত্বে থাকা দরকার। জো ডেন্ট বয়স্ক মানুষ, তার পক্ষে সবদিক সামলানো সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত বোধহয় নিয়েছিল রন বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই, পছন্দ

সই লোক পেয়ে আর দেরি করেনি। কিন্তু গেছে কোথায়? কি উদ্দেশ্যে? কতদিনের জন্যে?

জবাব জানা নেই মাইকের। ওভারশিয়ারের কোয়ার্টারে গিয়ে জো ডেন্টের সঙ্গে দেখা করল সে। মূল ভবন থেকে একটু দূরে আলাদা কেবিনে থাকে জো ডেন্ট। চিন্তিত ওভারশিয়ার থম মেরে বসে ছিল, ওকে দেখে হাসার চেষ্টা করল।

'ব্যাপার কি বলো তো! রন কোথায়?' জানতে চাইল মাইক।

'জানি না,' হতাশ চেহারায় শ্রাগ করল ডেন্ট। 'শুধু শুনলাম রনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি লোকজন ডেকে খুঁজতে শুরু করব। ভাল ঠেকছে না ব্যাপারটা আমার কাছে। আত্মহত্যা করে বসল না তো! যা আবেগপ্রবণ ছেলে!'

'কি করতে হবে বলো, আমি আমার সাধ্যমত করব,' বলল মাইক।

উঠে দাঁড়াল প্রৌঢ় ওভারশিয়ার। 'চলো, আমরা প্ল্যানটেশনের সবাই আগে ওকে খুঁজে দেখি। এখনই শহরে খবর দেয়া ঠিক হবে না। সাহস বেড়ে যাবে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শুরু করে দেবে জেরেমি রাসেলের মত বদমাশের দল। বাধ্য না হলে বাইরের কারও সাহায্য নেব না আমরা।'

সারাদিন ওরা তোলপাড় করে ফেলল প্ল্যানটেশনের চারপাশ। সন্ধেয় ফিরে এলো হতাশ হয়ে। এত পরিশ্রম বৃথা। যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে রন বাকমাস্টার। বাধ্য হয়ে খবর দিতে শহরে গেল বৃদ্ধ কাউহ্যান্ড দু'জন । অনেকেই এলো। পরদিন শুরু হলো আরেকদফা খোঁজাখুঁজি। এবার বাকমাস্টার্স্ বেন্ডের পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হলো, লাশ খোঁজা হলো নদীর ভাটিতে। কোথাও নেই রন বাকমাস্টার। কোন চিহ্ন না রেখেই গায়েব হয়েছে সে।

ব্যর্থ হয়ে একে একে শহরে ফিরে গেল সার্চ পার্টির সদস্যরা।

*

মাঝরাত। জোয়ানা বাকমাস্টারদের বাড়িতে রয়ে গেছে, একা নিজের ঘরে বসে আছেন বুড়ো কর্নেল। হঠাৎ শব্দটা কানে আসতেই গ্যালারিতে বেরিয়ে এলেন তিনি। শহরের দিক থেকে আসছে। শব্দটা খুব পরিচিত, কিন্তু কিসের তা মনে করতে পারলেন না কর্নেল।

ভ্রূ কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করলেন। কিসের শব্দ? এত পরিচিত লাগছে কেন? আগে কোথাও শুনেছি? হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর। পুবের শহরগুলোয় শুনেছেন এই হুল্লোড়। পিয়ানোয় নাচের বাজনা বাজছে, সেই সঙ্গে মাতালদের হৈহল্লা। গ্লাস ভাঙার শব্দও কানে এলো। কি হচ্ছে এসব! ডেপুটি জনের জন্যে শোক প্রকাশের সামান্য ভদ্রতাটুকুও করবে না জেরেমি রাসেল? আবার কি তবে উন্মত্ত হয়ে উঠবে মানুষগুলো, খুনোখুনি শুরু করবে, আদিমতায় ফিরে যাবে বাকমাস্টারস্ বেন্ড? তাহলে কাদের জন্যে জীবন দিল বাকমাস্টাররা, কি পেল জীবনের বিনিময়ে!

ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করলেন কর্নেল। পা টেনে টেনে ফিরে গেলেন ঘরে। বিছানায় শুয়ে নির্ঘুম চোখ মেলে ছাদের দিকে তাকালেন। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। রন থাকলে আজ এত সাহস পেত না জেরেমি রাসেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, জনের কবরের মাটি শুকাবার আগেই বেলেল্লাপনা শুরু করল জেরেমি লোকটা! নাহ্, তাঁর কিছু করার নেই। অসঙ্গত কাজ করছে, তবে বেআইনী কিছু জেরেমি করছে না যে ডিসট্রিক্ট জাজ হিসেবে তিনি বাধা দিতে পারেন।

দুই

রন বাকমাস্টার নিরুদ্দেশ হওয়ার তিন দিন পর। সকাল বেলা।

প্রৌঢ় ওভারশিয়ারের কেবিনে বসে আছে মাইক ব্রনসন। জো ডেন্ট গা ছেড়ে বসেছে একটা চেয়ারে। দু'একটা কথা শেষে চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। ছাদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওভারশিয়ার। অনেকক্ষণ পর বলল, 'তাহলে রনকে খোঁজা শেষ হলো।'

'শেষ হলো?' বিস্ময় প্রকাশ করল মাইক, 'ওর কোন চিহ্নই তো পাইনি আমরা!'

'আমি পেয়েছি।' চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ওভারশিয়ার। 'কাউকে বলিনি। ভয়ে ভয়ে ছিলাম এড গ্রীনের মত ওরও লাশ নদীতে পাওয়া যাবে। তা যখন পাওয়া যায়নি, তখন সম্ভবত শত চেষ্টা করলেও কেউ ওর লাশ আর খুঁজে পাবে না।'

'কেন ভাবছ রন নদীর দিকে গেছে? নদী তো এখান থেকে অনেক দূর। সুস্থ লোকেরই হেঁটে নদীতে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যাবে। আধ মাইল তো হবেই! পঙ্গু একজন অসহায় মানুষ নদীর দিকে যাবে কেন?'

'গেছে, তবে হেঁটে যায়নি।' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল জো ডেন্ট, 'নতুন এসেছ বলে রনকে তুমি ঠিক চিনে উঠতে পারোনি। পঙ্গু হতে পারে, অসহায় সে নয়—বরং বেশির ভাগ সুস্থ মানুষের

চেয়ে গায়ের জোর আর সহ্যশক্তি ওর অনেক বেশি। ওকে ক্যান্যু চালাতে দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না এত দক্ষ কেউ হতে পারে।'

'কিন্তু নদী পর্যন্ত যাবে কি করে, বার্ন থেকে কোন ঘোড়াও হারায়নি।'

'ঘোড়ার দরকার হয়নি ওর নদীতে পৌঁছতে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের পেছনে কটনউডের জঙ্গলের পাশে যে ডোবাটা, সেখানে একটা হালকা ক্যান্যু রাখত রন মাছ ধরার জন্যে। নদীর পানি বাড়লে ডোবাটার সঙ্গে নদীর সংযোগ হয়। ওপথেই গেছে রন। ও নিরুদ্দেশ হওয়ার পরদিনই আমি ডোবা খুঁজে এসেছি। ক্যান্যুটা নেই। পাড়ের নরম মাটিতে ক্রাচের তাজা চিহ্নও দেখেছি।'

'তাহলে মিসেস নেলিকে বলোনি কেন? সান্ত্বনা পেতেন ভদ্রমহিলা!'

'আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। তাছাড়া মিসেস নেলিকে তো চেনো না; ছেলের মৃত্যু সংবাদ সহ্য করে নেবে, কিন্তু ছেলে তাকে না বলে চলে গেছে এই দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারবে না। রাগে আত্মহত্যা করলেও আশ্চর্য হব না। বিশ বছর ধরে দেখছি ভদ্রমহিলাকে!'

শ্রাগ করল মাইক। 'সে যাই হোক, রন বাকমাস্টার নিরুদ্দেশ হওয়ায় এদিকে তো একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করল জো ডেন্ট। 'প্ল্যানটেশনে কোন ছন্দ পতন ঘটবে না, সবকিছু আগের মতই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলবে যেন রনের অস্তিত্বই ছিল না কখনও।' তীক্ষ্ণ চোখে একবার মাইককে দেখল জো ডেন্ট। তারপর বলল, 'অবশ্য ক্যাটলের দায়িত্ব আমার না, তোমাকেই ঘুরে ঘুরে ওদিকটা সামলাতে হবে।'

'তুমি জানো রন আমাকে চাকরি দিয়েছে?' বিস্মিত হলো

মাইক। ওর সঙ্গে কথা সেরে সেরাতেই চলে গেছে রন, যাবার আগে ওকে ফোরম্যান করার কথা কাউকে বলে গেছে জানা ছিল না ওর। সেকারণেই কাজ আরম্ভ করতে দ্বিধায় ভুগছিল সে।

'তোমার সঙ্গে আলাপ সেরেই আমার এখানে এসেছিল রন,' বলল জো ডেন্ট। 'বলেছে তোমাকে যেন সাধ্যমত সাহায্য করি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'রন বোধহয় আগেই মনস্থির করেছিল সে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কেন যে আত্মহত্যা করল ছেলেটা!'

'আত্মহত্যা না-ও করে থাকতে পারে,' বলল মাইক।

'ওই ভরা নদীতে ছোট্ট একটা ক্যানু কতক্ষণই বা টিকবে! অত স্রোতে সাঁতারও কাটা যায় না।' চুপ হয়ে গেল প্রৌঢ় ওভারশিয়ার।

'আমাকে যদি ফোরম্যানের দায়িত্ব নিতে হয়, নিজের বাছাই করা লোক লাগবে আমার,' কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল ব্রনসন। 'বেন্ডের পরিস্থিতি যেরকম বিস্ফোরণোন্মুখ, তাতে এখনই আমার বন্ধুদের চিঠি লিখে আসতে বলা দরকার।' চিন্তান্বিত ওভারশিয়ারের দিকে তাকাল সে। 'আমি চাই তুমিও আমার সঙ্গে শহরে যাও, কারণ সিডার স্প্রিঙসে দু'চার সেকেন্ডের বেশি থাকিনি আমি, শহরের কাউকে চিনি না। সময় হবে তোমার?'

'হবে। এমনিতেও আমাকে রসদ কিনতে যেতেই হত। খানিক পরেই রওয়ানা হব। লিখে ফেলো তোমার চিঠি।'

ওভারশিয়ারের কেবিনে বসেই চিঠিটা লিখল মাইক। বিশ মিনিটের মাথায় ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা। বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতের ইশারায় ওদের থামাল নিগ্রো বাটলার। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'মিসেস বাকমাস্টার ভেতরে ডাকছেন মিস্টার ব্রনসনকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মাইককে যেতে বলল জো ডেন্ট।

নিগ্রো বাটলারের পিছু নিল মাইক। এমুহূর্তে কিংস রো'র সব ক'জন খুনীর মুখোমুখি হতে রাজি ছিল সে শোকাতুরা মহিলাকে

এড়িয়ে যাওয়ার বিনিময়ে, কিন্তু সে উপায় নেই।

লিভিংরূমে ঢুকে মাইক দেখল কাঁদছে না মিসেস নেলি বা অ্যানি গ্রীন। শুকনো মুখে বসে আছে তারা। দু'জনেরই চোখ লাল। রাতে বোধহয় ঘুমাতে পারে না আর।

'মিস্টার ব্রনসন,' মাইক ঘরে ঢুকতেই যান্ত্রিক স্বরে বললেন মিসেস নেলি, 'জানো বোধহয় আমার ছেলেকে খোঁজা ওদের শেষ হয়েছে? আমি তোমাকে ডেকেছি ব্যবসার কাজে। চলে যাওয়ার রাতে রন আমাকে বলেছিল সে তোমাকে বক্স বি ক্যাটল দেখাশোনার জন্যে ফোরম্যানের চাকরি দিয়েছে। তুমি কি কাজটা এখনও করতে ইচ্ছুক?'

'আপনি যদি তা-ই চান, ম্যাম।' অস্বস্তি কাটাতে স্টেটসন হাত বদল করল মাইক।

'রনের কোন ইচ্ছেই আমি অপূর্ণ রাখব না,' কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সোফার হাতল খুঁটে অন্তর্ভেদী কিন্তু নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস নেলি। 'তোমরা বোধহয় শহরে যাচ্ছ। ফিরে এলে আমার কাছ থেকে টালি বইটা নিয়ে যেয়ো, ওতে সমস্ত হিসেব পাবে।'

নড করে মহিলাদের সম্মান দেখাল মাইক। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে ওই মূর্তির মত বসে থাকা মহিলার মধ্যে।

যার যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘোড়া ছোটাল মাইক আর জো ডেন্ট। আধ মাইল এগিয়ে মুখ খুলল মাইক। নীরবতা ভেঙে বলল, 'মহিলাদের দেখে বোঝা যায় না তাদের মনের মধ্যে কি চলছে।'

'হঠাৎ একথা কেন মনে এলো?' হাসল প্রৌঢ় ওভারশিয়ার।

'দুঃখে মিসেস নেলি আর অ্যানি গ্রীনের পাগল হওয়ার কথা, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি ওদের জীবনে।'

'স্বাভাবিক,' বলল জো ডেন্ট। 'প্রকৃতি মানুষকে এভাবেই তৈরি

করেছে। সময় সবকিছুই সইয়ে দেয়। আর মিসেস নেলির কথা যদি বলো, প্রকৃতির সাহায্য লাগে না তার। নিজস্ব বিশ্বাস থেকেই সাহায্য পায় সে। অনেকটা ওই কাঁটার বিছানায় শুয়ে ধ্যান করা যোগীদের মত, বিশ্বাস আঁকড়েই শান্তি খুঁজে পায় মিসেস নেলি।'

আর কিছু বলল না জো ডেন্ট। ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না মাইকের কাছে, তবে বাড়তি প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল সে।

সিডার স্প্রিংসে পৌঁছে চিঠিটা পোস্ট করার আগে ওভারশিয়ারকে পড়তে দিল মাইক। ওতে লেখা:

মিস্টার স্টাইন,

পিটার লারসেনকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু একমাত্র ফেরিটা নিয়ে নদী পেরিয়ে কিংস রোতে চলে গেছে সে। নদীতে এখন প্লাবন—পেরনোর উপায় নেই। এখানে আমি বাকমাস্টারদের র‍্যাঞ্চে ফোরম্যানের কাজ নিয়েছি। চোখ খোলা রাখব, এপারে এলেই লারসেনের কাছ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। অবশ্য কাজটা করতে ভাল কিছু লোকের দরকার পড়বে আমার, জানোই তো লারসেনের অনেক আউট-ল বন্ধু বান্ধব আছে।

দশজনের নামের একটা তালিকা পাঠালাম। এদের বক্স বি'তে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার কথা বলবে। যেন একজন দু'জন করে আসে ওরা। কারও চোখে পড়ুক তা আমি চাই না। এদিকের পরিস্থিতি ঘোলাটে।

শুভেচ্ছান্তে,
মাইক ব্রনসন।

চিঠি পোস্ট করে মুচকি হাসল মাইক। চিঠি পড়ে আর্নল্ড স্টাইনের ভ্রূ কুঁচকে উঠবে, তবে ঘোড়াটা উদ্ধারের আশায় ওর পরিচিত কাউহ্যান্ডদের খুঁজে বের করে না পাঠিয়ে পারবে না।

জেনারেল স্টোরে মালের অর্ডার দিয়ে ওপেন হ্যান্ড সেলুনের সামনে মাইকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে জো ডেন্ট। মাইক এলে দু'ঢোক খেয়ে রসদ নিয়ে ফিরবে। হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজা। শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলো টার্ক বীম্যান। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে পা বাড়াল সে। জো ডেন্টের সামনে থেমে বলল, 'ফেরি না থাকায় সিডার স্প্রিংসের ব্যবসা কিন্তু মন্দা যাচ্ছে। চুক্তির শর্ত জানো তো? তিরিশ দিনের মধ্যে ফেরি পারাপার চালু না হলে অন্য কেউ টেন্ডারে ডাক দিয়ে তোমাদের ব্যবসা হাতিয়ে নেবে। ওভারশিয়ার হিসেবে তোমার বোঝা উচিত শহরের সবার কতখানি অসুবিধা হচ্ছে।'

'অসুবিধা যদি হয়েই থাকে, হচ্ছে ওপারের আউট-লদের,' বলল গম্ভীর ডেন্ট। 'ওরা মদ খেতে, নাচাকুদা আর হৈ হট্টগোল করতে শহরে আসতে পারছে না। কে তোমাকে ওদের হয়ে ওকালতি করতে পাঠিয়েছে? জেরেমি রাসেল? ওকে বোলো ফেরিটা পাওয়া গেছে, মেরামত শেষ করে একমাসের মধ্যেই আবার চালু করা হবে।'

'ওকালতি? জেরেমি রাসেল!' আকাশ থেকে পড়ল যেন বীম্যান। 'কি বলছ এসব, কাকে বলছ, সে হুঁশ আছে? তোমার বুঝি ধারণা বাকমাস্টার পরিবারের সদস্য না হলে ল-অফিসার হওয়া যায় না?' মুঠো পাকিয়ে হাত ঝাঁকাল বীম্যান। 'তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব ডেপুটি কাকে বলে। লোকজনের স্বার্থ রক্ষাই আমার কাজ, তাদের সুযোগ সুবিধার কথা ভেবেই কথাগুলো তোমাকে বলেছিলাম। এখন দেখছি ভুল করেছি। একটা কথা তোমার মোটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও, আমি কারও কথায় চলি না, সিডার স্প্রিংসে আমার কথাই আইন। ভবিষ্যতে মুখ সামলে কথা বলবে।'

'তাই নাকি?' হাসল জো ডেন্ট। 'তোমার কথাই আইন? তাহলে বলে দিচ্ছি তোমাকে, গরীব-বড়লোক, সাদা-কালো এত

সব তফাৎ মাথায় রেখে আইন প্রয়োগ করতে যেয়ো না; আইন সবার জন্যেই এক। কোন কালোমানুষের গায়ে হাত তুলে যেন বিনা বিচারে কেউ ছাড়া না পায়, দুর্বলদের যেন ক্ষমতাশালীরা অত্যাচার না করে—পারলে জন বাকমাস্টারের মত করে দায়িত্ব পালন কোরো। যদি না পারো, দুনিয়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত ধাওয়া করব তোমাকে আমি।'

'খুব কঠিন কঠিন কথা বলছ,' ক্ষ্যাপাটে গলায় কথাটা বললেও ওভারশিয়ারের চেহারা দেখে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল টার্ক বীম্যানের। সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা, মাঝে মাঝে কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে চোখের তারায়। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল বীম্যানের গায়ের লোম। একটা কথাও ফালতু বলেনি ওভারশিয়ার, প্রয়োজন পড়লে যা বলেছে করে দেখাবে। করার ক্ষমতা আছে লোকটার!

'দেখো, বীম্যান,' বলল জো ডেন্ট, 'গায়ে পড়ে লাগতে এসে মরে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি তোমাকে ডাকিনি, তুমি গায়ে পড়ে কিছু উপদেশ খয়রাত করতে এসেছিলে, বিনিময়ে আমিও তোমাকে উপদেশ দিয়েছি। আমার কথা পছন্দ না হলে এড়িয়ে যাও আমাকে, পায়ে পা বাধিয়ে খুন হয়ে যেয়ো না।'

মাইক ব্রনসনকে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে উঠতে দেখে আর কথা বাড়াল না জো ডেন্ট, শেষ বারের মত নতুন ডেপুটিকে কড়া নজরে একপলক দেখে হাঁটা দিল সে সেলুনের দরজা লক্ষ করে। তাকে অনুসরণ করল মাইক।

জো ডেন্টকে ভালমতই চেনে টার্ক বীম্যান। রাগে ফেটে পড়ার দশা হলেও ঘাঁটাতে সাহস পায়নি সে। কিন্তু মাইক ব্রনসন লোকটা নতুন। এর ওপর ঝাল ঝেড়ে নেবে মনস্থ করল বীম্যান। মাইক তাকে পাশ কাটাতেই হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল সে। কর্কশ স্বরে বলল, 'এই যে, মিস্টার, তোমার সঙ্গে কথা আছে

আমার। আমি এই শহরের ডেপুটি শেরিফ।'

'সেকথা আমি জানি,' থেমে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে বলল মাইক। মাথা থেকে হ্যাট খুলে নড করল। 'আমার সামনেই কয়েকদিন আগে রন বাকমাস্টারকে বলেছিলে কথাটা।'

'হ্যাঁ, তখন ওকে বলেছিলাম,' ধমকে উঠল বীম্যান, 'এখন তোমাকে বলছি। যতদূর জানি তুমি ডেপুটি জনের খুনীকে অনুসরণ করে এসেছ। আমি তোমার কাগজ-পত্র দেখতে চাই।'

'কাগজ-পত্র?' চিন্তা করতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল মাইকের। তারপর হাসল সে। 'আমার সঙ্গে তো কোন কাগজপত্র নেই! কাগজ থাকবে কেন?'

'তার মানে তুমি ল-অফিসার নও?' খুশি হয়ে উঠল টার্ক। 'তাহলে খুনীর কাছে কি দরকার তোমার?'

'আমি এসেছি ওর ঘোড়াটা কেড়ে নিতে।' ভালমানুষের মত চেহারা মাইকের, হাসি মুছে ফেলেছে মুখ থেকে। ভাবছে, লোকটা যখন নাছোড়বান্দা, দেখা যাক এবার কি করে!

'আচ্ছা! তুমি ওর ঘোড়া কেড়ে নিতে এসেছ?' দাঁত বের করে হাসল টার্ক বীম্যান। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'তারমানে আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই তোমার?'

'তা আছে। লারসেন ঘোড়াটা চুরি করেছে, আমি এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

বলে কি ব্যাটা! এ তো ঝগড়া এড়ানোর তাল করছে! মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে গেল বীম্যানের। গম্ভীর স্বরে বলল, 'দেখো, তোমার লোক নদী পার হয়ে চলে গেছে। এখানে তোমার আর কোন কাজ নেই। এবার তুমিও দূর হও এখান থেকে। আমার এলাকায় ঝামেলাবাজ কোন বেকারকে থাকতে দেব না আমি। সিডার স্প্রিংসে উটকো লোক থাকবে না।'

মাইক আড়চোখে দেখল সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী

চোখে তাকিয়ে আছে প্রৌঢ় জো ডেন্ট। হাসছে ওভারশিয়ার। নতুন ডেপুটির হাত থেকে বক্স বি'র নতুন ফোরম্যান কিভাবে ছাড়া পায় সেটা দেখতে চাইছে, এই সুযোগে ওজন করে নিতে চাইছে নতুন সহকর্মীকে।

'বেকার?' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বীম্যানের চোখের দিকে তাকাল মাইক নিষ্পলক চোখে। 'আমি আর বেকার নই, ডেপুটি। আমি এখন বক্স বি'র ফোরম্যান। পছন্দ না হলেও আমাকে সহ্য করে নিতেই হবে, তাড়াতে পারছ না।' বীম্যানের হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'তবে, আমাকে তোমার অপছন্দ হবে না। আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী, বুঝলে, সেজন্যেই বলছি, নতুন চাকরি নিয়েছ...তুমি বোকা এ আমি বিশ্বাস করি না, বোকার মত কিছু করে হঠাৎ খুন হয়ে যেয়ো না; ভীষণ দুঃখ পাব।'

'কী, তোমার মত দু'পয়সার কাউহ্যান্ডের মুখে এত বড় কথা!' হাত বাড়াল বীম্যান সিক্সগানের দিকে। থেমে গেল পরক্ষণে। হাসি হাসি চেহারার যুবকটির খয়েরী চোখ দুটো আর হাসছে না, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ওকে ভেদ করে দূরে কোথাও।

শিউরে উঠল বীম্যান। চারপাশে তাকিয়ে লোকজন জমে গেছে দেখে আফসোস হলো। জোরে কথা বলেছে, ঝামেলার গন্ধে হাজির হয়ে গেছে দর্শকের দল। এখন পিছিয়ে গেলে মানসম্মান থাকে না। না পিছিয়ে সিক্সগান ছুঁলে জীবন থাকে না। উভয় সংকট। ঢোক গিলল বীম্যান। জেরেমি থাকলে সম্মানজনক ভাবে এই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারত, এমনকি বোধহয় পরিস্থিতি নিজের অনুকূলেও নিয়ে যেত।

চট করে বুদ্ধিটা খেলে গেল বীম্যানের মাথায়। যে করেই হোক আগন্তুককে হাতাহাতি লড়াইতে জড়াতে হবে। একবার মারামারি বাধাতে পারলে খালি হাতে পিষে ফেলতে পারবে সে অর্ধেক আকারের কাউহ্যান্ডকে। সোজা হয়ে বুক টানটান করে দাঁড়াল

বীম্যান। মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আমার শহরে খুনোখুনি হোক তা চাই না বলেই এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি, দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালাও এখান থেকে।'

হতাশ গুঞ্জন উঠল ভীড়ের মাঝে। ডুয়েল না হলেও সবাই অন্তত উত্তপ্ত ঝগড়া আশা করেছিল। নিজেদের কাজে ফিরে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল কয়েকজন।

কথা বলে উঠেছে স্বল্প পরিচিত মাইক ব্রনসন। 'বেশ, ডেপুটি, তুমি খুনোখুনি চাও না বুঝলাম। এই যে অস্ত্র ফেলে দিলাম আমি। বুঝতে পারছি তুমি হাতের সুখ করে নেবে বলে এসব বোলচাল মারছ, ভাবছ পিটিয়ে আমাকে তক্তা বানাবে। আমারও আপত্তি নেই, দেখা যাক কতবড় ওস্তাদ লড়িয়ে তুমি।'

চোখের কোণে জো ডেন্টকে দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়তে দেখল মাইক। একবার ভাবল সাহস দেখাতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে কিনা, ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে ভীড়ের মাঝে। আসন্ন লড়াইয়ের ফলাফল নিয়ে কারও মধ্যে দ্বিমত নেই। মাইকের হাত-পা খালি হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে দৈত্যাকার টার্ক বীম্যান।

ধীরে ধীরে চওড়া হাসি ফুটে উঠল দৈত্যের প্রকাণ্ড মুখে। এইবার বাগে পাওয়া গেছে উদ্ধত কাউহ্যান্ডকে। বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে সে। কার সঙ্গে লোকটা লাগতে এসেছে, স্পর্ধা দেখিয়েছে, বুঝবে এবার।

অস্ত্র ফেলে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল বীম্যান। অভিজ্ঞতার অভাব নেই তার। পুবে অনেক বার লড়েছে। হারেনি কখনও। বিশাল শরীর দেখে ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে প্রতিপক্ষ। মিনিট দশেক পরে চেহারা সুরত আর চেনা যায়নি কারও।

হেলে দুলে এগোল সে মাইকের দিকে। পেশীবহুল দু'হাত আঁকশির মত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে।

একে অপরের ফুট তিনেকের মধ্যে পৌঁছে গোল হয়ে ঘুরতে

শুরু করল ওরা। এমুহূর্তে চারপাশে কেউ আছে কিনা সচেতন নয় মাইক, সমস্ত মনোযোগ ঢেলে লক্ষ করছে শত্রুর নড়াচড়া। স্টেপিঙ দেখেই বুঝে গেছে বীম্যান মুষ্টিযুদ্ধে অভিজ্ঞ।

হঠাৎ বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে ফল্‌স্ স্টেপ দিল মাইক। ফাঁদে পা দিয়ে এগিয়ে এলো বীম্যান, ডান হাতে গায়ের জোরে হুক করল। তৈরি ছিল মাইক। দ্রুত পিছাল সে, দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিল ডেপুটির পাঁজরে। বীম্যান চমক সামলে নেবার আগেই প্রচণ্ড পাঞ্চে নাকটা থেঁতলে দিয়ে পিছিয়ে এলো দানবের নাগালের বাইরে।

হৈ-হৈ করে উঠল উল্লসিত জনতা। ওরা মনে করেছিল মার খেয়ে মাইক ভূত হয়ে যাবে। নিরীহ মানুষ সবাই, ব্যাপারটা তাদের ভাল লাগেনি। লড়াই এক তরফা হবে না বুঝে খুশি সবাই। গোল হয়ে রিঙ তৈরি করে দাঁড়াল তারা।

শার্টের হাতায় ভাঙা নাকের রক্ত মুছে ঘৃণা ঝরা চোখে মাইককে দেখল বীম্যান। দ্বিগুণ সতর্ক পায়ে এগোল। যতটা সহজ হবে মনে করেছিল ততটা সহজ হবে না জেতা। ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। মাইক লোকটা শুধু আত্মরক্ষা করছে না, পাল্টা আঘাতও করছে!

ফুট দুয়েক দূরে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ঘুসি মারার ভান করে ষাঁড়ের মত তেড়ে গেল সামনে। চমকে গেলেও সরে দাঁড়াতে পারল মাইক, তবে দানবের কাঁধের ধাক্কায় ঝনঝন করে উঠল ওর মাথা। ওকে টলে উঠতে দেখে গুঞ্জন উঠল ভীড়ের মাঝে। দু'হাত মুঠো করে ছুটে আসছে বীম্যান।

চলে এলো সে পর্যুদস্ত শত্রুর কাছে। ডান হাত তুলল নক আউট পাঞ্চ করার জন্যে। চোখ বন্ধ করল নরম মনের দর্শকরা। তারপর চারপাশে বিস্ময় ধ্বনি শুনে আবার তাকাল। নাহ্, সামলে নিয়েছে মাইক লোকটা। চট করে সরে গিয়ে ভারসাম্যহীন করে দিয়েছে টার্ক বীম্যানকে, বেসামাল পেয়ে নাকে মুখে কয়েকটা ঘুসিও বসিয়ে দিয়েছে উপরি পাওনা হিসেবে।

অর্ধেক আকারের নগণ্য একজন কাউহ্যান্ডের হাতে মার খেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল বীম্যান। ভুলে গেল মুষ্টিযুদ্ধের নিয়মকানুন। দর্শকদের টিটকারি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। রিঙের এধার থেকে ওধারে বারবার তাড়া করতে লাগল সে মাইককে। বারবার শেষ মুহূর্তে সরে গেল মাইক, মারাত্মক হাত দুটোর নাগালের বাইরে থেকে সাধ্য মত পাল্টা আঘাত করল।

হঠাৎ পরিণতির দিকে মোড় নিল লড়াই। পেটে বীম্যানের প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগতেই মাইকের বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। দু'হাতে অজান্তেই বুক আঁকড়ে ধরল সে। শ্বাস নিতে গিয়ে বিষম খেলো। সুযোগটা নিল বীম্যান। এবার লাথি মারল সে মাইকের পেটে। মাটিতে পড়ে গেল মাইক। দর্শকদের প্রতিবাদ কানে তুলল না বীম্যান। মাইকের বুকে চেপে বসে দু'হাতে ওর গলা টিপে ধরল সে।

লোকটা ওকে খুন করতে চাইছে, পরিষ্কার বুঝতে পারল মাইক। দু'হাতে গলা থেকে সাঁড়াশির মত হাত দুটো সরাতে চাইল। পারল না। দম শেষ হয়ে আসছে, আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। হরিণ শাবকের মত লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, বুকের খাঁচা ছিঁড়ে ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফুঁপিয়ে উঠল মাইক। শেষ চেষ্টা হিসেবে হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে গুঁতো দিল সে বীম্যানের শিরদাঁড়ায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত করলেও নড়ল না লোকটা। বুকের ওপর চেপে বসে আছে ভারী একখণ্ড পাথরের মত।

হাল ছাড়ল না মাইক। দুর্বল হাতে পরপর দুটো ঘুসি মারল সে বীম্যানের ভাঙা নাকে। আর্তনাদ করে গড়িয়ে ওর ওপর থেকে নেমে গেল বীম্যান। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইক। বুক ভরে দম নিল। বীম্যান দাঁড়াতেই দেরি না করে গায়ের সবটুকু জোর খাটিয়ে ঘুসি মারল সে লোকটার পেটে। পরক্ষণেই চোয়ালে প্রচণ্ড নক আউট পাঞ্চ খেয়ে এবার ভূমি শয্যা নিল বীম্যান। একবার ওঠার

চেষ্টা করে কাতরে উঠে শুয়ে পড়ল আবার। কুতকুতে দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল শত্রুর দিকে। কি করে কি হলো এখনও মাথায় ঢুকছে না তার।

দর্শকদের প্রশংসায় কান না দিয়ে গান বেল্ট পরে নিল মাইক। দেখল জো ডেন্ট এখনও সেলুনের সামনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। সেদিকে পা বাড়াল। কাছাকাছি পৌঁছে বলল, 'ড্রিঙ্কের জন্যে দেরি করিয়ে দিইনি তো?'

একসঙ্গে সেলুনে ঢুকল ওরা। হাসছে প্রৌঢ় ওভারশিয়ার।

তিন

অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে জো ডেন্ট আর মাইক ব্রনসনকে শহর ছেড়ে যেতে দেখল জেরেমি রাসেল। সেলুনের এক কর্মচারীকে দিয়ে ডেকে পাঠাল সে টার্ক বীম্যানকে। বীম্যান ঘরে ঢুকতেই টেবিলের কোনা ঘুরে চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল বীম্যান। ভাঙা নাক ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে ডাক্তার গর্ডন। ব্যথা করছে।

'বোকার মত কেন লাগতে গেলে, টার্ক, কি নির্দেশ দিয়েছিলাম কানে যায়নি তোমার?' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল সেলুনমালিক। কণ্ঠস্বরে রাগের চিহ্ন নেই। ধকধক করে জ্বলছে চোখ জোড়া।

'ওরা আমাকে অপমান করছিল,' মুখ কালো করে বলল

বীম্যান। ‘আমি ভাবলাম জো ডেন্টের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না, তারচেয়ে বরং মাইক ব্রনসন...’

‘তুমি ভাবলে!’ ধমকে উঠল সেলুনমালিক। ‘ভাবতে কে বলেছে তোমাকে! আর অপমান! মান থাকলে না অপমানের প্রশ্ন। ভবিষ্যতে আমার নির্দেশের বাইরে এক পা ফেলবে না তুমি। পুরো ব্যাপারটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুমিই গায়ে পড়ে লাগতে গেছ। এরপর এরকম ভুল যেন না হয় আর।’

অপ্রস্তুত বীম্যানকে অফিসে দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে এলো জেরেমি রাসেল। অনেক কাজ পড়ে আছে তার। আজ রাতেই চালু হবে ডান্স হল। কাস্টোমারদের তুষ্ট করার সব রকম ব্যবস্থা না থাকলেই নয়। মাথা থেকে টার্কের চিন্তা ঝেড়ে ফেলল সে। মোটাসোটা দেহটা টেনে নিয়ে এগোল বার কাউন্টারের দিকে।

মাথা খাটিয়ে একটা ছকে ফেলেছে সে কি করে বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক হবে। এখন থেকে প্রতিটা পদক্ষেপ খুব সাবধানে ফেলতে হবে, কোন ভুল করলে চলবে না।

জেরেমি জানে না শহর থেকে ফেরার পথে তার প্রসঙ্গেই আলাপ করছে জো ডেন্ট আর ব্রনসন।

‘কেন লাগতে এলো লোকটা?’ লড়াইয়ের ব্যাপারে এই প্রথম মুখ খুলল মাইক। তাকিয়ে আছে সামনের রাস্তার দিকে।

‘বুদ্ধির অভাব,’ জবাব দিল জো ডেন্ট। হাসল। ‘এবার অবশ্য খানিকটা জ্ঞান হবে ওর।’

‘লোকটার পেছনে কেউ বোধহয় কলকাঠি নাড়ছে। কে সে?’

‘ঠিকই ধরেছ, বীম্যান জেরেমি রাসেলের স্যাঙাত। জেরেমি ওপেন হ্যান্ড সেলুনের মালিক। তার নির্দেশেই চলে বীম্যান লোকটা। চোখ খোলা রাখতে হবে আমাদের। জেরেমি লোকটা বিপজ্জনক। যেকোন মূল্যে ক্ষমতা চায় সে। প্রয়োজনে নিজের মাকে গলা টিপে মারতেও বাধবে না ওর।’

*

মিসেস বাকমাস্টারের কাছ থেকে টালি বই সংগ্রহ করে ওভারশিয়ারের কেবিনে এলো মাইক ব্রনসন। ওর জন্যে রেঞ্জের একটা ম্যাপ আঁকছে ডেন্ট। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখল মাইক ওভারশিয়ারের আঁকা প্রায় শেষ।

মিনিট দুয়েক পর টেবিলে ম্যাপটা বিছিয়ে আঙুল ঠুকল ডেন্ট। 'এই যে বেন্ডের পয়েন্ট দেখছ, এটা উত্তর দিক। পুবে সরে এসো, এটা হচ্ছে আমাদের এই প্ল্যানটেশন। ডানদিকের বৃত্তটা রডনিদের প্ল্যানটেশন। এই আঁকাবাঁকা রেখাটা নদী। পাশের কালো ফোঁটা দুটো ফেরিম্যানের কেবিন আর জেরেমি রাসেলের স্টোর। এবড়োখেবড়ো জায়গাটা ব্লাফ। ব্লাফের দক্ষিণে আমাদের রেঞ্জ। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে দুর্বল কিছু গরু সরিয়ে এনে প্ল্যানটেশনের পেনে রেখেছিল জন। ওগুলো ছাড়া বাকিগুলো রেঞ্জেই পাবে। ছড়িয়ে আছে, তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে।'

ম্যাপে চোখ বোলাল মাইক। অনেকগুলো ফোঁটা দিয়ে তৈরি দুটো সারি এঁকেছে ডেন্ট, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। নদীর ওপারের সারিতে আঙুল রাখল মাইক। 'এগুলো দিয়ে কি বুঝিয়েছ?'

'ফোর্ড,' একবার দেখে নিয়ে বলল ডেন্ট। 'সিডার স্প্রিঙসের পুবেরটা ইশাম ফোর্ড। ক্রিকাসও ইন্ডিয়ানদের নেতা ইশাম ওকিয়ামবির নামে জায়গাটার নামকরণ হয়েছে। ওখানে তার একটা ফার্ম ছিল। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে গেল যে ইন্ডিয়ান চীফও টিকতে না পেরে চলে গেছে। জায়গাটা হুইস্কি ট্রেইল। জন বাকমাস্টার ডেপুটি হবার আগে রাজ্যের চোর বদমাশ আউট-লদের আখড়া ছিল। এখন আবার ওখানে জড় হবে তারা। বীম্যান নজর না রাখলে ওই ফোর্ড হয়ে ইন্ডিয়ানদের কাছে হুইস্কি পৌঁছবে। ধরে নেয়া যায় জেরেমির নির্দেশে চোখ বুজে থাকবে

বীম্যান।' অন্য দাগটা দেখাল জো ডেন্ট। 'এইটা কপারাসের পথ। ইডেনে গিয়ে শেষ হয়েছে।'

'ইডেন? চমৎকার নাম।' হাসল মাইক।

'নামটাই শুধু চমৎকার। ইশাম ফোর্ডের মত ইডেনও আউট-লদের স্বর্গ। গত বিশ বছরে একান্ন জন আউট-লকে পাকড়াও করেছে জন। বেশিরভাগই ইডেন থেকে এদিকে আসছিল, ভেবেছিল আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে মানুষের স্রোতে মিশে যাবে।'

ম্যাপটা আরেকবার দেখল জো ডেন্ট। বলল, 'আরেকটা ব্যাপার তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'না, যায়নি।' ফেরিঘাটের উত্তর দিকে বড় একটা বৃত্তে তর্জনী রাখল মাইক। 'এটার কথা বলছ তো? আমি জানি, এটা ট্রয় শহর। পাঁচমাইল উত্তরে।'

'আর কিছু?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ডেন্ট। মাইক মাথা নাড়ানোয় বলল, 'ছোট শহর। একটা স্টোর, একটা পোস্ট অফিস, সেলুন, হোটেল আর গির্জা। গিজগিজ করছে ওখানে চোর ছ্যাঁচড়ের দল। ট্রয়ে কিছুদিন কাটিয়েই বদমাশগুলো পাকা হয়ে ওঠে। তারপর আত্মবিশ্বাস বাড়লে পরে যায় ইডেন বা হেইডসে। সিডার স্প্রিংসে এতদিন আসত না, তবে এখন আসবে সন্দেহ নেই।'

'আমাদের দু'পাশেই তাহলে আউট-লদের শক্ত অবস্থান,' ম্যাপটা আরেকবার ভালমত দেখে বলল মাইক।

'হ্যাঁ।' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল ওভারশিয়ার। 'জন নেই, এবার ওরা ছোবল মারতে সাহস পাবে।'

'তাই যদি হয়,' ঘাড় ফিরিয়ে ওভারশিয়ারকে দেখল মাইক, 'তাহলে তো বিপদের কথা। অরক্ষিত অবস্থায় ট্র্যাপে আছে আমাদের আশিটা স্যাডল হর্স। হামলা এলে ওগুলোর ওপরই আগে আসবে। একবার ঘোড়া কেড়ে নিলে অসহায় হয়ে পড়ব আমরা,

রেঞ্জে পাহারাও বসাতে পারব না, ইচ্ছেমত রাসলিঙ করে আমাদের ফতুর করে দেবে আউট-লর দল।'

'আমিও সেকথা ভেবেই ভয় পাচ্ছি।' একটা সিগারেট রোল করে ধরাল ওভারশিয়ার। চিন্তিত চেহারায় মাইকের দিকে তাকাল। 'কি করবে ভাবছ?'

'আপাতত কিছু করার নেই।' ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল মাইক। 'আমার কাউহ্যান্ডরা এলে ব্যবস্থা নেব।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো সে। বাংকহাউজের দিকে পা বাড়িয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। ওর পরিচিত তুখোড় কাউহ্যান্ডের দল এখানে এসে পৌঁছবার আগেই নদীর পানি যদি হ্রাস পায় করার প্রায় কিছুই থাকবে না। আশিটা তরতাজা দ্রুতগামী ঘোড়ার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করবে না আউট-লরা। এতদিন জন বাকমাস্টার তাদের পথের বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন সে আর নেই। পিটার লারসেনের মত লোকরা আসবে এবার।

তাদের ঠেকানোর জন্যে মাইক ব্রনসন আর বুড়ো দু'জন কাউহ্যান্ড ছাড়া আর কেউ নেই! বিল স্টোন আর ভার্ট শিল্ড দুই কাউহ্যান্ডের নাম। সময়ের অভাবে তাদের মুখ থেকে এর বেশি আর কিছু উদ্ধার করতে পারেনি মাইক। দীর্ঘদিন লাইন রাইডিঙ করে দু'জনেই প্রায় বোবা বনে গেছে। ওভারশিয়ারের মুখে শুনেছে সে, এরা জন বাকমাস্টারের বাবার সঙ্গেও রাইড করেছে! কাজ ভালবাসে বলেই আজও চাকরি করছে। দু'জনের কারও বয়সই পঁচাত্তরের কম নয়।

বাংকহাউজে দু'জনকেই পেল মাইক। চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে। সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় এলো ও। জিজ্ঞেস করল, 'জন বাকমাস্টারের সময় এখান থেকে কোন ঘোড়া চুরি হয়েছিল?'

'একবার,' বলল বিল স্টোন।

'কবে?'

'পনেরো বছর আগে।'

'একটু খুলে বলো।'

সিগারেটের আগুন দু'আঙুলে টিপে নেভাল বিল স্টোন। ছোট্ট টুকরোটা মেঝেয় ছুঁড়ে তাকাল মাইকের দিকে।

'ইশাম ক্রীক থেকে পাঁচজন এসেছিল। রাউন্ডআপের সময় এলম ক্রীক পেন থেকে আমাদের পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল।'

'পালাতে পেরেছিল?'

'খানিক দূর পর্যন্ত।' শ্রাগ করল বিল স্টোন। 'ইশাম ফোর্ডে গিয়ে ওদের ধরে ফেলল জন। দু'জন ওর গুলি খেয়ে মরল, বাকি তিনজনকে নদীর ধারে টেরিটোরির সবচেয়ে বড় ওক গাছটায় ঝুলিয়ে দিল জন। এরপর আউট-লরা আমাদের আর বিরক্ত করেনি।'

'কিন্তু এখন করবে,' নিভে যাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল ভার্ট শিল্ড।

'সেজন্যেই এখন থেকে আমরা ঘোড়াগুলো প্রতি রাতে করাল করব,' বলল মাইক। 'নদীর পানি না কমলে আমরা নিরাপদ। তবু ঝুঁকি নিতে চাই না। ওই ঘোড়াগুলো হারানো মানে রাউন্ডআপ ব্যর্থ হওয়া। আচ্ছা, অতগুলো ঘোড়া পুষল কেন জন বাকমাস্টার?'

'ঘোড়ার ফার্ম করতে চেয়েছিল,' বলল ভার্ট। 'লাভজনক ব্যবসা।'

বাংকহাউজ থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের মত বাড়িটার দিকে এগোল মাইক। চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল নিজের বাংকে। মিসেস নেলি গেস্ট রূমে থাকতে বলেছিলেন, রাজি হয়নি ও। যাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদেরকে কাছ থেকে চেনা ভাল।

সেরাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এলো না ওর চোখে। মুখে কেউ

বলুক না বলুক, সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে ওর ওপর। আউট-লদের ঠেকানো, রাসলিঙ বন্ধ করা, রাউন্ডআপ করা, গরু বিক্রি, প্ল্যানটেশনটাকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা—সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে। সেজন্যেই বেতন দেয়া হচ্ছে। দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হলে পথে বসবে নিরীহ কিছু মানুষ।

সকালে নাস্তা সারতে ডাইনিঙ রুমে ঢুকে মিসেস নেলি আর অ্যানি গ্রীনকে টেবিলে দেখতে পেল মাইক। নড করে বসল সে। শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে অ্যানি। আজকে মেয়েটাকে আরও সুন্দর লাগছে। মেয়েটাকে চোরা চোখে ওর দিকে চাইতে দেখে পুলক অনুভব করল মাইক। অদ্ভুত এক আকর্ষণে টানছে মেয়েটা ওকে। কালো দু'চোখের তারায় কিসের যেন আকুতি। ভালবাসা? জানে না ও। জোর খাটিয়ে মনকে শাসন করল মাইক। সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। পানি কমার আগেই আসবে তো ওর কাউহ্যান্ডরা?

পরবর্তী দুটো দিন অত্যন্ত ব্যস্ত কাটাল মাইক। সে এবং কাউহ্যান্ড দু'জন প্ল্যানটেশন থেকে সমস্ত গরু প্রেইরিতে নিয়ে গেল। খুব ধীরে নামছে নদীর পানি। ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হতে পারবে আউট-লরা আরও কয়েকদিন পর। অবশ্য ইতিমধ্যেই জো ডেন্ট ফেরি আবার চালু করেছে। নতুন একজন ফেরিম্যান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত নিগ্রো বাটলার কাজ চালিয়ে নেবে। লোকটা চালাক চতুর, একবার শুনেই মাইকের নির্দেশ সে বুঝে নিয়েছে। মাইক বা জো ডেন্ট ছাড়া কারও সামনে সে মুখ খুলবে না। খেয়াল রাখবে কারা নদী পার হচ্ছে, পরস্পর কি কথা বলছে।

শুধু মাইক বা জো ডেন্ট ঘোড়াগুলো নিয়ে চিন্তিত তা নয়। আরও একজন বাকমাস্টারদের ঘোড়া বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। সে ওপেন হ্যান্ড সেলুনের মালিক জেরেমি রাসেল।

ঘোড়া চোর সে নয়। ওই কাজে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। ধরা

পড়লেই ফাঁসি। নেপথ্যে থেকে যদি কাজটা করানো যায়? টেবিলের ওপর দু'পা তুলে চোখ মুদল জেরেমি, সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটল তার পুরু ঠোঁটের কোণে। তাই করাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। ঘোড়া গেলে পঙ্গু হয়ে যাবে পুরো বাকমাস্টারস আউটফিট। তখন রাসলিঙ করতেও সুবিধা হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে বাকমাস্টারদের। এছাড়া এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার আর কোন উপায় নেই। সবকিছু যদি ঠিকমত এগোয়, সহায় সম্পত্তি বেচে পুবে চলে যেতে বাধ্য হবে মিসেস নেলি। পানির দরে কিনে নেবে সে ওই প্ল্যানটেশন আর র‍্যাঞ্চ।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল জেরেমি রাসেল। হাঁক দিতেই অফিসে এসে ঢুকল একজন কর্মচারী। টার্ক বীম্যান আর প্যাট হুভারকে ডেকে নিয়ে আসতে বলে আবার চোখ বুজে চিন্তায় ডুবে গেল সেলুনমালিক।

মিনিট পাঁচেক পরে মেঝেতে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ খুলল সে। টার্ক বীম্যান আর প্যাট হুভারকে পালা করে দেখল। তারপর বসতে ইঙ্গিত করে বলল, 'টার্ক, প্রথমে তোমার সঙ্গে কথা সেরে নিই; হুভারও শোনো। আমাদের সামনে এখন একমাত্র কাঁটা জো ডেন্ট আর মাইক ব্রনসন। ওদের যদি সরানো যায়, বাকমাস্টারস বেন্ডে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারব আমরা। আমার ওপর কথা বলার আর কেউ থাকবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? প্রথম সুযোগেই ওদের সরিয়ে দিতে হবে, টার্ক।

'শহরে ওদের খুন না করাই ভাল। যদি করতেই হয়, তাহলে করতে হবে সেলুনের ভেতর, উপযুক্ত সাক্ষির সামনে। শহরের কোন লোক সেসময় সেলুনে যদি থাকেই, তারও মুখ চিরতরে বন্ধ করতে হবে।' টার্ক বীম্যানের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো জেরেমির। 'জো ডেন্টের হাত চালু। মাইক ব্রনসনও বোধহয় কম যাবে না। আমি চাই না তুমি কোন ঝুঁকি নাও। আশা করি মার খেয়ে শিক্ষা

হয়েছে তোমার। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে গুলি করবে।'

অপমানে লাল হয়ে গেল বীম্যানের চেহারা। মুখ নিচু করে চুপ মেরে থাকল সে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জানে সেলুনমালিকের কথার প্রতিবাদ করা চলবে না। জেরেমি রাসেল অধীনস্থদের তর্ক করা অপছন্দ করে।

'ভুলেও ভেবো না ন্যায্য ডুয়েলে ব্রনসনকে তুমি হারাতে পারবে,' বীম্যানের মনের কথা পড়ছে এমন ভঙ্গিতে বলল জেরেমি রাসেল। লোকটাকে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখে হাসল। তাকাল অন্যমনস্ক হুভারের দিকে। 'এবার তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনো, হুভার। ইশাম ফোর্ড, ইডেন আর কিংস রোতে যাবে তুমি। সুযোগ পেলেই কথার ছলে জানাবে কিভাবে মারা গেছে জন বাকমাস্টার। বলবে কত চমৎকার এক পাল ঘোড়া ছিল তার। রন বাকমাস্টার নিরুদ্দেশ হয়েছে, সিডার স্প্রিঙসের ডেপুটি শেরিফ এখন টার্ক বীম্যান—এসব জানাতেও ভুলবে না। আমি চাই সবাই জানুক আশিটা ঘোড়া পাহারা দিচ্ছে বাকমাস্টারদের নতুন ফোরম্যান আর বুড়ো দু'জন কাউহ্যান্ড।'

হুভার নিজেকে অতি চালাক ভাবলেও তা সে নয়। জিজ্ঞেস করল সে, 'এতকিছু করে কি লাভ?'

প্রচণ্ড মানসিক জোর আছে বলেই গর্জে উঠে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে পারল জেরেমি রাসেল। নিজেকে সামলে নিয়ে কথা যখন বলল, একদম শান্ত তার কণ্ঠস্বর।

'লাভ-ক্ষতি তোমার না বুঝলেও চলবে, যা বলছি তা করলেই যথেষ্ট।'

'কিন্তু ওপারে যাব কি করে, নদীর পানি এখনও কমেনি।'

'ফেরি চালু হয়েছে, ওটাতে করে যাবে।'

'চালাচ্ছে কে?' জানতে চাইল বীম্যান।

'বাকমাস্টারদের বাটলার। স্যান্ডি নাম লোকটার।' হুভারের

দিকে তাকাল জেরেমি রাসেল। 'কি বলেছি মনে থাকবে?' হুভারের স্মৃতিশক্তির ওপরে আস্থা হারিয়ে একই কথা আবার পুনরাবৃত্তি করল সে। তারপর বলল, 'ভুলেও মাইক ব্রনসনের সঙ্গে বীম্যানের লড়াইয়ের কথা কাউকে বলবে না। এই ব্যাপারটা ছাড়া যা যা বলেছি সব বলতে পারো।'

সেলুনমালিকের কথায় আরেকবার লাল হয়ে গেল ডেপুটি শেরিফ টার্ক বীম্যান।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ। দুপুর হয় হয়। মাথার ওপরে পরিষ্কার মেঘমুক্ত নীল আকাশ। নদীতে ঝকঝকে কাঁচের মত স্বচ্ছ পানি বইছে কুলকুল শব্দে। থেকে থেকে ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। সূর্যটা টুকটুকে লাল ডিমের কুসুমের মত। সিডার স্প্রিংসের রাস্তা প্রায় ফাঁকা, পথচারী নেই বললেই চলে। জেরেমি রাসেলের কথাগুলো বার দশেক আওড়াতেই ফেরিঘাটে পৌঁছে গেল প্যাট হুভার। মনটা খুশি খুশি লাগছে তার। চমৎকার পোশাক কিনেছে সে লিওটা থেকে। সেলুনমালিক তাকে অপূর্ব একটা ঘোড়া দিয়েছে। বড়লোক মনে হচ্ছে নিজেকে তার। আর কি চাই!

ফেরিতে ঘোড়া ওঠানোর পর স্যান্ডিকে সে খোশ মেজাজে শুধাল, 'কি বুঝলে, ঘোড়াটা কেমন? আজ থেকে এটা আমার।'

'সত্যি, ভাল ঘোড়া।' ফেরি ছাড়ল স্যান্ডি। সাবধানে লগি ঠেলল। এখনও ফেরি চালানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেনি বাটলার।

'তোমাদের বাকমাস্টার্স্ পেনে তো এর চেয়েও ভাল ঘোড়া আছে বোধহয়?' ভালমানুষের মত চেহারা করে জানতে চাইল হুভার।

'তা আছে কিছু।' একমনে লগি ঠেলছে স্যান্ডি। তাকাল না মুখ তুলে।

'আন্দাজ কয়টা হবে মনে করো?' শুধু আলাপ চালানোর জন্যেই প্রশ্ন করা এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল হুভার।

মাথা নাড়ল স্যান্ডি। 'আমি সঠিক সংখ্যা জানি না।'

এ প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন করা উচিত হবে বলে মনে করল না হুভার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যদিও সে বারবার বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনের খবর জানতে চাইল, তবে সুবিধা করতে পারল না। মাইকের নির্দেশ ভোলেনি বাটলার, পিচ্ছিল মাছের মত এড়িয়ে গেল সে, স্পষ্ট কোন জবাব দিল না।

ট্রয় শহরে বৃথা সময় নষ্ট হলো হুভারের। বেশিরভাগ আউট-ল অন্য আখড়াগুলোয় গেছে। তবু যতটা সম্ভব খবর ছড়াল সে। সন্ধের শেষ ফেরিতে করে ফিরল সিডার স্প্রিংসে। ছুটল সেলুনমালিকের কাছে কাজের ফিরিস্তি দিতে। হুভার যখন জেরেমি রাসেলকে বলছে ট্রয় শহরের খবর; ফেরিঘাট থেকে শখানেক গজ দূরে কটনউড গাছের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে স্যান্ডির মুখে জো ডেন্ট তখন শুনল হুভারের সন্দেহজনক আচরণের কথা। হুভারের প্রতিটা প্রশ্ন ওভারশিয়ারের সামনে হুবহু মুখস্থ বলল স্যান্ডি।

'প্যাট হুভার আজকে ট্রয়ে গিয়েছিল।' রাতে বাংকহাউজে এসে মাইকের বাংকে বসল জো ডেন্ট। চেহারায় চিন্তার ছাপ। 'কেন গিয়েছিল জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি,' বলল সে। 'স্যান্ডির মুখে শুনলাম আমাদের ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে সে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। লোকটা নীচ কাপুরুষ। ঘোড়া চুরি করার সাহস হয়তো নেই, তবে অর্থের বিনিময়ে সে আউট-লদের কাছে মুখ খুলতে পারে। জেরেমির হয়ে কাজ করে হুভার।'

সব শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল মাইক, 'ঘোড়াগুলো আমরা করালে রেখেছি। রাতে পাহারা দেব।'

'নদীর পানি আরও না কমলে বিপদ আসবে না,' বলল জো ডেন্ট। 'তবে সাবধান থাকা ভাল। নিশ্চিত থাকতে পারো ইডেন আর ইশাম ফোর্ডের আউট-লরা এতক্ষণে জেনে গেছে যে জন বাকমাস্টার আর রন মৃত, অনেকগুলো দ্রুতগামী ভাল জাতের

ঘোড়া পাহারা দিচ্ছে এখানে মাত্র দু'তিন জন লোক।'

ওপেন হ্যান্ড সেলুন। জেরেমি রাসেলের ছোট্ট অফিসঘর।

টেবিলের দু'পাশে হুইস্কির গ্লাস হাতে বসে আছে জেরেমি রাসেল আর প্যাট হুভার।

'যাই বলো, আজকের দিনটা একেবারে পানিতে যায়নি,' বলল হুভার। 'পিটার লারসেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসল সেলুনমালিক।

'তারপর?'

'দুর্দান্ত লোক। টাকা আছে বটে! দু'হাতে ছড়াচ্ছে। সে সেলুনে ঢুকলে আর কেউ বিল দিতে পারে না। ভদ্রলোক একেই বলে।'

'কোন খবর বের করতে পেরেছ? থাকছে কোথায় লোকটা?' উত্তেজনায় চকচক করে উঠল জেরেমি রাসেলের লালচে দু'চোখ। পিটার লারসেনকে কাজে লাগাতে পারলে মন্দ হয় না। যে লোক অস্ত্র ছোঁয়ার আগে জন বাকমাস্টারকে শুইয়ে দিতে পারে সে মাইক ব্রনসন আর জো ডেন্টকেও সরিয়ে দিতে পারবে। এক চুমুকে গ্লাস খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল জেরেমি।

'যতদূর জানি লারসেন ইশাম ফোর্ডেই থাকবে,' বলল হুভার। 'আমার সঙ্গে কথাও হয়েছে তার। বলেছি সিডার স্প্রিংসে এলে তাকে আমরা অভ্যর্থনা জানাব, তার মত নামকরা আউট-লকে অতিথি হিসেবে পেলে খুশি হবে তুমি।... কি বিস্ময়কর একটা ঘোড়া যে চালায় লোকটা! ওটা কেড়ে নিতে চায় বলে মাইক ব্রনসনকে দোষ দেয়া যায় না। অবশ্য পারবে না, তার আগেই খুন হয়ে যাবে লারসেনের হাতে।'

'হয়তো।' ভ্রূ কোঁচকাল সেলুনমালিক। শত্রুকে ছোট করে দেখার ভুল সে করবে না। মাইক ব্রনসনকে বীম্যানের মত দৈত্যের সঙ্গে লড়ে জিততে দেখেছে সে। লোকটার লড়াইয়ে শুধু ক্ষিপ্রতা

নয়, কৌশল, দৃঢ় মনোবল আর বুদ্ধির ঝিলিক ছিল।

অনেকদিক ভাবতে হচ্ছে জেরেমিকে। প্রতি রাতে নাচের আসর বসিয়েও ব্যবসার উন্নতি করা যাচ্ছে না। মেয়ের দল এসেছে, হাজির হয়েছে জুয়াড়ীরা, কিন্তু অসৎপথে অর্জিত টাকা দু'হাতে ওড়ানোর মত আউট-লর এখনও দেখা নেই। বাকমাস্টারদের উৎখাত করতে না পারলে শহরের পুরোপুরি কর্তৃত্বও হাতে আসবে না।

অবশ্য চারদিকে তার চরের দল চোখ-কান খোলা রাখছে, খবর দিচ্ছে শহরে কোথায় কি হচ্ছে। বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনেও লোক আছে তার। তবুও স্বস্তি পাচ্ছে না, খুঁতখুঁত করছে জেরেমির মন।

কয়েকদিন পর অবস্থার পরিবর্তন হলো। এক বিকেলে ওপেন হ্যান্ড সেলুনে এলো চারজন কঠোর চেহারার লোক। সবক'জনের চেহারা জেরেমির পরিচিত। লোকগুলোর খাতিরে ত্রুটি রাখল না সেলুনমালিক। নিজের অফিসে আপ্যায়ন করল। শলাপরামর্শ সেরে লোকগুলো যখন বিদায় নিচ্ছে, সবাইকে একটা করে ভরা বোতল উপহার দিল সে। লোকগুলো কথা দিল রাতে দলের সবাইকে নিয়ে আমোদ করতে আসবে তারা।

অতিথি বিদায় করে খুশি মনে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ মুদল জেরেমি রাসেল। ইশাম ফোর্ডের আউট-লদের নিয়ে আর চিন্তা নেই, আজ থেকে আসতে থাকবে তারা। এবার আউট-লদের মাধ্যমে বাকমাস্টারদের ঘোড়া চুরি করানো যাবে। রাসলিঙ করে পথে বসাবে ওরা বক্স বি র‍্যাঞ্চ। সমস্ত কিছু কিনে নেবে সে, ধীরে ধীরে গ্রাস করবে সিডার স্প্রিঙস। ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে।

জেরেমি রাসেল যদি জানত তার চর ব্যর্থ হয়েছে, ঝোপঝাড় ভরা একটা ড্রয়ে গোপনে মাইক ব্রনসনের সঙ্গে দেখা করেছে দু'জন

রোদে পোড়া পোড় খাওয়া কাউহ্যান্ড; দু'জনই ঊরুতে ফিতে দিয়ে বাঁধা হোলস্টারে অস্ত্র ঝোলায়, ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসে মাইক ব্রনসনকে, তাহলে বোধহয় সে এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারত না। আঁতকে উঠত জেরেমি, যদি জানত মাইকের কথা মত ঘোড়ার করালের পাশেই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তারা, আরও আটজন দুর্ধর্ষ কাউবয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। পশ্চিমে একবাক্যে ওদের চেনে সবাই টেক্সাস রাইডার নামে।

চার

মাঝরাতে ওপেন হ্যান্ড সেলুনের নাচের পার্টি তুঙ্গে উঠল। উন্মত্তের আচরণ শুরু করল মাতাল লোকগুলো। জমে গেল জুয়ার আসব। হৈ-হল্লা, মদের গন্ধ, সিগারেটের ঘন ধোঁয়ায় নরক বলে মনে হলো সেলুনটাকে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল ডেপুটি টার্ক বীম্যান, জেরেমি রাসেল ভ্রূকুটি করতেই তাড়াহুড়ো করে কাস্টোমারদের সার্ভ করতে চলে গেল মেয়েটা। বেজার ডেপুটির সামনে এসে দাঁড়াল সেলুনমালিক। বলল, 'অনেকেই বোধহয় এতদিন পর পার্টিতে এসে খাপ খাওয়াতে পারছে না। একটু আগে দেখলাম দশ-বারো জন একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না বীম্যান। শ্রাগ করল সে, 'ওদের

হয়তো বাড়ি ফেরার তাড়া আছে।'

'তোমাকেও ক্লান্ত লাগছে।' হাসল সেলুনমালিক। 'বাড়ি গিয়ে ঘুম দাও। আজকে আর ভুলেও জেগে উঠো না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেলুন থেকে বেরিয়ে এল বীম্যান। বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দেখল ঘোড়া ছুটিয়ে পুব দিকে যাচ্ছে বারোজনের একটা দল। বীম্যান জানে, ইশাম ফোর্ডের আউট-ল ওরা। হঠাৎ সেলুনমালিকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল সে। নিজের বুদ্ধিমত্তায় খুশি হয়ে এগোল বাড়ির দিকে।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর দিকে বাঁক নিল অশ্বারোহী দলটা। সমতল জমি ধরে আধমাইলটাক গিয়ে থামল। অপেক্ষা করছে সবাই স্যাডলে বসে। মিনিট পাঁচেক পর বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনের দিক থেকে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো নিঃসঙ্গ একজন অশ্বারোহী।

'ওদিকে সব ঠিক,' বলল সে বাকিদের উদ্দেশে। 'একসঙ্গে এতগুলো দুর্দান্ত ঘোড়া আগে কখনও দেখিনি। কিচ্ছু করতে হবে না আমাদের, শুধু পেনের দরজা খুলে ওগুলোকে বেঁধে নিয়ে চলে যাব। পাহারায় কাউকে দেখলাম না, থাকলেও থাকতে পারে—দু'একজন।'

হেসে উঠল কয়েকজন। কেউ ভাবেনি ব্যাপারটা এত সহজ হবে। পাহারাদারদের খুন করলেই…

এগোল দলটা প্ল্যানটেশনের দিকে। ঘাস জমিতে মিনিট দশেক ঘোড়া ছুটিয়ে থামল। সামনেই পেনের গেট। দলের নেতা ঘোড়া থেকে নেমে গেটে ঠেলা দিল। একচুল নড়ল না দরজার পাল্লা।

'দরজার তালা বন্ধ!' ফিসফিস করে বলল সে। 'এসো তোমরা, দু'তিনজন ঠেলা দিলেই ভেঙে পড়বে।'

তিনজন আউট-ল নামল। দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল তারা।

ওরা কেউ জানে না পেনের ভেতরে নিচু স্বরে নির্দেশ দিয়েছে

মাইক ব্রনসন তার সঙ্গীদের।

'নিল, ওহারা, হার্ডি, স্যাম, তোমরা তৈরি হও, আসছে ওরা!'

দরজায় জোর ধাক্কা পড়তেই গলা চড়াল মাইক। ধমকে উঠল, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও! এক পা নড়বে না কেউ।'

'কে তুমি?' চেঁচাল আউট-লদের নেতা।

'আমি মাইক ব্রনসন। বক্স বি'র ফোরম্যান।'

হেসে উঠল আউট-লরা। সেলুনমালিকের মুখে শুনেছে তারা বক্স বি'তে লোক আছে ফোরম্যান সহ তিনজন। তাদের দু'জন আবার বুড়ো হাবড়া। বারো জন আউট-লকে ঠেকাতে চাইছে মাইক লোকটা! ব্যাপারটা এতই হাস্যকর, হাসতে না চাইলেও হাসি এসে যাচ্ছে আউট-লদের মুখে। ফোরম্যান লোকটা বুদ্ধু বুঝতে পারছে না খুন হয়ে যাবে। আবার হুমকির সুরে কথা বলছে!

'গুলি করো, ব্যাটা পালাতে দিশা পাবে না,' নির্দেশ দিল আউট-লদের নেতা। লোকটার নাম রীস পোর্টার। নির্দেশ ঝেড়েই সিক্সগান বের করে গেটের ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ল সে।

সেটাই তার জীবনের শেষ গুলি। একসঙ্গে পাল্টা জবাব দিল এগারোটা রাইফেল। চাঁদ নেই আকাশে। ঘুটঘুটে আঁধারে পেনের সামনের বেড়া জুড়ে ঝিকিয়ে উঠল উজ্জ্বল কমলা আগুনের ফুলকি। দড়াম করে মাটিতে পড়ল রীস পোর্টার। জবাই করা মুরগির মত খানিক তড়পে স্থির হয়ে গেল। বুকে পেটে গোটা ছয়েক গুলি খেয়েছে সে।

ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল আউট-লরা। গালাগাল করতে লাগল। ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে দু'জন আউট-ল। ওদের পাশেই ছিল। এখন মারা যাচ্ছে মাটিতে শুয়ে।

ঘোড়ার দিকে দৌড় দিল গেটের সামনে দাঁড়ানো আউট-লরা। কাছে পৌঁছনোর আগেই মারা গেল দু'জন। তৃতীয় জন স্যাডলে উঠে পালানোর চেষ্টা করল। ধমক দিয়ে তাকে থামাল আউট-লরা।

চমক সামলে উঠেছে তারা। সিক্সগান বের করে গুলি করতে করতে গেটের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো সবাই। আশিটা চমৎকার ঘোড়ার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে কেউ গররাজি নয়। অন্তত লড়াই না করে ফেরার চিন্তা এখন কারও মাথায় নেই।

পেনের ভেতর। রাইফেল নামিয়ে রেখে সিক্সগান বের করল মাইক। তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। নির্ভুল লক্ষ্যভেদ। দু'হাত তুলে বাতাসে কি যেন খামচে ধরতে চাইল সামনের আউট-ল, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল ছুটন্ত ঘোড়া থেকে। পেছনের ঘোড়াগুলোর খুরের আঘাতে থেঁতলে গেল তার লাশ।

যেন সেনাপতির নির্দেশ পেয়েছে, মাইকের পর পরই একই সঙ্গে গুলি করল টেক্সাস রাইডাররা।

'ওরা ঘোড়ার গায়ে গুলি করছে, আটকে ফেলতে চাইছে আমাদের!' বেড়ার গায়ে আন্দাজে গুলি করতে করতে আতঙ্কে চেঁচাল একজন আউট-ল। তার আতঙ্ক সংক্রমিত হলো বাকিদের মধ্যে। সমতল জমি, ঘোড়া না থাকলে পালাতে পারবে না, গেঁথে ফেলবে ওদের ফোরম্যানের সঙ্গীরা। দ্রুত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল অবশিষ্ট আউট-লরা। বাঁচার তাগিদে ছুটতে লাগল। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে যখন যেতে পারল, দলে মাত্র তিনজন আহত আউট-ল আছে।

সিক্সগান হোলস্টারে রেখে হ্যাট খুলে কপালের ঘাম মুছল মাইক ব্রনসন। সঙ্গীরা ওকে ঘিরে দাঁড়ানোর পর জানতে চাইল, 'আহত হয়েছ কেউ?'

'না।' সমস্বরে জানাল টেক্সাস রাইডাররা।

কালিগোলা অন্ধকারে এতই অপ্রত্যাশিত প্রতিআক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়েছে যে সুস্থির হওয়ার আগেই মারা গেছে বেশির ভাগ আউট-ল। কোথায় গুলি করতে হবে বোঝার আগেই ভেঙে গেছে দলের মেরুদণ্ড। শ্রাগ করল ব্রনসন। নিষ্ঠুর না হয়ে

কোন উপায় নেই। বুনো এলাকা এটা। হয় মারো নয়তো খুন হয়ে যাও। খুন হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই মাইকের। বুঝতে পারছে সে, এবার কপালটা ভাল ছিল, ভবিষ্যতে আরও সাবধান হতে হবে। আউট-লরা যখন ঘোড়াগুলোর খোঁজ পেয়েছে, ভাগ্য পরীক্ষা করতে একের পর এক আসতেই থাকবে তারা।

'আজকে আর আসবে না,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে, 'তবে পাহারায় ঢিল দেব না আমরা।'

কোন কথা বলল না কেউ। যার যার নিজের অবস্থানে ফিরে গেল। নীরবে কাজ করতে ওরা অভ্যস্ত, কথা বলাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করে।

কাল সকালে কর্তৃপক্ষের হাতে লাশ তুলে দেয়ার জন্যে নিহত আউট-লদের স্তূপ করে রাখল ওরা এক জায়গায়। মাইক জানল না মারা গেছে কুখ্যাত রীস পোর্টার, তার বদলে ইশাম ফোর্ডের আউট-লদের নেতা হবে এবার পিটার লারসেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে সিডার স্প্রিঙসে ঢুকল একজন আউট-ল। ইশাম ফোর্ডে পৌঁছে আহত তিন আউট-ল তাকে পাঠিয়েছে অন্যদের সতর্ক করতে।

সেলুনে ঢুকে জেরেমি রাসেলকে খুঁজে বের করল লোকটা। পার্টি তখনও পূর্ণোদ্যমে চলছে। অফিসে নিয়ে এলো জেরেমি তাকে। বসল না লোকটা। নিচু ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'খবর ছড়িয়ে দাও সবাই যাতে নদীর ওপারে ফিরে যায়। এক্ষুণি!'

'নদীর ওপারে! কেন?' বিস্ময় সামলে নিয়ে বলল সেলুনমালিক, 'আমি তো বলেইছি সিডার স্প্রিঙসে তোমাদের কোন বিপদ হবে না।'

'তাই?' ভ্রূ কুঁচকে কঠোর চেহারায় তাকাল আউট-ল।

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল জেরেমি, 'ডেপুটি শেরিফ আমার লোক, গিসবন। শহরে যা ইচ্ছা করতে পারো তোমরা সে এখন

আমার নির্দেশে বাড়ি গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।'

'হয়তো তাই।' রাগী চেহারায় জেরেমিকে দেখল আউট-ল। 'কথাটা ভুল হলে মারা যাবে তুমি।'

'হয়তো নয়, আমি খুলতে না বলা পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবেই চোখ বুজে থাকবে ডেপুটি।'

'টার্ক বীম্যানের চোখ বন্ধ থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না,' বলল আউট-ল। 'বক্স বি র‍্যাঞ্চে রীতিমত আর্মি এসে হাজির হয়েছে। যেকোন সময়ে তারা এখানে হানা দিতে পারে। যা বলছি করো, সবাইকে নদী পেরতে বলো, নাহলে তুমি জানে বাঁচবে না।' চোখ সরু হয়ে গেল আউট-লর। 'জেরেমি রাসেল, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল জানো? তোমার দেয়া খবর অনুযায়ী ঘোড়া আনতে গিয়ে আমাদের ন'জন লোক মারা গেছে। রীস পোর্টারও তাদের একজন। আমি বিশ্বাস করি না তুমি দু'মুখো সাপ, তাই বলছি, সবাইকে সাবধান করে দাও, হয়তো জানে বাঁচলেও বাঁচতে পারো।' দুপদাপ পা ফেলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল আউট-ল। রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটে চলে গেল একটা ঘোড়া।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জেরেমি। ক্লার্ক গিসবনকে প্রায় বন্ধুই বলা যায়, বিনে পয়সায় বোতলকে বোতল মদ খাইয়েছে সে তাকে, তাহলে হঠাৎ উল্টে গেল কেন লোকটা? তাহলে কি গিসবনের কথাই ঠিক? মৃত্যুর কথা মনে আসতেই শিউরে উঠল সেলুনমালিক। না, এক্ষুণি আউট-লদের চলে যেতে বলতে হবে। এখানে আক্রমণ এলে লোকগুলো মনে করবে ডেকে এনে ফাঁদ পেতেছে সে।

অফিস থেকে বেরল জেরেমি টলমল পায়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল সেলুন।

সারারাত ঘুম হলো না, চিন্তা করে দুঃসহ সময় পার করল সেলুনমালিক। সকালে অফিসে বসল সে। তলব করে আনাল

বেইলিকে। এই লোকটাই বাকমাস্টার্‌স্‌ প্ল্যানটেশনের নিগ্রোদের ঘুষ দিয়ে খবর বের করে জানায়।

লোকটা বসার পর দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলে টকটকে লাল চোখে তাকে দেখল জেরেমি রাসেল। হিসহিসে স্বরে বলল, 'তুমি বলেছিলে বক্স বি'তে মাত্র তিনজন কাউহ্যান্ড আছে।'

'ঠিকই বলেছি,' অবাক হলেও নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল বেইলি। 'ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকতেই পারে না, একটা নিগ্রো শ্রমিককে পাঁচ ডলার দিয়ে বের করেছি খবরটা।'

'নিগ্রো!' রাগে ফেটে পড়ল সেলুনমালিক। 'তুমি কি ভেবেছ মাত্র পাঁচ ডলার দিয়ে ওদের মত বিশ্বস্ত কাউকে কিনে ফেলা যায়? মিথ্যে বলেছে সে তোমাকে! বেরোও! দূর হও এখান থেকে। এরপর থেকে সাদা চামড়ার কাউকে ঘুষ খাওয়াতে পারলে তবেই এসো আমার কাছে।'

ধমক খেয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো বেইলি। ইশাম ফোর্ডে যেতে হবে তাকে। আউট-লদের জানাতে হবে সে-ই ঠকা খেয়েছে, সেলুনমালিক জেনেশুনে তাদের বিপদে ফেলেনি। না, সেলুনমালিকের স্বার্থে নয়, নিজের জন্যেই যেতে হবে তাকে। ঝুঁকি নিতে হবে। আউট-লরা জেরেমি রাসেলকে চেপে ধরলে এমনিতেও তার নাম বলে দেবে লোকটা। নিজের মুখে ভুল স্বীকার করাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

খানিক পরেই ওপেন হ্যান্ড সেলুনে ঢুকল প্যাট হুভার। বারটেন্ডার তাকে পাঠিয়ে দিল পেছনে, জেরেমি রাসেলের অফিসে।

মোটা লোকটাকে হাসি মুখে অফিসে ঢুকতে দেখে মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল ক্লান্ত জেরেমির। নির্দেশ ঝাড়ল সে।

'এক্ষুণি ট্রয় শহরে যাও, পিটার লারসেনের সঙ্গে দেখা করে বলবে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' হুভার বিরস বদনে

বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগার ধরাল জেরেমি। ছাদের দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবতে লাগল।

জেরেমির চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল টার্ক বীম্যান ঘুমঘুম চোখে অফিসে ঢোকায়।

'আসুন, আসুন, আপনার রাজকীয় ঘুম তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাঙল?' লোকটা বসার পর টিটকারির সুরে বলল সেলুনমালিক। দেখল মুখ গোমড়া হয়ে গেছে অপদার্থ ডেপুটির।

ঘোঁত করে উঠল বীম্যান, 'তোমার কথামতই চোখ বুজে থেকেছি আমি।'

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে রাজ্য উদ্ধার করে ফেলেছ।' বাঁকা হাসল জেরেমি। 'এদিকে কাল রাতে ইশাম ফোর্ডের বারো জন আউট-ল বক্স বি'তে ঘোড়ার গন্ধ শুঁকতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ন'জন এখন সেন্ট পিটারের সঙ্গে তাস পেটাচ্ছে।'

রাগ সরে গিয়ে বিস্ময় জায়গা করে নিল বীম্যানের মুখে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে। মস্ত একটা হাঁ করে কয়েকবার কথা বলতে গিয়েও ব্যর্থ হলো সে। বোকার মত তাকিয়ে থাকল সেলুনমালিকের দিকে।

'কি হলো, আমাকে আগে কখনও দেখোনি?' ধমক দিল জেরেমি রাসেল।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ? হ্যাঁ, দেখেছি,' ঢোক গিলে বলল বীম্যান, 'কিন্তু... মরে গেছে? ন'জন আউট-ল?'

'ঠিক ধরেছ। সামান্য হলেও বুদ্ধি আছে তোমার মাথায়!'

'জেরেমি,' বীম্যানের গলা কেঁপে গেল। 'আমাদের এসবের মধ্যে না থাকাই ভাল। মাঝখান থেকে খুন হয়ে যাব। তুমি কি ভাবছ?'

'ভাবছি সময় এসেছে ঋণ শোধ করার,' কঠোর স্বরে বলল

সেলুনমালিক। নিষ্ঠুর হয়ে গেল চর্বিময় চেহারাটা। 'মুচির সঙ্গে গভর্নর যেমন করে, এতদিন আমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করেছে কর্নেল রডনি। বাকমাস্টার পরিবার আমাকে মানুষ বলে গণ্য করেনি, স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে দেয়নি আমাকে জন বাকমাস্টার! এবার চুরমার করে দেব আমি ওই দুই পরিবারের গর্ব। রন নামের ল্যাঙড়া আপদটা দূর হওয়ার পর মাইক ব্রনসন না এলে এতদিনে তাই করতাম। এ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত আছি আমি, দেখব কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।' কটমট করে বীম্যানের দিকে তাকাল জেরেমি রাসেল। 'তুমি, টার্ক, তোমাকেও থাকতে হবে আমার সঙ্গে। আদেশমত চললে তুমি হবে বাকমাস্টার্স্ বেন্ডে দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী লোক। আর···না যদি শোনো,' ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সেলুনমালিকের লালচে চেহারা। 'খুন করব তোমাকে আমি। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' মাথা কাত করল বীম্যান। টয়লেটে যাবার প্রবল ইচ্ছেটা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে হবে আমাকে?'

ক্রূর হাসল জেরেমি। 'কিচ্ছু করবে না। একদম কিচ্ছু না। শুধু করার ভান করবে। অফিস করবে, চোখ-কান খোলা রাখবে, আর মুখটা রাখবে বন্ধ। প্রথম সুযোগেই জেলে ঢোকাবে মাইক ব্রনসনকে।'

'বলা সোজা,' শুকনো মুখে বিড়বিড় করল টার্ক বীম্যান।

'কিছু বললে?' ভ্রূ কোঁচকাল জেরেমি।

মাথা নাড়ল ডেপুটি। 'না, বলার মত কিছু না।'

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে উঠল তারও।

'আরে ওটা কি? দিনের বেলায় একসঙ্গে এতগুলো ঘোড়া··· আর্মি এলো নাকি!'

সেলুনের সামনে থেমেছে সাত জন অশ্বারোহী। দৃঢ়পায়ে সেলুনে ঢুকল তারা। মাইক ব্রনসন এবং তার ক্রু। বার কাউন্টার

এবং টেবিলগুলোতে ছড়িয়ে অবস্থান নিল সবাই।

কারা এলো দেখতে অফিস থেকে বেরিয়ে থমকে গেল সেলুনমালিক আর বীম্যান। পেছনে মৃদু শব্দে বন্ধ হলো সুইঙ ডোর। মাইক ব্রনসনকে দেখে পিছাতে গিয়েও দরজা বন্ধ বুঝে বাধ্য হয়ে এগোল ডেপুটি। ফ্যাকাসে চেহারায় তার পাশে হাঁটছে জেরেমি রাসেল। ছ জোড়া চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি শরীরে অনুভব করল সে।

'গুড মর্নিঙ, ডেপুটি,' বীম্যানকে দেখে হাসল মাইক, 'আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

'কেন?' ব্রনসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বীম্যান। 'কেন খুঁজছিলে?' চেহারায় দুঃসাহসী একটা ভাব আনার চেষ্টা করলেও অন্তরটা তার তীরবিদ্ধ পাখির মত কাঁপছে। কে জানে আউট-লদের সঙ্গে সেলুনমালিক আর তার যোগসাজস টের পেল নাকি লোকটা! সঙ্গী সাথী নিয়ে এসেছে। ঝুলিয়ে দেবে না তো? মৃত্যুকে তার বড় ভয়।

'যতদূর জানি মৃত আউট-লদের লাশ সংগ্রহ করা ডেপুটির কাজ,' বলল ব্রনসন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। 'সেজন্যেই তোমাকে দরকার হয়ে পড়ল। এমুহূর্তে বক্স বি'র হর্স ট্র্যাপে ন'জন আউট-লর লাশ পড়ে আছে। ওখানে পচুক তা চাই না। কখন যাবে ওখানে?'

'কে খুন করেছে ওদের?' শহরের কয়েকজনকে সেলুনে ঢুকতে দেখে সাহস বাড়ল টার্ক বীম্যানের। লোকজনের সামনে ল-অফিসারের ক্ষতি করার স্পর্ধা হবে না মাইক লোকটার। খুন তো করার প্রশ্নই ওঠে না। এতগুলো সাক্ষির সামনে তাকে মারলে আউট-ল হয়ে যাবে লোকটা।

'আমি।' বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো কথাটা। একই সঙ্গে বলেছে মাইক এবং তার সঙ্গীরা।

'কি কারণে, জানতে পারি কি?' জিজ্ঞেস করল জেরেমি

রাসেল।

'পারো,' বলল মাইক। 'ওরা আমাদের ঘোড়া চুরি করতে চেয়েছিল।'

'সেজন্যে খুন?' চারপাশে তাকাল জেরেমি সমর্থনের জন্যে। 'কি করে নিশ্চিত হওয়া যাবে তোমাদের সঙ্গে লোকগুলোর কোন পূর্ব শত্রুতা ছিল না?'

'তুমি কি আমাকে মিথ্যুক বলতে চাইছ?' স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ব্রনসন।

'না,' মাথা নাড়ল সেলুনমালিক। 'তা বলছি না। তবে, আমার মনে হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ডেপুটির হেফাজতে থাকা উচিত।'

'বোকার মত কথা বলছ।' উঠে দাঁড়াল মাইক। চট করে একবার বীম্যানকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমরা এখানে নতুন, কারও সঙ্গে শত্রুতা হয়নি এখনও।'

'তবুও আমার মনে হয়...'

'তোমার মনে হওয়াতে আমার কিছু যায় আসে না,' সেলুনমালিককে থামিয়ে দিল মাইক। তাকাল বীম্যানের দিকে। 'তুমি তোমার কাজ কোরো; লাশ নিয়ে এসো। আমি বক্স বি'র ফোরম্যান হিসেবে যা করার করব। যদি বক্স বি ব্র্যান্ডের গরু বা ঘোড়া সহ কেউ আমার সামনে পড়ে, হয় সে বাঁচবে নাহলে আমি।'

'পেছনে একদল খুনী সহযোগী থাকলে সবাই বড় বড় কথা বলে,' বলল বীম্যান। লোকজনের উপস্থিতি খানিকটা হলেও তার সাহস বাড়িয়েছে।

'ফালতু কথা বলে আবার পিট্টি খেয়ো না, বীম্যান।' গম্ভীর হয়ে গেল ব্রনসনের চেহারা। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। 'বিপদে পড়লে জেরেমি রাসেল বা আউট-লর দল তোমাকে বাঁচাতে আসবে না; কাজেই সময় থাকতে থাকতে সাবধান হয়ে যাও। বিখ্যাত সেই

বুড়ো ওক গাছে আমি তোমাকে ঝোলাতে চাই না।'

দেখল মাইক, ঠিক জায়গা মত লেগেছে ঢিল, বিবর্ণ হয়ে গেছে ডেপুটির মুখ। এবার সেলুনমালিকের দিকে তাকাল সে। 'আমার সন্দেহ, তুমি জানতে কালকে আউট-লরা ঘোড়া চুরি করতে যাবে। যদি কখনও আমার সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, তোমাকে আমি নিজের হাতে ওক গাছে লটকে দেব।'

বার কাউন্টারে বিল মিটিয়ে দিল মাইক। সঙ্গীদের নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল একবারও পেছনে না তাকিয়ে। শহরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটতে শুরু করল সাতটা ঘোড়া। মালিকদের মতই তরতাজা সতেজ ওগুলো। যাচ্ছে বাকমাস্টার্‌স্ প্ল্যানটেশনের দিকে।

ঘোড়ার শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর বাকশক্তি ফিরে পেল সেলুনমালিক। বীম্যানের উদ্দেশে নিচু ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল, 'হুমকি দিয়ে গেল, অথচ ওকে আটকাতে পারলে না? তুমি ল-অফিসার। কে কি বলত!'

'তোমার কাছেও অস্ত্র ছিল, তুমি ঠেকালে না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল বীম্যান। আজকে মাইক ব্রনসনের মুখোমুখি হওয়ার পর বিশ্বাস টলে গেছে তার। আগের মত জেরেমি রাসেলের ওপর ভরসা করতে পারছে না সে।

'আমি অফিসার নই,' লালচে চেহারায় বলল সেলুনমালিক। রেগে গেছে ভীষণ।

'আমি অফিসার,' বিড় বিড় করল বীম্যান। 'কালকেও আমি অফিসার থাকতে চাই, লাশ হতে চাই না।'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। অফিসের দিকে পা বাড়াল জেরেমি রাসেল। লোকজনের কানে যাতে না যায় সেজন্যে গলা নামিয়ে বলল, 'মৃত আউট-লদের নিয়ে এসো। লোকগুলো আমার ভুলে মরেছে, ওদের কবরের খরচা আমি দেব।'

সেলুনে এসে সবার সামনে অপমান করে গেছে তাকে মাইক ব্রনসন, রাগে জ্বলছে জেরেমির অন্তর। ধপ করে চেয়ারে বসল সে। দড়াম করে কিল বসিয়ে দিল টেবিলে। ক্ষমা নেই ব্রনসনের। আগে ব্রনসনের সাহসকে ছোট করে দেখেছিল। জো ডেন্ট মরলেই ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে পালাবে না লোকটা। খুন করতে হবে ব্রনসনকে। প্রথম কাজই হচ্ছে এই হারামীটাকে শেষ করা। চোখ মুদল জেরেমি টেবিলে পা তুলে দিয়ে।

রাত বারোটা। আজ কাস্টোমারের অভাবে আগেই বন্ধ হয়ে গেছে ওপেন হ্যান্ড সেলুন। অফিসে বসে এখনও ফুঁসছে জেরেমি রাসেল। পাশের ঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ আসছে। শুয়ে পড়ার আগে সাফ সুতরো করছে কর্মচারীরা।

দরজায় নক হতে জেরেমি ভাবল কর্মচারীদের কেউ হবে। ভেতরে আসতে বলল সে।

খুলে গেল দরজা। চোখ তুলে জেরেমি দেখল কর্মচারী নয়, ঘরে ঢুকেছে অপরিচিত এক লোক। তিরিশের বেশি হবে না যুবকের বয়স। সুদর্শন। সুঠামদেহী। পরনে কমপ্লিট স্যুট। গাঢ় নীল চোখ দুটো বরফের মত শীতল। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল জেরেমির ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। প্রথম দর্শনে ভদ্রলোক মনে হলেও ভয়ঙ্কর অশুভ কি যেন আছে যুবকের ভেতর।

'আমাকে বসতে বলবে না, মিস্টার রাসেল?' মাথা থেকে ডার্বি হ্যাট খুলে এগিয়ে এল যুবক। 'প্যাট হুভারের মুখে শুনলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি।'

এ লোকই পিটার লারসেন, ডেপুটি জনের খুনী, এতক্ষণে বুঝতে পারল সেলুনমালিক। ব্যস্ত হয়ে যুবককে বসাল সে। ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যবসার ব্যাপারে আলাপ করতে চাই তোমার সঙ্গে। তবে তার আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া

দরকার। তুমি তো এই জন্যেই ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে আছ যে অন্য কোথাও গেলে বিপদ হবে?'

'তা বলতে পারো, মিস্টার রাসেল।' হাসল লারসেন। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'নদী পার হওয়ার আগে দু'জনকে ফেলে দিয়ে যেতে হয়েছে। ফিউনারেল জমেছিল কিনা তুমিই ভাল বলতে পারবে।'

এত নির্বিকার ভাবে বলছে যুবক মানুষ খুনের কথা, যেন পিঁপড়ে মেরেছে! কথা বলার আগে অস্বস্তি ভরে নড়েচড়ে বসল জেরেমি। যদিও খুনী, পিটার লারসেন ওকে কর্নেল আর তার আভিজাত্য মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। এধরনের লোকের সামনে এলে নিজেকে নীচু শ্রেণীর মনে হয়। আভিজাত্য আছে বলে কর্নেলকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। তবে এই লোকটাকে তার প্রয়োজন। সময়মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে ব্যবহার করে। 'আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই,' অবশেষে বলল জেরেমি। 'বুদ্ধিমান সাহসী একজন লোক দরকার আমার। এমন একজন লোক যার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই।'

'আউট-ল শব্দটা ব্যবহার করোনি বলে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার রাসেল।' চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল লারসেন। 'ওই শব্দটা আমি ঘৃণা করি। সমাজ বিরোধী বরং শ্রুতিমধুর।...একটা কথা বলে রাখা ভাল, ছোট কোন কাজে আমাকে ডেকে থাকলে ভুল করছ, ছোট বা কম যে কোন কিছু আমি ঘৃণা করি। মিস্টার রাসেল; তুমি কি এখনও কোন প্রস্তাব দিতে ইচ্ছুক?'

'হ্যাঁ।' স্বস্তি অনুভব করল জেরেমি। উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে। এবার দ্রুত এগোবে কাজ। বলতে লাগল সে, 'তোমার হাতে জন বাকমাস্টার মরার আগে ওই বাকমাস্টার পরিবার ছিল এই এলাকার কর্তৃত্বে বাকমাস্টার আর রডনি পরিবার বাকমাস্টার্স্ বেন্ডের প্রায় সবকিছুর মালিক তোমাকে ধন্যবাদ,

ডেপুটিকে খুন করে ক্ষমতা হাতবদল হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছ তুমি। ইতিমধ্যেই আমার পছন্দের লোককে আমি এ শহরের ল-অফিসার করতে পেরেছি।

'জন বাকমাস্টার আমাকে ব্যবসা করতে দেয়নি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে তার কথা শুনতে হয়েছে। এবার আমি শোধ নেব, সময় এসেছে এবার। তুমি যদি সাহায্য করো, বাকমাস্টার আর রডনি পরিবারকে পথে বসানো আমার জন্যে সহজ হবে। তোমারও স্বার্থ আছে, ভেবো না আমি শুধু নিজের কথা চিন্তা করছি। তোমাকে যে লোক ধাওয়া করছিল, সেই মাইক ব্রনসন এখন বাকমাস্টারদের বক্স বি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। একদল খুনী ভাড়া করে এনেছে সে। তোমারও প্রতিশোধ নেয়া হবে যদি তাকে খুন করতে পারো।

'আমি শুধু চাই মাইক ব্রনসন আর বাকমাস্টারদের ওভারশিয়ারকে তুমি সরিয়ে দাও।'

'একার কাজ নয়, মিস্টার রাসেল।' মাথা নাড়ল লারসেন।

'হ্যাঁ,' সায় দিল সেলুনমালিক। 'তবে আমি আশা করছি তুমি তোমার সঙ্গীদের প্রভাবিত করতে পারবে।'

'কত?' সরাসরি সেলুনমালিকের চোখের দিকে তাকাল লারসেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে।

'কত!' প্রতিধ্বনি তুলল বিস্মিত জেরেমি। সামলে নিয়ে বলল, 'পুরস্কার হিসেবে তোমরা এমনিতেই আশিটা ঘোড়া পাচ্ছ, এখানে টাকার প্রশ্ন আসছে কেন!'

'ওই ঘোড়াগুলো তোমার নয়, মিস্টার রাসেল, ওগুলোর বিনিময়ে তুমি আমাকে দিয়ে কাজ করাতে পারো না। আমি চাই টাকা। জানি ওই ঘোড়া নিতে গিয়ে ইশাম ফোর্ডের ন'জন মরেছে। তুমি বোধহয় জানো রীস পোর্টারও তাদের একজন। এটাও বোধহয় তোমার অজানা নেই যে আমাকেই সবাই নেতা করেছে। এখন থেকে আমার কথাতেই ওরা মরবে বাঁচবে। নেতা হিসেবে আমার

একটা দায়িত্ব আছে, মিস্টার রাসেল। যথেষ্ট পারিশ্রমিক না পেলে আমি ওদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

'কত চাও?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেলুনমালিক।

'পাঁচ হাজার ডলার।'

'পাঁচ হাজার! অসম্ভব!'

'মিস্টার রাসেল, এখানে আমরা শুধু দু'জন মানুষকে খুন করার কথা বলছি না। আমার কাজ শেষ হলে বক্স বি আউটফিট পঙ্গু হয়ে যাবে, রাউন্ডআপ করতে পারবে না, রাসলিঙ করে আমার সঙ্গীরা সাফ করে দেবে ওদের ক্যাটল—মোট কথা ধ্বংস হয়ে যাবে বক্স বি র‍্যাঞ্চ। আমি জানি রীস পোর্টারকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারলে তোমার সেই আশা পূরণ হত। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, মারা গেছে সে। আমাকেও একই সমান ঝুঁকি নিতে হবে। পাঁচ হাজারের চেয়ে এক ডলার কম হলেও আমি রাজি নই। আগেই বলেছি, ছোট বা কম কোন কিছু আমার পছন্দ নয়।'

'ঠিক আছে আমি পাঁচ হাজারেই রাজি।' হাল ছেড়ে দিল জেরেমি রাসেল। 'টাকাটা কিভাবে চাও?'

'তিন হাজার এখন। বাকিটা নগদে, মাইক ব্রনসন আর ওভারশিয়ার মারা গেলে মাথাপিছু এক হাজার করে।'

দেয়াল সিন্দুক খুলে দশ ডলারের তিনটা বান্ডিল আউট-লর হাতে দিল সেলুনমালিক। চেয়ারে বসে বলল, 'আশা করি কাল তুমি বাকি টাকা নিতে আসবে।'

হাসল লারসেন। 'মনে হয় ওভারশিয়ার আর মাইক ব্রনসনের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে তোমার।' চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। টাকা পকেটে গুঁজে বলল, 'বক্স বি'র কাউহ্যান্ডদের ফ্রী ড্রিঙ্কের দাওয়াত দিয়ো। সন্ধেয় আসতে বলবে যাতে ন'টার দিকে মাতাল হয়ে যায়। তৈরি হয়ে আসব আমরা সাড়ে ন'টার দিকে।'

পিটার লারসেন বিদায় নেয়ার পর চেয়ারে গা এলিয়ে দিল

জেরেমি রাসেল। গত কয়েক রাতে এই প্রথম ঘুম আসছে তার দু'চোখ ভেঙে।

সেলুনমালিকের ঘুম উধাও হয়ে যেত যদি সে জানত কান পেতে তাদের আলাপ শুনেছে কর্নেল রডনির মেক্সিকান কুক স্যামুয়েল। নদীর ধারে মার্ক উইডের পরিচালিত দোকানে গিয়েছিল লোকটা সস্তা গ্লাস দুয়েক মদ খেতে। ফেরার সময় দেখল সেলুন বন্ধ, অথচ আলো জ্বলছে জেরেমি রাসেলের অফিসে। কৌতূহল হলো তার, দেখি তো এত রাতে একা একা করে কি লোকটা! অফিসের একমাত্র জানালাটায় কান পাতল সে।

চালাক লোক, লারসেন বেরিয়ে যেতেই বাড়ির দিকে ছুটল স্যামুয়েল। কর্নেলকে ঘুম থেকে তুলে গড়গড় করে বলে গেল সে সেলুনমালিকের অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে যা যা শুনেছে।

'এক্ষুণি একটা ঘোড়া নিয়ে বাকমাস্টারদের প্ল্যানটেশনে চলে যাও,' লোকটার কথা শেষ হতেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন কর্নেল। 'মাইক ব্রনসনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। একা পেলে তবেই শুধু জানাবে আমাকে যা জানিয়েছ। যাও।'

দৌড়ে বার্নে গেল স্যামুয়েল। অন্ধকার বারান্দায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলেন কর্নেল। তাকালেন আকাশের দিকে। পুব আকাশে আবছা হতে শুরু করেছে নক্ষত্র রাজি। হালকা বাতাস বইছে ভেজা ভেজা সুবাস নিয়ে। পাহাড়ে ডেকে উঠল একটা কয়োট, আরও দূর থেকে জবাব দিল আরেকটা।

বার্ন থেকে বেরল স্যামুয়েল। ঘোড়া ছুটিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চলে গেল অনেক দূরে। খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতেই জাঁকিয়ে বসল একাকিত্ব। এতদূর থেকেও শুনতে পেলেন কর্নেল খরস্রোতা নদীর স্রোতোধ্বনি। ধাবমান প্রবাহিতা যেন তাঁকে সঙ্গ দিতে চাইছে। দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ কর্নেল, কেন তা বলতে পারবেন না কেউ জিজ্ঞেস করলে।

পাঁচ

ভোর। ধূসর আকাশ। সূর্য ওঠেনি এখনও। ক্রুদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো মাইক। ওভারশিয়ারের কেবিনে আলো জ্বলছে। সেদিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল সে। ট্রেইল ধরে দ্রুত ছুটে আসছে একটা ঘোড়া। তীরবেগে ঢুকে পড়ল প্ল্যানটেশনের গেট দিয়ে। থামল ওর সামনে। লোকটাকে চেনে ও। ফিউনারেলে দেখেছে। কর্নেলের লোক—স্যামুয়েল নাম।

'কর্নেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়,' বলল সে। 'খুব জরুরী।'

'কেন?'

সেলুনমালিকের মীটিঙে তার আড়ি পাতার কথা যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলল স্যামুয়েল।

'তুমি গিয়ে কর্নেলকে বলো আমি আসছি।' বার্নের দিকে পা বাড়াল মাইক। স্যামুয়েল ফিরে গিয়ে কর্নেলকে জানানোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে গেল সে। দুঃশ্চিন্তায় ভ্রূ কুঁচকে আছে ওর। কেন ডেকে পাঠালেন কর্নেল? আরও কোন দুঃসংবাদ? রন বাকমাস্টারের লাশ পাওয়া যায়নি তো?

'এসো, মিস্টার ব্রনসন,' লিভিঙরুমে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন কর্নেল। আসন গ্রহণ করার পর ভূমিকায় গিয়ে সময় নষ্ট করলেন না। বললেন, 'জন বাকমাস্টারের খুনীর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে

আলাপ করতে চাই।'

'বলুন।' স্বস্তির শ্বাস ফেলল মাইক। যাক, আলাপের বিষয়বস্তু রনের লাশ নয় । কোন দুঃসংবাদ নিয়ে দাঁড়াতে হবে না মিসেস নেলির সামনে। নড়ে চড়ে বসল মাইক। 'পিটার লারসেনের ব্যাপারে ঠিক কি জানতে চান?'

'কিছুই না। স্যামুয়েলের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছ গত রাতে সে সিডার স্প্রিংসে এসেছিল? জেরেমি রাসেলের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে। জো ডেন্ট আর তোমাকে খুন করবে সে। আজ রাতেই চেষ্টা হবে।'

চুপ করে আছে মাইক। স্যামুয়েলের মুখে শুনেছে এসব।

'আমি তোমাকে ডেকেছি...' শুরু করেও থেমে গেলেন কর্নেল। ভাবলেন কি যেন। বোঝা যায় অস্বস্তিতে ভুগছেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিধা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'বলুন, কর্নেল।' বুঝল মাইক, ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে কতখানি খারাপ লাগছে বৃদ্ধ কর্নেলের।

'তুমিও বোধহয় রনকে পছন্দ করতে,' অবশেষে বললেন কর্নেল। 'খুবই ভাল ছেলে ছিল রন। ওর বাবা মারা না গেলে এভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনত না ও। দু'জনের মৃত্যুর জন্যেই পিটার লারসেন দায়ী।

'শুধু তাই নয়, মিসেস নেলি আর জোয়ানার অন্তরটা ভেঙে দিয়েছে লারসেন। জন বাকমাস্টার আর আমি চাইতাম জোয়ানা আর রনের বিয়ে হোক। পরস্পরকে ভালবাসত ওরা, রন পায়ের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর না হলে এতদিনে ওদের বিয়েও হয়ে যেত। আমার জোয়ানা হারিয়েছে ওর ভালবাসার মানুষকে, মিসেস নেলি হারিয়েছে স্বামী আর পুত্রকে। সমস্ত অঘটনের মূল পিটার লারসেন। আমি চাই তুমি প্রতিশোধ নাও। বুড়ো হয়ে গেছি, নাহলে

তোমাকে অনুরোধ করতাম না, যদি যৌবন থাকত খুঁজে বের করতাম আমি নৃশংস খুনীটাকে; উপযুক্ত শাস্তি দিতাম।'

কর্নেল চুপ করার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মাইক। আর কথা বললেন না কর্নেল। মুখ নিচু করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মাইক বুঝল কথা শেষ হয়েছে বৃদ্ধের। উঠে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে আসার আগে ঘরের দরজায় থেমে বলল, 'চিন্তা করবেন না কর্নেল, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

সারাদিন প্ল্যানটেশনে অপেক্ষা করল মাইক আর ওর সঙ্গীরা। বিকেলে এক ছোকরা এসে দিয়ে গেল জেরেমি রাসেলের দাওয়াত। তৈরি হতে লাগল মাইক, মৃত্যু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে একা নয়, সঙ্গীদের নিয়ে যাবে সে ওপেন হ্যান্ড সেলুনে। তবে জেরেমি রাসেল জানে না সেকথা। ছেলেটাকে দিয়ে মাইক বলে পাঠিয়েছে যেতে পারবে না তারা। রাউন্ডআপের কাজ শুরু করতে আজকেই রেঞ্জে যেতে হবে তাদের সবাইকে।

সন্ধে নেমেছে। ওপেন হ্যান্ড সেলুনে নিজের অফিসে বসে বিমর্ষ চেহারায় খবরটা শুনল জেরেমি রাসেল। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল তার। রাউন্ডআপের আর সময় পেল না হারামজাদাটা! এত যত্নে ফাঁদ পেতে কোন লাভই হলো না, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল লোকটা!

একঘণ্টা পর তার অফিসে ঢুকল ধূসর স্যুট পরা পিটার লারসেন। দেখে মনে হচ্ছে নাচের পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে।

তাকে খুলে বলল জেরেমি কিভাবে এযাত্রা বেঁচে গেল মাইক ব্রনসন। জবাবে হাসল আউট-ল। বলল, 'ভালই হয়েছে সে আসেনি। বদনাম থেকে বেঁচে গেলে তুমি। এখানে কোন গোলাগুলি হচ্ছে না, তবে রেঞ্জে হবে। আমার সঙ্গে বিশজন আছে। দশটার সময় এখান থেকে রওয়ানা হব আমরা। মাইক ব্রনসন আর কাউহ্যান্ডদের খুন করে ঘোড়াগুলো নিয়ে চলে যাব। আমার বাকি

পাওনা হাতের কাছেই রেখো।'

বারক্রমে চলে গেল লারসেন। দেখল ছেলেরা টেবিলগুলোতে জমে বসেছে। চারপাশে কোথাও ডেপুটি শেরিফের ছায়াও নেই। প্রভাবশালী কয়েকজন আউট-লকে নিয়ে একটা টেবিলে বসল লারসেন। দলের সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো মাতাল হওয়া চলবে না, সামনে বড় একটা কাজ আছে।

লারসেন জানে, সবাই তার কথা শুনবে। তিন হাজার ডলার সঙ্গী সাথীদের ভাগ করে দিয়েছে সে। ইচ্ছে আছে আগামীতে বিশাল একটা দল গড়ে তুলবে, পুরো টেক্সাস জুড়ে নির্বিঘ্নে চালাবে লুটতরাজ। মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আড্ডায় যোগ দিল লারসেন, মাথা থেকে মুছে ফেলল সমস্ত চিন্তা।

রাত নটায় সিডার স্প্রিংসের বাইরে ঘোড়া থামাল এগারো জন অশ্বারোহী। বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনের দিক থেকে এসেছে তারা। দলীয় শৃঙ্খলা দেখে আর্মি বলে মনে হতে পারে, তবে তারা সামরিক বাহিনীর লোক নয়।

'কোন ঝুঁকি নেব না আমরা,' অন্ধকারে গমগম করে উঠল মাইক ব্রনসনের কণ্ঠস্বর। 'ওরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিছুতেই যাতে কোণঠাসা করতে না পারে।'

'যদি কেউ আহত হয়, মাইক?' জানতে চাইল একজন।

'নতুন করে বলার কি আছে, হব, সেই পুরানো নিয়ম,' বলল মাইক, 'কাউকে ফেলে সরে যাব না আমরা। যদি দরকার হয় সবাই মিলে আহত বন্ধুকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আরেকটা কথা...আমাদের প্রথম কাজ লারসেনের চুরি করা ঘোড়াটা উদ্ধার করা।'

'মাইক বাছা, ফোরম্যান হয়ে তোমার লড়াটা ঠিক হবে না,' মন্তব্য করল বয়স্ক একজন।

'তাহলে গতবার আমাকে ইন্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে উদ্ধার

করেছিলে কেন, তখন তুমি তো ফোরম্যান ছিলে!'

'বলে কি ছোকরা! আমি বয়স্ক মানুষ, ভাল মন্দ বুঝি। কোথায় আমি আর কোথায় তুমি, আমাদের মধ্যে তুলনা হয় নাকি!'

'দেখা যাবে,' হার্ডিকে থামিয়ে দিল মাইক। 'কেন, রাসলারদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছিল কে?'

'বোকা বলেই অত ঝুঁকি নিয়েছিলে,' হারতে রাজি নয় হার্ডি। তর্ক আরও বহুক্ষণ চলত, শেষ হত মান অভিমানের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু অন্যরা ওদের থামিয়ে দিল।

'চলো সবাই, সময় নষ্ট হচ্ছে,' একসঙ্গে বলল দু'তিনজন।

শব্দ যাতে না হয় সেজন্যে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল সবাই।

সেলুনের জানালাগুলো দিয়ে উজ্জ্বল হলুদ আলো এসে রাস্তায় পড়েছে। হৈহল্লা হচ্ছে ভেতরে। মাঝেমাঝে উচ্চস্বরে হেসে উঠছে দু'একজন। সিডার স্প্রিংসের লোকজন দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। জেগে যারা আছে তারা ভাবছে জন বাকমাস্টার ডেপুটি হওয়ার আগের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা। সেই বন্যতা যেন আজ আবার ফিরে এসেছে এ শহর গ্রাস করতে।

সেলুনের পুবদিকে, একশো গজ দূরে ঘোড়া থামাল ওরা এগারোজন। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে একজনের হাতে দিল মাইক।

'এটা রাখো, রাউল,' বলল সে, 'লারসেনের ঘোড়াটা পেলেই দক্ষিণে ছুটবে। পরের কাউন্টির শেরিফকে চিঠিটা দিলেই ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চারের কাছে পাঠিয়ে দেবে সে।'

'আমি কি করব?'

'যত দ্রুত পারো ফিরে আসবে এখানে।' সবাইকে একবার দেখে নিল মাইক। উত্তেজনার লেশমাত্র নেই কারও ভেতর। স্বাভাবিক। কঠোর লড়াইয়ে অভ্যস্ত লোক সবাই।

'রাউল তুমি এখানেই থাকো,' ঘোড়া থেকে নেমে বলল সে। 'হার্ডি, নিল, তোমরা দু'জন এসো আমার সঙ্গে।'

নিঃশব্দে সেলুনের দিকে এগোল ওরা তিনজন। দেখল সেলুনের উল্টোপাশের হিচর‍্যাকে বিশটা ঘোড়া বাঁধা আছে। দু'জন লোক সেলুনের দু'কোনায় দাঁড়িয়ে ওগুলোকে পাহারা দিচ্ছে।

ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকল ওরা। কিছুদূর হেঁটে একটা বাড়ির পাঁচিল টপকে আবার চলে এলো সামনের দিকে। বাড়ির গেট খুলে থামল হিচর‍্যাকের কাছে। দ্রুত হাতে ঘোড়াগুলোর দড়ি খুলতে লাগল।

'অ্যাই! কে তোমরা! কি করছ ওখানে!' ওদের দেখতে পেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন প্রহরী। অস্ত্র বের করেই গুলি করল লোকটা হিচর‍্যাকের দিকে।

একহাতে বাদামী স্ট্যালিয়নের দড়ি খুলে স্যাডলে লাফ দিয়ে উঠল মাইক। থাবা দিয়ে সিক্সগান তুলে গুলি করল লোকটাকে লক্ষ্য করে। তারপর স্ট্যালিয়নটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল সে সঙ্গীদের দিকে।

কার যেন নাম ধরে ডাক দিতে গিয়ে পারল না লোকটা। হাত-পা ছড়িয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রাস্তায়। গলার ফুটো দিয়ে ঝর্নার মত রক্ত বেরচ্ছে।

গুলির শব্দে মুহূর্তে থেমে গেল সেলুনের হট্টগোল। পিল পিল করে বেরতে লাগল আউট-লরা। সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র।

মাইককে সময় দিতে লাফ দিয়ে সাইডওয়াকে উঠে লোকগুলোর ওপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করল হার্ডি আর নিল। পড়ে গেল কয়েকজন। আহতদের আর্তনাদ আর গালিগালাজে ভারী হয়ে উঠল পরিবেশ। পাল্টা গুলি শুরু হতেই আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর আড়ালে সরে এল নিল আর হার্ডি। দু'জন দুটো ঘোড়ায় চেপে পুব দিকে ছুটল তারা। পাশ কাটানোর সময় অস্ত্র

খালি করল আউট-লদের ওপর। নিরাপদেই সরে গেল লোকগুলোর দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নিল আর হার্ডি বাকিদের কাছে গিয়ে দেখল বাদামী স্ট্যালিয়ন নিয়ে চলে গেছে রাউল। সবাই ওরা ঢুকল একটা গলিতে। অপেক্ষা করল অন্ধকারে। সবার অস্ত্র রিলোড করা হলেই আক্রমণ করবে আবার।

লারসেনের গলা শুনতে পাচ্ছে ওরা। এতদূর থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। গালাগালি করে দুই গার্ডের ভূত ভাগাচ্ছে সে। কোন বিকার নেই লোকগুলোর। মরে গেছে তারা।

লারসেনের দলের সবাই ভীড় করেছে সেলুনের সামনে। দু'জন মারা গেছে ওদের। তিন-চারজন আহত।

গালাগাল থামিয়ে হঠাৎ চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লারসেন। তীর বেগে পুরো রাস্তা জুড়ে ছুটে আসছে আট দশটা ঘোড়া। মাইকদের রিলোডিঙ শেষ হয়েছে।

আউট-লরা গুলি শুরু করতেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল পিটার লারসেন। ধমকে উঠল, 'ভেতরে ঢোকো গাধার দল! জলদি!'

পিটার লারসেন সেলুনে ঢুকে পড়তেই কে কার আগে ঢুকবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল আউট-লদের মধ্যে। ছুটে এলো মাইক আর বক্স বি'র ক্রুরা। সেলুন পেরনোর সময় সিক্সগান খালি করল নির্বিচারে। প্রত্যেকেই সতর্ক থাকল গুলি যাতে ওপর দিয়ে না যায়। ওরা জানে ডান্স হলে মেয়েরা আছে।

সেলুনের সিঁড়িতে পড়ে গেল গুলি বিদ্ধ তিন আউট-ল। মাইকরা সেলুন পেরিয়ে যেতেই আহত-নিহত সঙ্গীদের টপকে বেরিয়ে এলো পিটার লারসেন। একটা ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠে চেঁচাল, 'বেরোও এবার! লড়াই এখনও শেষ হয়নি!'

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল হতচকিত লোকগুলো। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভীত ঘোড়ার দল, যে যেটায় পারল উঠে পড়ল।

আউট-লরা সুস্থির হবার আগেই পশ্চিম দিক থেকে আবার শব্দ শোনা গেল খুরের। রিলোড সেরে ফিরে আসছে মাইক ব্রনসনের অকুতোভয় দলটা!

সঙ্গীদের নিয়ে পিছিয়ে গেল লারসেন। এবার আর অপ্রস্তুত নয় সে। আসুক এবার মাইক ব্রনসন!

দূরে ব্রনসনকে দেখতে পেল সে। আসছে লোকটা। দু'হাতের অস্ত্র দুটো থেকে কমলা আগুন ঝরছে। কিন্তু বাকিরা কোথায়? খুরের শব্দ দিক বদলেছে, সামনে থেকে আসছে না! কিন্তু তা কি করে সম্ভব! তাহলে কিঃ···। ঝট করে ঘাড় ফেরাল লারসেন। দেখল পেছনের গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে ন'জন আরোহী। সবার ডানহাত বামহাতের তুলনায় অনেকটা লম্বা!

'জলদি ফিরে দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল লারসেন, 'ওরা পেছনে! আমাদের অ্যাম্বুশ করেছে!' ব্রনসনের দিকে একটা গুলি ছুঁড়েই ঘোড়ার মুখ ফেরাল লারসেন। সিক্সগান খালি করল সে কাউবয়দের লক্ষ্য করে। একে আঁধার তায় দূরত্ব বেশি, লাগাতে পারল না কাউকে।

এক সঙ্গে গর্জে উঠল নয়টা রাইফেল। লারসেন আর তার আউট-ল বন্ধুদের ঘোড়াগুলো উন্মত্ত লাফ ঝাঁপ শুরু করল। বালুতে গেঁথেছে বেশির ভাগ বুলেট, তবে স্বস্তি পেল না আউট-লরা। ঘোড়া সামলানোর ফাঁকে সিক্সগান ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা চালাল তারা।

পেছন থেকে আসছে ব্রনসন, সামনে কাউবয়ের দল, দু'দিকের গুলি বৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে গেল বেশির ভাগ আউট-ল। ওপেন হ্যান্ড সেলুনকে পাশ কাটিয়ে ছুটল তারা দক্ষিণ দিকে। বাকিরা বাধ্য হয়েই পিছু নিল। সবার পেছনে পিটার লারসেন। মাঝে মাঝে পেছনে গুলি করছে সে, যাতে ব্রনসনের সঙ্গীরা পিছু না নেয়।

মিনিট খানেক পর থমথমে নীরবতা নামল সিডার স্প্রিংস শহরে। একটা বাড়িতেও আলো জ্বলছে না। সেলুনের বাতিও সব

নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। জনমানবহীন ভূতুড়ে কোন শহর যেন।

এক জায়গায় জড় হলো মাইক আর কাউবয়রা। অবাক হয়েছে সবাই। পশ্চিমের অন্য কোন শহরে এদৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। এত বড় একটা লড়াই হলো, অথচ কৌতূহলী মানুষ রাস্তায় বেরোয়নি খবর নিতে!

এজন্যেই এই এলাকার আরেক নাম ইবলিশের আখড়া, বুঝল মাইক, সবাই আইনের ওপর ভরসা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। কেউ কারও বিপদে সাহায্য করবে না। ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি নয়। যুগে যুগে লোকজনের এই স্বার্থপরতার সুযোগ নিতে এখানে এসে জুটেছে দুর্বৃত্তের দল।

'চলো, জেরেমি রাসেল আর ওর ডেপুটি শেরিফকে ঝুলিয়ে দিই,' নীরবতা ভাঙল নিল। 'আগে হোক পরে হোক কাজটা আমাদের করতেই হবে।'

দলের মধ্যে সমর্থনের গুঞ্জন উঠতেই হাত উঁচিয়ে বাধা দিল মাইক। 'না, আমরা জানি না ডেপুটি এদের সঙ্গে দুষ্কর্মে জড়িত। বেআইনী কোন কাজ আমরা করব না। ফিরে চলো সবাই। যথেষ্ট শিক্ষা দেয়া গেছে লারসেনকে, সহজে আমাদের ঘাঁটাবে না লোকটা আর।'

ফিরতি পথ ধরল ওরা। নিল আর হার্ডি অসন্তুষ্ট, তবে মেনে নিয়েছে মাইকের কথা। ওরা জানে বয়স কম হলেও বিচক্ষণতায় ওদের চেয়ে মাইক অনেক-অনেক বেশি। অযৌক্তিক একটা পা ফেলে না ছেলেটা।

কালকে থেকে রাউন্ডআপ শুরু হবে। মাথা গরম করে আউট-ল হয়ে যাওয়াটা সত্যিই কাজের কথা নয়।

শেষরাতে ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মিসেস নেলির। জানালায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন স্যাডল হর্স সঙ্গে নিয়ে

রাউন্ডআপে চলেছে কাউহ্যান্ডরা। দেখলেন বিশাল চাকওয়্যাগন হেলেদুলে যাচ্ছে তাদের পেছনে। ওয়্যাগনটাকে টানছে চারটে গর্দভ। চালকের হাতে হিসিয়ে উঠছে চাবুক। বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দে শিস কাটছে।

লোকগুলো গেট দিয়ে বেরনোর পর দরজাটা বন্ধ করল মাইক ব্রনসন। উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তারপর পোর্চে উঠে কলিঙ বেল বাজাল সে।

হায় ঈশ্বর! ভাবলেন মিসেস নেলি, কতদিন কতবার জনকে তিনি রাউন্ডআপের আগে ওভাবে আসতে দেখেছেন! তাঁর হাত ঠোঁটে ছুঁইয়ে বিদায় নিত জন, প্রেইরির মুক্ত আকাশের নিচে রাত কাটানোর খুশিতে জ্বলজ্বল করত ওর দু'চোখ। এখন জন রাতগুলো তাঁকে নিঃসঙ্গ রেখে একা কাটায় গোরস্থানে। জলে দু'চোখ ভরে উঠল মিসেস নেলির। চোখ মুছলেন তিনি। দরজা খুলে গ্যালারিতে দেখা করলেন মাইক ব্রনসনের সঙ্গে। চেহারায় এঁটে নিয়েছেন সেই নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন শীতলতার মুখোশ।

'আমরা রাউন্ডআপে যাচ্ছি, মিসেস বাকমাস্টার,' হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখিয়ে বলল মাইক। 'জো ডেন্ট বলেছে এদিকটা সে সামলাতে পারবে, তবুও আমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'বেশ, যাও,' বললেন নেলি, 'ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।'

হাঁটু গেড়ে মহিলার হাতটা ঠোঁটে ছোঁয়াল মাইক। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি বেঁচে থাকতে কোন ক্ষতি হবে না আপনার।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল মাইক। দ্রুত ছুটতে লাগল ওর অ্যাপালুসা। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়্যাগনের ধুলো।

ছয়

সিডার স্প্রিঙসের রাস্তায় ধুলো লাল হয়ে গেল সকালের নবীন সূর্যের আলোয়। লোকজন পথে বেরোয়নি এখনও। ভয় পাচ্ছে, হয়তো ভাবছে যেকোন সময় আবার লড়াই বেধে যাবে দু'দলের মাঝে।

ওপেনহ্যান্ড সেলুনের একতলায় একটা জানালার কাঁচও আস্ত নেই। দরজার পাল্লা আর ভেতরে পিলারগুলো রঙ চটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে .৪৫ বুলেটের আঘাতে। মৃত আউট-লদের সরানো হয়েছে, তবে কালচে রক্ত জমে আছে সিঁড়ির ধাপে। সেলুনের সামনে বোর্ডওয়াকেও চাপ চাপ রক্ত। জায়গাটাকে কসাইয়ের দোকান মনে হচ্ছে।

ভীষণ গম্ভীর চেহারায় অফিসে বসে আছে জেরেমি রাসেল। ভেতরে টগবগ করে ফুটছে রাগ। তিন হাজার ডলার দিয়েছিল সে লারসেনকে, অথচ ব্যর্থ হয়েছে লোকটা। শুধু তা-ই নয়, এলোপাতাড়ি গোলাগুলিতে জড়িয়ে সেলুনের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। সবকিছু আগের মত করে সাজাতে অন্তত এক হাজার ডলার খরচ হবে। বারের মস্ত আয়না এবং দামী বোতলগুলোর জন্যে লাগবে আরও অন্তত পাঁচশো ডলার।

টার্ক বীম্যানকে অফিসে ঢুকতে দেখে রাগ আরও বাড়ল জেরেমির। এই অপদার্থ লোকটা মাইক ব্রনসনকে জেলে ভরতে

পারলে আজকে এই পরিস্থিতি দাঁড়ায় না। কোন লাভ হলো না অযোগ্য গর্দভটাকে ডেপুটি করে। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জেরেমি সচেতন। বুঝতে পারছে আসলে করার কিছু নেই বীম্যানের। বীম্যান তার চেয়েও দুর্বল। তবুও রাগ কমছে না। সত্যটাকে বোঝা আর সেটাকে মেনে নিতে পারা এক কথা নয়।

নিচু স্বরে বলল সেলুনমালিক, 'কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

'বাসায়।' ধপ করে চেয়ারে বসল ডেপুটি।

'গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাওনি?' রক্ত চক্ষু মেলে বীম্যানকে দেখল জেরেমি রাসেল।' 'এলে না কেন?'

'এসে মরব নাকি! তাছাড়া তুমিই তো বলেছ কাজ নয়, কাজের ভান করাটাই হবে আমার কাজ।'

'ভাবতে দাও আমাকে। আর একটা কথাও বলবে না।' টেবিলের ওপর, ডেপুটির নাকের সামনে দু'পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিল সেলুনমালিক।

অপমানিত বোধ করে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল বীম্যান।

দু'জনের কেউ দেখল না ধীরপায়ে রাস্তা ধরে হেঁটে আসছেন বৃদ্ধ কর্নেল রডনি। সেলুনের উল্টোদিকে ক্যাপটেন ডেভিডের দোকান। সেখানে ঢুকলেন তিনি।

'আসুন কর্নেল,' বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপটেন। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। 'বসুন।'

চারপাশে তাকালেন কর্নেল। ছোট্ট একটা ঘর। তক্তা আর কাঠের গুঁড়ো পুরু হয়ে জমে আছে মেঝেতে। দেয়ালে চৌকো একটা জানালা। সেপথে আলো আসছে। প্রায়-তৈরি-করা দুটো কফিন রাখা আছে একটার ওপর আরেকটা। এতক্ষণ ওপরেরটা পালিশ করছিল ক্যাপটেন।

'আমি বোধহয় তোমাকে কাজের সময় এসে বিরক্ত করলাম,'

বললেন তিনি।

'না, না, ঠিক আছে, কর্নেল।' বৃদ্ধের সামনে বসল পৌঢ় ক্যাপটেন। 'বয়স হচ্ছে, আগের মত একটানা খাটনি আর শরীরে সয় না। এমনিতেও এখন খানিক বিশ্রাম নিতাম।'

কুশল বিনিময়ের পর কর্নেল আসল কথা পাড়লেন। 'রাতের গোলাগুলিতে কেউ আহত হয়েছে?'

'আহত?' হাসল ক্যাপটেন। 'সাতজন মরেছে, কর্নেল! পেছনের স্টোর রুমে এখন কফিনের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ওদের মধ্যে জন বাকমাস্টারের খুনী আছে?' দুরুদুরু বুকে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। ভয় পাচ্ছেন, কি না জানি শুনতে হয়। 'মাইক ব্রনসন মৃত সাতজনের একজন নয় তো?'

'না, কর্নেল, ওরা দু'জন মৃত সাতজনের মধ্যে নেই।'

একই সঙ্গে স্বস্তি এবং হতাশা অনুভব করলেন কর্নেল।

'আচ্ছা, কর্নেল,' জানতে চাইল ক্যাপটেন ডেভিড, 'মাইক ব্রনসনকে আপনি চেনেন?'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ।

'দুর্দান্ত লোক,' বলল ক্যাপটেন। 'আমি নিজের চোখে কালকে তাকে লড়তে দেখেছি। মিসেস নেলি ফোরম্যান বাছাইয়ে ভুল করেননি। বুদ্ধি আছে লোকটার, সাহসও পাহাড়ী সিংহের মত। জানেন ওকে দেখে কালকে আমার কি মনে হয়েছিল?'

'না বললে জানব কি করে?' হাসলেন বৃদ্ধ। 'তবে আন্দাজ করতে পারি। তোমাকে ও তরুণ জন বাকমাস্টারের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।'

'না, স্যার, মনে হচ্ছিল শিলোহ্‌র লড়াইয়ে আপনি যেন আবার লড়ছেন।'

'আহা, সেই দিনগুলো কী চমৎকার ছিল!' আনমনে পায়ে হাত বোলালেন কর্নেল। সেই যুদ্ধে পা জখম হয়েছিল তাঁর। সেটাই শেষ

লড়াই। অবসর নেন এরপর। লড়াইয়ের বদলে টেবিলে বসে প্ল্যানিঙ করা তাঁর মনোপূত হয়নি।

প্রাক্তন দুই সেনা অফিসার গল্পে ডুবে অতীতে ফিরে গেলেন। কর্নেলের কমান্ডেই ছিল ক্যাপটেন ডেভিড, দু'জনেরই স্মৃতির ঝুড়িতে অনেক অভিজ্ঞতা।

বাড়ি যখন ফিরলেন কর্নেল, মনটা হালকা হয়ে গেছে তাঁর। কথা আদায় করে নিয়েছেন তিনি, শহরে অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা দেখলেই তাঁকে জানাবে ক্যাপটেন ডেভিড।

গোলাগুলির এক সপ্তাহ পর। শনিবার। দুপুর বারোটা। ট্রয় শহরে ঘুরঘুর করছে প্যাট হুভার। লারসেনকে খুঁজতে তিনদিন আগে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পাঠিয়েছে জেরেমি রাসেল। সেই থেকে এখানে ওখানে ঢুঁ মারছে সে। পিটার লারসেনের কোন পাত্তা নেই।

কালকে ফিরে যাবে মনস্থ করে সেলুন থেকে বেরুল প্যাট। হোটেলের সামনে পৌঁছতেই দেখল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালকায় এক লোক। ভীষণ ভয় পেলেও প্রকাশ করল না সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও?'

'শুনলাম তুমি লারসেনকে খুঁজছ। তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে সে আমাকে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'গেলেই জানবে,' গম্ভীর স্বরে বলল লোকটা। 'রাতে তোমাকে নিয়ে যাব ওর কাছে।'

হুভার কিছু বলার আগেই হাঁটতে লাগল লোকটা। হোটেলের কোণা ঘুরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। শরীরে কাঁপুনি অনুভব করল হুভার। লোকটা জানতেও চায়নি সে যেতে চায় কিনা। শুধু বলেছে রাতে নিয়ে যাবে! তারমানে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও যেতে হবে

তাকে। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক লারসেন। সেরাতের ঘটনার জন্যে সেলুনমালিককে যদি সন্দেহ করে থাকে, নিঃসন্দেহে লোকটা ওকে খুন করবে। করবেই।

সারাটা দিন হোটেলের বদ্ধ কামরায় খাটের ওপর বসে ভয়ে ঘামল হুভার। যতই সন্ধে ঘনাল বাড়ি ফেরার তাগিদ বাড়ল ওর। শেষ পর্যন্ত মাথাটা আর স্থির রাখতে পারল না। কখন যে হোটেলের বিল মিটিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে নিজেও জানে না। প্রাণের মায়া তাকে নদীর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। শেষ ফেরিটা যেভাবেই হোক ধরতে হবে। সিডার স্প্রিংসে পৌঁছতে না পারলে বাঁচার আশা নেই।

উইলো জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে ট্রেইল, কখনও কখনও ফাঁকা জায়গা দিয়ে। এক জায়গায় একটা টিলার কাঁধে উঠে বাঁক নিয়েছে। ওখানে পৌঁছে স্বস্তির শ্বাস ফেলল হুভার। নদীটা আর বেশি দূরে নেই। ট্রেইলে বাঁক নিল সে। আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়াল তার ঘোড়াটা। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঘোড়া। আরোহীদের একজনকে চিনতে পারল হুভার। কেঁপে গেল অন্তরাত্মা। এই লোকটাই দুপুরে তাকে লারসেনের খবর জানিয়েছিল।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি,' বলল বিশালদেহী আউট-ল।

'আমি…আমি ফিরে যাচ্ছি,' ঢোক গিলল হুভার, 'কালকে এসে লারসেনের সঙ্গে দেখা করব।'

'উঁহু, তা হবে না,' বলল গম্ভীর আউট-ল, 'তোমাকে নিতে পাঠিয়েছে সে, যেতে তোমাকে হবেই—এবং এক্ষুণি! বব, ওর অস্ত্রটা নিয়ে নাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হুভার, এবার ববের পেছনে এগোও, চালাকির চেষ্টা করলে মেরে ফেলার আদেশ আছে।'

ট্রেইল কোথাও গেছে বালুময় ওয়াশের ভেতর দিয়ে, কখনও উইলো বন, টিলা আর নদীর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে। সাত মাইল পথ পেরিয়ে হুভারকে নিয়ে ইশাম ফোর্ডে এল আউট-লরা। কিছুটা

সামলে নিয়েছিল, আবার কাঁপ উঠে গেল হুভারের। খানিক আগেই একটা গুলির আওয়াজ শুনেছে সে। এখন মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরছে; কোন গোলমাল হয়নি তো, লারসেনের মেজাজ ঠাণ্ডা আছে তো, জান নিয়ে এখান থেকে যেতে দেবে তো লোকটা ওকে?

একতলা একটা নিচু লম্বা বাড়ির সামনে থামল আউট-লরা। বাড়িটা একটা টিলার গোড়ায়। চারপাশে লোক বসতির আর কোন চিহ্ন নেই।

তিনজন লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বাড়ির উঠানে পড়ে আছে একটা লাশ। চাঁদের আলোয় সাদা বালুতে কালচে ছাপ দেখে শিউরে উঠল হুভার। এই লোকটাকেই তাহলে খানিক আগে গুলি করে মারা হয়েছে। ঘোড়া থেকে নামতে হুভার মোটেই রাজি ছিল না, কিন্তু বব নামের আউট-লটার ইশারায় নামতে হলো তাকে।

'কি ব্যাপার, এডি?' লোকগুলোর পাশে নেমে জানতে চাইল বব।

'তেমন কিছু না,' বলল এডি নামের লোকটা। 'ক্রফোর্ড সিডার স্প্রিংসে যেতে চাইছিল। ক্যাপটেনের আদেশ শুনতে চাইছিল না। ক্যাপটেন এব্যাপারে কথা বলতে বেরিয়ে এলো, শহরে আর যেতে পারল না ক্রফোর্ড।'

উঠান পেরিয়ে হুভারকে নিয়ে লম্বা বারান্দায় উঠল বব। একটা খোলা দরজা দিয়ে লণ্ঠনের হলদে আলো আসছে। সেই দরজার সামনে থেমে হাতের ঝাপটায় হুভারকে ভেতরে যেতে বলল আউট-ল। তারপর দেরি না করে ফিরে গেল উঠানে।

দুরুদুরু বুকে ঘরে ঢুকল হুভার।

ফায়ার প্লেসের পাশে রাজকীয় ভঙ্গিতে একটা সোফায় বসে আছে পিটার লারসেন। দু'আঙুলের ফাঁকে একটা ব্যবহৃত গুলির খোল আটকে খেলা করছে। একটু আগেই বুলেটটা খরচ করেছে

সে, কোন সন্দেহ নেই।

'এসো, হুভার।' অতিথিকে দেখে উঠে দাঁড়াল লারসেন। হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যান্ডশেক করে বলল, 'বসো।' হুভার জড়সড় হয়ে বসার পর ফায়ার প্লেসে আগুন উসকে দিয়ে নিজেও বসল লারসেন। এক মিনিট পেরিয়ে গেল থমথমে নীরবতায়। ধরে আনার কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়েও খাবি খেয়ে চুপ করে রইল হুভার। অস্বস্তি বোধ করছে সে আউট-লদের রাজ্যে এই মুকুটহীন রাজার সামনে। ফ্যাকাসে মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ঘরটা বেশ বড়। দরজার দু'পাশে দেয়ালের গায়ে লাগানো দুটো খাট। ফায়ার প্লেসের সামনে একসেট সোফা আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর একটা কেরোসিন লণ্ঠন মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। ম্যান্টেলে রাখা আছে চামড়ার মলাট দেয়া দামী কয়েকটা পেটমোটা বই। ওগুলোয় কাগজ ঠুসে পড়ার চিহ্ন দেয়া আছে।

'সাপার তৈরি, ক্যাপটেন,' দরজার বাইরে থেকে বলে গেল একজন।

হুভারকে নিয়ে বাড়ির পেছনদিকের একটা ঘরে এলো পিটার লারসেন। প্রচুর সুস্বাদু খাবার থাকলেও খেতে পারল না হুভার, নাকে মুখে দুটো গুঁজেই লারসেনের সঙ্গে ফিরে এল সে আগের সেই বড় ঘরটায়।

'বব,' সোফায় বসেই হাঁক ছাড়ল লারসেন। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকায় বলল, 'মিস্টার হুভারের অস্ত্রটা তাকে ফেরত দাও। এই এলাকায় অস্ত্র ছাড়া কাউকে ঠিক মানায় না।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালিত হলো। কাঁপা হাতে অস্ত্রটা হোলস্টারে রাখল হুভার। তার দিকে সিগার এগিয়ে দিল লারসেন। নিজেও একটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে ধীরেসুস্থে আগুন ধরাল হুভারের সিগারে। তারপর ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে, অ্যাশট্রেতে ফেলে, নতুন কাঠি জ্বেলে নিজের সিগারে আগুন দিয়ে কষে টান মারল।

ছাদের দিকে একমুখ নীল ধোঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে ব[illegible] তোমাকে আমি পছন্দ করি, হুভার। ফাঁসি দিতে খারাপই লাগবে আমার।'

'ফাঁসি!' চুনের মত সাদা হয়ে গেল হুভারের চেহারা। 'কেন! কি করেছি আমি?'

'আমি সেরাতে ওপেন হ্যান্ড সেলুনে থাকব তা মাইক ব্রনসন জানল কি করে, হুভার?' অতি নিচু স্বরে শান্ত ভঙ্গিতে করা হয়েছে প্রশ্নটা, ঠিক যেন ঝড়ের আগের থমথমে নৈঃশব্দ্য।

'বিশ্বাস করো, আমি জানি না।' শিউরে উঠল হুভার। 'আমি আর জেরেমি রাসেল অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারিনি। তুমি তো জানো আমি বা জেরেমি মরে গেলেও একথা কাউকে বলব না।'

'আমারও বিশ্বাস তুমি বলোনি। কিন্তু কেউ না কেউ বলেছে। চুক্তি হয়েছে জেরেমি রাসেলের অফিসে, কাজেই দায় দায়িত্ব তার। যদি নিশ্চিত হই তুমি আর জেরেমি রাসেল দোষী নও, তোমাদের আমি কাজে লাগাব, আমার হয়ে কাজ করবে তোমরা। কিন্তু যদি বুঝি তথ্য পাচারের পেছনে তোমাদের হাত আছে, তাহলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেব।'

কানে ঠিক শুনছে কিনা বুঝতে গিয়ে দু'চোখ বড় বড় হয়ে গেল হুভারের। ঠিক শুনেছে তো? বাকমাস্টার্স্ বেন্ডের বর্তমান অধিপতি, জেরেমি রাসেলকে ব্যবহার করার কথা বলেছে পিটার লারসেন?

'আগামী তিনদিন তুমি আমার অতিথি হিসেবে এখানেই থাকবে' বলে চলেছে লারসেন। 'রাতে এঘরেই শোবে। ইচ্ছে হলে দিনে বাড়ির মধ্যে ঘুরতে পারো। যদি পালাবার চেষ্টা করো, খুন হয়ে যাবে।'

'কিন্তু...

'কোন কিন্তু নেই।' ম্যান্টেল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে

আরাম করে সোফায় বসল লারসেন। 'বাঁচতে চাইলে ফিরে গিয়ে কাউকে বলবে না আমি এখানে এনে তোমাকে আটকে রেখেছি। এমনকি জেরেমি রাসেলকেও নয়।'

বইয়ে ডুবে গেল আউট-ল। প্রতিবাদ করে লোকটাকে চটিয়ে দেয়ার সাহস আর হলো না হুভারের। অপলক চোখে ফায়ার প্লেসে জ্বলন্ত কয়লার দিকে চেয়ে রইল সে। ভাবছে, এই দুর্গম পাহাড়ী হাইড আউট থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে তো!

তিন দিন পর।

পুব দিক থেকে সিডার স্প্রিংসের সীমানায় এসে থামল দু'জন অশ্বারোহী।

'হুভার,' বলল ভদ্র চেহারার আরোহী, 'মনে রেখো, কোন চালাকি নয়। আমার চোখের আড়াল হবে না। যদি উল্টোপাল্টা দেখি, তোমাকে খুন করে তারপর অন্য কথা ভাবব।'

মাথা কাত করে সায় দিল হুভার। লারসেনের মত লোকের সঙ্গে চালাকি করে মরার সাধ নেই তার। চালাকি করলে ওই হাইড আউটে তিনদিন কাটিয়ে সিডার স্প্রিংসে ফিরতে পারত না কোনদিনও।

ঘোড়া দুটো ওপেন হ্যান্ড সেলুনের সামনে থামল।

হুভারকে নিয়ে সোজা জেরেমির অফিসে ঢুকল লারসেন। সেলুনমালিকের সামনে বসেই ভনিতা না করে কাজের কথায় এলো সে।

'আমি এই মুহূর্তে জানতে চাই ওপেন হ্যান্ডে আমাদের উপস্থিতির কথা মাইক ব্রনসন জানল কি করে।'

'আমি কি করে বলব,' সমান তেজে জবাব দিল বিরক্ত সেলুনমালিক। 'তোমার বোঝা উচিত আমি কাউকে বলিনি। মনে

রেখো তিন হাজার ডলার আমার গচ্চা গেছে—তোমার না! তুমি ঘোড়া কেড়ে নিতে পারোনি। জো ডেন্ট আর মাইক ব্রনসন বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বক্স বি হ্যান্ডরা ক্যাটল রাউন্ডআপ করছে! আমার দেয়া তিন হাজার ডলার হজম করা ছাড়া আর কি কচুটা পেরেছ তুমি, জানতে পারি, মিস্টার লারসেন?' দড়াম করে টেবিলে এক ঘুসি বসিয়ে দিল জেরেমি রাসেল। 'ভেবেছিলাম তুমি কাজের লোক, এখন দেখছি উপযুক্ত কাউকে খুঁজতে হবে।'

'আমি বলিনি কাজটা আমি পারব না।' লারসেনের চেহারা নির্বিকার, কিন্তু দু'চোখ জ্বলছে।

'যে গতিতে পারছ তাতে আমি বুড়ো হয়ে মরে যাব,' ধমকে উঠল জেরেমি। রাগ আজ তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কার সঙ্গে কথা বলছে সে তোয়াক্কা নেই। 'এক সপ্তাহ সময় দিলাম, এরমধ্যে আমার টাকা উসুল হওয়া চাই।'

'নাহলে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল লারসেন।

'নাহলে আমি নতুন লোক খুঁজে নেব। ক্ষমতা আর টাকা দুটোই আছে আমার।'

'তা আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে হুভারের দিকে তাকাল লারসেন। 'আমি এখন যাচ্ছি। মিস্টার হুভার, তুমি আমাকে ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেবে?' সেলুনমালিকের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। পাশে হাঁটছে প্যাট হুভার।

ঘোড়ার সামনে থামল লারসেন। হুভারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বস্ একটা বুদ্ধু। ইচ্ছে করলে খুন করতে পারতাম, কিন্তু এখনও সময় হয়নি। যতদূর বুঝতে পারছি আমার ওপর তার আর ভরসা নেই, এবার সে ইডেনের ফিডলারদের হাত করবে। এরইমধ্যে সে নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে, নাহলে এত চোটপাট দেখানোর সাহস পেত না। বেশি বাড় বেড়েছে লোকটার। তুমি, হুভার, বাঁচতে চাইলে তুমি এখন থেকে

আমাকে নিয়মিত খবর জোগাবে।'

আউট-লর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল হুভার। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল। চাইছে লারসেন তাড়াতাড়ি চলে যাক। চারপাশে কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ বয়ে বেড়ায় লোকটা।

লারসেন ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের বাইরে চলে যাওয়ার পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল হুভারের। ফিরে এলো সে জেরেমির অফিস ঘরে।

'ওই লোকের সঙ্গে তোমার এত খাতির কিসের, গর্দভ!' হুভার চেয়ারে বসতেই প্রচণ্ড এক ধমক দিল জেরেমি রাসেল। হুভারকে হাঁ করতে দেখে হাতের ঝাপটায় থামিয়ে দিল সে। 'এই মুহূর্তে ইডেনে যাবে তুমি। ওদের সঙ্গে কথা হয়েই আছে। তুমি গিয়ে বলবে আমি আসতে বলেছি। ঝামেলার জন্যে যাতে তৈরি থাকে। এখন দূর হও এখান থেকে!'

মুখ কালো করে সেলুন থেকে বেরুল হুভার। গত কদিন কাজের মারাত্মক চাপ গেছে। এখন আবার যেতে হবে ইডেনে, তারপর সেখান থেকে ইশাম ফোর্ডে। জেরেমি রাসেল আর পিটার লারসেন দু'জনের নির্দেশই পালন করবে সে। ভেবে দেখেছে এটাই সবচে' নিরাপদ। যা হয় হবে, তার কী! পরিস্থিতির ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তিক্ত চেহারায় ঘোড়ায় উঠল সে। বাঘে মহিষে লড়াই দুর্বা ঘাসের জীবন নিয়ে টানাটানি!

দু'দিন পর। সন্ধে। সিডার স্প্রিঙস শহর।

ওপেন হ্যান্ড সেলুনের ভেতরটা নতুন রঙে ঝিকমিক করছে। ইডেনের ফিডলাররা আসর জমিয়ে তুলেছে। তাদের সঙ্গে এসেছে এক পাল মেয়ে। দোতলার ডান্স হলে উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে তারা। এরই মধ্যে বারে মাতালের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক। জুয়ার টেবিল একটাও খালি নেই।

সেলুনের ভেতরে এক পাক ঘুরে মনটা খুশি হয়ে গেল জেরেমি

রাসেলের। হুড়মুড় করে আসছে টাকা। এক বছর এই হারে ব্যবসা করতে পারলে সিডার স্প্রিংসের মত পাঁচটা শহর কিনে নিতে পারবে সে। এতদিনে ভাগ্য ফিরেছে। নদীর ধারে তার যে স্টোরটা আছে সেটাও শহরে আসতে অনিচ্ছুক আউট-লদের কাছে মদ বেচে ভাল ব্যবসা করছে। রমরমা অবস্থা। তার চেয়েও খুশির খবর হচ্ছে ফিডলারদের নেতা বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনে আক্রমণ করতে রাজি হয়েছে। এক ডলারও খরচ করতে হবে না, লোকগুলো বাকমাস্টারদের ঘোড়ার পাল পেলেই খুশি। এদিকে জো ডেন্টকে খুন করার পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হয়েছে প্ল্যানটেশনটা লোকশূন্য করার ব্যবস্থা। আর কয়েকদিন পর এই এলাকায় তার ওপর কথা বলার মত আর কেউ থাকবে না।

প্রায় নাচতে নাচতে অফিসে ঢুকল জেরেমি রাসেল। মুখ থেকে দপ করে নিভে গেল হাসি। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিটার লারসেন।

'বসো,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল আউট-ল।

'তুমি এখানে কি করছ!'

'কথা কানে যায় না? বসতে বলেছি!' ঝট করে সিক্সগান বের করল লারসেন। নলটা সেলুনমালিকের বুকে তাক করে বলল, 'যা বলছি করো, কথা শুনতে নয়, এবার আমি কথা বলতে এসেছি।'

লারসেনের চোখে খুনীর দৃষ্টি চিনতে ভুল হলো না জেরেমির। হাঁটুর কাছটা হঠাৎ দুর্বল লাগল তার। একটা চেয়ার টেনে বসল সে। এখন বুঝতে পারছে সেদিন রাগের মাথায় অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি, ইডেনের ফিডলারদের দাওয়াত দিয়ে আনাও মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলেই তাকে মেরে ফেলতে পারে লারসেন। কে জানে, হয়তো খুন করতেই এসেছে অপমানিত আউট-ল!

সীলিঙের দিকে নল তুলে একটা গুলি করল লারসেন। জবাবে

এক সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল পনেরো-বিশটা রাইফেল-সিক্সগান। বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো বিল্ডিং। ডান্স হল আর বাররুম যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

'তুমি বরং মেঝেতে শুয়ে পড়ো, মিস্টার রাসেল,' একটা গুলি দেয়াল ফুটো করে টেবিলে বেঁধায় বলল লারসেন।

দেরি না করে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে পড়ল জেরেমি। মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে থাকল মরা তেলাপোকার মত।

বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে। কেউ খেয়াল করেনি কখন সেলুনে লোকসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফিডলারদের নেতা যখন ববকে দেখল, অবাক হলেও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। ভাল মতই চেনে সে ববকে। ববও চেনে। লারসেনের গুলির শব্দে লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই পিস্তল বের করে পিঠে গুলি করেছে সে।

তৈরি হয়ে এসেছে লারসেনের লোকরা। সেলুনে ঢুকেই যার যার টার্গেট বেছে নিয়েছে সবাই। বব গুলি করতেই একসঙ্গে অস্ত্র বের করে নির্বিচারে ট্রিগার টিপতে লাগল তারা। লড়াই বলা যাবে না, এটাকে বলতে হবে হত্যাযজ্ঞ।

প্রথম দফা গুলিবর্ষণের পরও যে দু'চারজন বাঁচল, মহিলাদের আড়াল নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল তারা। দেরি করল না, ঘোড়ায় উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভীত লোকগুলো ইডেনের দিকে।

ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে যাবার পর জেরেমি রাসেলের উদ্দেশে বলল লারসেন, 'এবার চেয়ারে বসতে পারো। আমার মনে হয় আজকের খেলা শেষ হয়েছে।'

'ক্-কী হলো ব্যাপারটা?' গলা কেঁপে গেল সেলুনমালিকের।

'বুঝতে পারছ না?' শীতল হাসল আউট-ল। 'প্রতিযোগিতা কমে গেছে। ইডেনের ফিডলারের দল আর বিরক্ত করতে আসবে না কখনও।' সেলুনমালিকের গদিমোড়া চেয়ারে বসল সে। আঙুল

তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আর কখনও চালাকি কোরো না, রাসেল। মনে রেখো বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ড পায়ের তলায় রাখার যোগ্যতা তোমার হয়নি। এবারের মত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমি জানি তোমার মত নগণ্য একটা কীট আমার ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আজ থেকে কর্তৃত্ব আমি নিয়ে নিলাম, আমার আদেশ ছাড়া এক পা ফেলবে না তুমি।'

হতচকিত সেলুনমালিকের দিকে ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অফিস ছেড়ে দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে গেল পিটার লারসেন। কিছুক্ষণ পর অনেকগুলো ঘোড়া শহরের রাস্তা ধরে ফেরি ঘাটের দিকে ছুটে চলল। মাত্র তিন জন লোক হারিয়েছে কিংস রো'র আউট-লরা।

সাত

কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। এখনও বেঁচে আছে মাইক জনসন আর জো ডেন্ট। চুক্তির বাকি টাকা আনতে জেরেমি রাসেলের কাছে যায়নি লারসেন। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। রাউন্ডআপের পর হামলা করবে। তার লোক নজর রাখছে ব্রনসনদের ওপর। বক্স বি'র রাউন্ডআপ শেষ হয়নি এখনও। গরুগুলো গত কয়েক বছর রাউন্ডআপ না করায় ছড়িয়ে আছে, দেরি হচ্ছে সেজন্যেই।

লারসেন খবর পেয়েছে প্রতি শনিবার একা প্ল্যানটেশনে যায় মাইক ব্রনসন, তবুও ওকে খুন করার আগ্রহ বোধ করেনি সে। ছোট

কাজে তার উৎসাহ নেই। একা ব্রনসনকে নয়, দলবল সুদ্ধ বক্স বি র‍্যাঞ্চের সবাইকে মেরে স্যাডল হর্স আর গরু বিক্রির টাকা পেতে হবে তাকে। এখন উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। জানে, বক্স বি'র কাউহ্যান্ডরা প্রত্যেকেই যোদ্ধা, তাদের বিরুদ্ধে লড়ে জিততে হলে লোকগুলোর অসতর্ক অবস্থায় অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে।

গ্রীষ্মের এক রোদেলা সকালে হাইড আউটে লারসেনের কাছে এলো তার দু'জন চর। তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ এনেছে, কাজেই দু'জনেই উত্তেজিত।

একে একে তাদের বক্তব্য শুনল লারসেন।

বক্স বি র‍্যাঞ্চের রাউন্ডআপ শেষ হয়েছে, ভাল দাম পেয়ে রেঞ্জেই গরু বিক্রি করে দিয়েছে মাইক ব্রনসন। রেঞ্জ থেকে কালকে ফিরবে তারা টাকা নিয়ে।

মনে মনে আক্রমণের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিল লারসেন, দ্বিতীয় বার্তাবাহকের কথা শুনে মুখ কালো হয়ে গেল তার।

ওপেন হ্যান্ড সেলুনে পর পর কয়েক দফা তুমুল লড়াই সরকারী মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। দেরিতে হলেও পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে চল্লিশজন মার্শালকে পাঠিয়েছে তারা। কাছেই চলে এসেছে মার্শালদের তেরপল ঢাকা ওয়্যাগনগুলো। একটা থেমেছে ট্রয় শহরে। এক স্কোয়াড ইন্ডিয়ান পুলিশও আছে তাদের সঙ্গে।

মীটিঙ ডাকল পিটার লারসেন। উপদল নেতাদের পরিস্থিতি অবহিত করে তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করা উচিত বলে তোমাদের মনে হয়, জেন্টলমেন?'

'করার এখন একটা কাজই আছে,' মুখ খুলল বব। 'আমরা যদি বক্স বি'র ঘোড়া নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে টেক্সাসে যাই, সহজেই ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকে দেবে রেঞ্জাররা। যদি এখানে ফিরে আসি,

ধরবে মার্শালরা। কাজেই আমাদের এখনই দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়া দরকার।'

'ঠিক বলেছ, বব,' সায় দিল কয়েকজন।

'বেশ,' বলল লারসেন, 'তাহলে এটাই করব আমরা। একমাসের বেশি থাকবে না মার্শালরা। তারা ফিরে গেলেই আবার জড় হব সবাই।'

দু'দিন পর ফেডারেল মার্শালরা ইশাম ফোর্ডে পৌছল। ছোট একটা খেতে তুলা তুলছে তালি পট্টিমারা ওভারঅল পরা দু'জন বৃদ্ধ। এছাড়া গোটা এলাকায় কাউকে দেখল না তারা। কৃষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রায় কিছুই বের করা গেল না। শুধু জানা গেল জমির মালিক তারা নয়, দু'দিন আগে মালিকের কাছ থেকে ফসলগুলো কিনেছে। জমির মালিকের নামও বলতে পারল না তারা।

রেঞ্জ থেকে ফিরল বক্স বি'র কাউহ্যান্ডরা। ওদের ফিরতে দেখলে ভীষণ হতাশ হত লারসেন। কাউবয়দের কারও সঙ্গেই দুটোর বেশি ঘোড়া নেই। বাকি ঘোড়াগুলো ওরা কড়া পাহারায় রেখে এসেছে। বর্ডার থেকে অনেক দূরে সে জায়গা।

মিসেস নেলিকে টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিল মাইক। এবার ভাল গরুর দাম ছিল চড়া, প্রচুর লাভ হয়েছে। কয়েকটা ষাঁড়, বাছুর আর পোয়াতি গরু ছাড়া সবই বিক্রি করেছে সে।

খাতা-পত্র দেখে হিসেব বুঝে নিলেন মিসেস নেলি। চমৎকার ব্যবসা করেছে বলে মাইককে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর আগের সেই অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা গ্রাস করল তাঁকে। আচরণ তাঁর এতই নিরাসক্ত আর শীতল যে সামনে এলে অস্বস্তি বোধ করে মানুষ। মিসেস নেলির ওখান থেকে বেরিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মাইক।

পরবর্তী রাউন্ডআপের আগে আবার আসবে কথা দিয়ে

মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিল হার্ডি ছাড়া বাকি সবাই। বাধা দিল না মাইক, এখন সত্যিই এতজনের কাজ নেই এখানে।

বুড়ো দুই কাউবয়ের ওপর র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে এবার প্ল্যানটেশনের কাজে হাত লাগাল মাইক আর হার্ডি। জো ডেন্টকে যেন কি এক উদাসীনতায় পেয়েছে। কোন মতে কাজ সেরেই মাছ ধরতে ছোটে সে। একটা ডিঙি আছে, রোববার ভোরে বেরিয়ে যায় সেটা নিয়ে, সন্ধের আগে ফেরে না কখনও।

লোকটা প্রায়ই মাছ নিয়ে ফিরলেও আসলে তার বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য যে মাছ ধরা নয় তা জানে মাইক। নদীর তীরে ঝোপঝাড়ে রন বাকমাস্টারের দেহাবশেষ খোঁজে জো ডেন্ট।

আজও রোববার। ছুটির দিন। ভোরেই চলে গেছে ডেন্ট ছিপ বড়শি নিয়ে। সারাদিন প্ল্যানটেশনে কাজ করে বিকেলে কর্নেল রডনির সঙ্গে দেখা করতে গেল মাইক। বেশ অনেকক্ষণ কথা হলো তাদের মাঝে।

সন্ধের আগে দিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে। চিন্তায় ভ্রূ কুঁচকে আছে। কর্নেলের মুখে শুনেছে শহরে অস্বাভাবিক তৎপরতা চলছে। ফিডলারদের সঙ্গে সেলুন ফাইটের পরেও তিন বার গভীর রাতে এসে জেরেমি রাসেলের সঙ্গে দেখা করেছে পিটার লারসেন। কেন এসেছিল তা জানা যায়নি, তবে সে যাওয়ার পরের দুই তিন দিন জেরেমি রাসেলকে চিন্তিত আর ভীত মনে হয়েছে ক্যাপটেন ডেভিডের। লোকগুলো এবার কি চক্রান্ত করছে অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না মাইক। মাথা থেকে সমস্ত ভাবনা দূর করে পথের ওপর দৃষ্টি ফেরাল। চমৎকার দৃশ্য চারপাশে। নতুন ঋতুর আগমনে এই অঞ্চলটা ঢেলে সাজিয়েছে প্রকৃতি।

জমিতে কচি কচি সবুজ ঘাস, হরেক জাতের ঝোপ ঝাড়ে নাম-না-জানা নানা বর্ণের বুনো ফুল, কটনউড আর উইলো গাছগুলোর

পাতায় কোমল সবুজে আভা, ঝর্নার জলে শেষ বিকেলের লাল রোদের ঝিকিমিকি, বাসায় ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির, মাঝেমাঝে ঝিঁঝির রাতের প্রস্তুতিসূচক সুর সাধনা—সব মিলিয়ে খুব পরিচিত আর আপন এই পরিবেশ মাইকের কাছে। তন্ময় হয়ে গেল ও।

প্ল্যানটেশন এখনও মাইলখানেক দূরে। মাসট্যাঙ ঝোপের ভেতর দিয়ে পথটা গেছে এখানে।

হঠাৎ চমকে উঠল মাইক। সাদা কি দেখা যায় সামনে ওই ঝোপের ধারে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, পুরোপুরি অন্ধকার না হলেও সূর্য ডুবে গেছে, আবছা হয়ে আসছে চারপাশ।

একটু এগিয়েই শ্বেতবসনা অ্যানিকে চিনতে পারল ও। এই সময়ে এখানে কি করছে অপরূপা মেয়েটা? পাশে ঘোড়া থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাইক।

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ওকে শব্দ না করতে ইশারা করল অ্যানি। চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। মিস্টার ব্রনসন, আমাকে ভুল বুঝো না, বাড়িতে কথা বলা সম্ভব নয় বলেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলাম।'

'বলো।'

'আগে ঝোপের আড়ালে সরে এসো। আমি চাই না কেউ দেখে ফেলুক।'

ট্রেইলের পাশে দুটো ঝোপের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক আছে, সেদিকে পা বাড়াল অ্যানি। ঘোড়ার রাশ ধরে তাকে অনুসরণ করল মাইক। বুঝতে পারছে না হঠাৎ কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ল ওকে অ্যানির!

গলি যেখানে বাঁক নিয়েছে, ট্রেইল থেকে দেখা যায় না, সেখানে দাঁড়াল ওরা।

'কি ব্যাপার বলো তো?' কৌতূহলী চোখে অ্যানিকে দেখল মাইক। মনে মনে প্রশংসা করল। সাহস আছে অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটার! অবশ্য অসময়ে বাড়ি থেকে এত দূরে এসে কাজটা ভাল করেনি। বিপদ হতে পারত। উদ্বেগ অনুভব করে অবাক হলো মাইক। তাহলে কি অজান্তেই মেয়েটাকে ও ভালবেসে ফেলেছে?

'আমি প্ল্যানটেশনের নিগ্রোদের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' কিছুক্ষণ ভেবে বলল অ্যানি।

'ওরা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'না, ওরা তো খুবই ভাল মানুষ।'

'তাহলে?'

'ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে ওরা।'

'কেন?'

'ওরা নদীর তীরে রন বাকমাস্টারের ভূত দেখেছে,' বলল অ্যানি। 'ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছিল ভূতটা। দুঃখ পাবেন বলে মিসেস নেলিকে কিছু বলেনি ওরা। আমাকে বলেছে কুক আন্ট ভিনি। জো ডেন্টও জ নেন। তিনি ওদের ওদিকে যেতে মানা করেছেন। কুক বলছিল ভূতটাকে কেউ যদি না তাড়ায় সবক'জন নিগ্রো পালাবে প্ল্যানটেশন ছেড়ে।। সামনেই ফসল তোলার সময়, এখন এরকম কিছু ঘটলে সব ফসল নষ্ট হবে, মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে মিসেস বাকমাস্টারের।'

হাসল ব্রনসন। 'চিন্তা কোরো না, জো ডেন্টের সঙ্গে আলাপ করে ভূত তাগানোর ব্যবস্থা করব আমি।' হঠাৎ খেয়াল করল ও, থরথর করে কাঁপছে অ্যানি জ্বরের রোগীর মত। 'কি ব্যাপার অ্যানি,' জানতে চাইল ও, 'তুমিও কি ভূতের ভয় পাচ্ছ?'

'না, তবে যারা ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে তাদের আমি ভয় করি।' হাসার চেষ্টা করল অ্যানি। ঢোক গিলে বলল, 'আর কিছু

বলার নেই, মিস্টার ব্রনসন। তুমি চলে যাও, আমি একটু পরে ফিরব। মিসেস নেলি আমাদের একসঙ্গে দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'কিছুই কি আর বলার নেই?'

লজ্জায় লাল হলো অ্যানির মুখ।

'আর কখনও বাড়ি থেকে এত দূরে একা এসো না, অ্যানি,' দু'চোখ ভরে যুবতীকে দেখে নিয়ে বলল মাইক। 'তুমি আগে যাও, আমি পেছনে থাকব।'

পুরোটা পথ অ্যানিকে চোখে চোখে রাখল মাইক। মেয়েটা বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর ঘোড়া নিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করল সে।

রাতে সাপার খেয়ে বাংকহাউজে বসে দেখল হার্ডি আর বুড়ো ভার্ট ডোমিনো খেলছে। বিল স্টোন গেছে রাতে করাল পাহারা দিতে। জায়গাটা অনেক দূরে। কালকে পালা শেষে স্টোন এসে পৌঁছবে, ভার্ট যাবে ঘোড়ার ওপর চোখ রাখতে। পথে যদিও দেখা হবে না দু'জনের, তবুও নিজেদের মধ্যে এই নিয়মই বেঁধে নিয়েছে ওরা।

ওদের দু'জনের খেলায় মনোযোগ দিল মাইক। জিতছে ভার্ট শিল্ড। খটাখট শব্দে চিপস সাজাচ্ছে সে। রাগে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে হার্ডি, এছাড়া আজ রাতে চারপাশে আর কোন শব্দ নেই। হার্ডির জন্যে দুঃখ হলো মাইকের।

নদীর দিক থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। খানখান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। পুবদিকের জঙ্গলে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল প্রতিধ্বনি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইক, জুতো পরে ছুটল নদীর দিকে। শটগানের শব্দ চিনতে ওর ভুল হয়নি।

মাইকের পেছনে দৌড়ে এল দুই কাউবয়। সিকি মাইল পেরিয়ে ওকে ধরতে পারল হার্ডি, হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আশায় দৌড়াচ্ছ, ছোকরা?' জবাব না পেয়ে বলল, 'কোন প্যাঁচা বা বাদুড়কে হয়তো গুলি করেছে জো ডেন্ট।'

'অসম্ভব!' গতি বাড়াল মাইক। 'ডেন্টের কাছে পিস্তল ছাড়া আর কিছু ছিল না। গুলি ডেন্ট করেনি। অন্য কেউ। তাড়াতাড়ি এসো।'

জো ডেন্ট যেখানে ডিঙি রাখত দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে এল ওরা। একটা কটনউড গাছের সঙ্গে ডিঙিটা বাঁধা আছে। ফুট দশেক দূরে, নদীর তীরে ওরা ডেন্টের দেখা পেল। ফিসফিস করে কাকে যেন অভিশাপ দিল হার্ডি। মাইক ম্যাচের কাঠি জ্বেলেছে। নিশ্চিত হয়েই ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল। পেটের কাছ থেকে প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে জো ডেন্ট। কাছেই আততায়ী থাকতে পারে। দুটো ব্যারেল লোড করে স্টকে গাল ঠেকিয়ে হয়তো এখন ওদের দিকেই তাক করছে লোকটা।

মাইকের নির্দেশে দ্রুত সরে গেল হার্ডি। কটনউডের জঙ্গলে চিহ্ন খুঁজতে ওকে পাঠিয়ে মাইক নিজেও লাশের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। পঞ্চাশ গজ দূরে উইলো গাছের একটা ঝাড় থেকে ভার্টের ডাক শুনতে পেল ওরা।

'মাইক, হার্ডি, তোমরা এখানে এসো!'

গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল ওরা। একটা বড় কটনউড গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছে ভার্ট। তাকাল ওরা দু'জন। মাটিতে একটা সাদা চাদর আর দুটো ক্রাচ দেখতে পেল।

'তাহলে ভূতের দেখা পাওয়া গেল,' বলল গম্ভীর মাইক।

'কিসের ভূত?' এক সঙ্গে প্রশ্ন করল ভার্ট আর হার্ডি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওরা মাইকের দিকে।

ঘটনা খুলে জানাল মাইক, তারপর গাছের তলা থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে বলল, 'ফিরে চলো। তোমরা লাশের কাছে থাকো, আমি একটা তেরপল নিয়ে আসি। এছাড়া ডেন্টকে আস্ত নেয়ার উপায় নেই।'

বাংকহাউজ থেকে তেরপল নিয়ে এলো মাইক। লাশ জড়াতে ওকে সাহায্য করল কাউবয় দু'জন। তেরপলে মুড়িয়ে জো ডেন্টকে কাঁধে নিয়ে এগোল মাইক। মাঝপথে একবার বিশ্রাম নিল, তারপর পা চালাল আবার। প্রৌঢ় ওভারশিয়ারের কোয়ার্টারে ঢুকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিল সে জো ডেন্টকে।

মানসিক ভাবে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে মাইক। এতদিন বুঝতেই পারেনি কতখানি নির্ভর করত ও জো ডেন্টের ওপর। নিজেকে এতদিন ভাড়াটে ফোরম্যানের বেশি কিছু ভাবেনি ও, দায়িত্ব পালন করেই সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে ধরে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু এখন···

ওভারশিয়ারের মৃত্যু মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। অ্যানি, বাকমাস্টার পরিবার, র‍্যাঞ্চ, প্ল্যানটেশন—একা কতদিকে নজর রাখবে ও—কতদিক সামলাবে?

মিসেস নেলিকে খবর দিতে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে একটা সিদ্ধান্তে এল মাইক। স্বামী আর পুত্রের মৃত্যু মহিলা যেরকম স্বাভাবিক শীতলতায় গ্রহণ করেছেন, সেরকম প্রতিক্রিয়াহীন ভাবে যদি ওভারশিয়ারের মৃত্যুও নির্বিকার ভাবে শোনেন, তাহলে আজই কাজ ছেড়ে চলে যাবে সে। যে মহিলার কাছে মানুষের জীবনের এক পয়সা দাম নেই তার হয়ে ঘাড়ে বিপদ নিয়ে মরণকে হাতছানি দেবে না মহিক।

লিভিংরুমে, ফায়ার প্লেসের সামনে সোফায় বসে আছে অ্যানি আর মিসেস নেলি। রন নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আজই প্রথম এঘরে

আবার এলো মাইক।

চারপাশে একবার তাকাল সে। আগের মতই আছে সব। রন সেদিন যে সোফায় বসে ওকে চাকরি দিয়েছিল সেটাতে বসে আছেন মিসেস নেলি। মাইকের দিকে শীতল নিরুদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন তিনি, যেন চিনতে পারছেন না, আপন ভাবনায় ডুবে আছেন। একটু পর চোখের দৃষ্টি কোমল হলো তাঁর।

ধীরে ধীরে নদীর তীরে কি ঘটেছে বলল মাইক। বাধা না দিয়ে শুনলেন মিসেস নেলি। রনের ক্রাচের উল্লেখেও তাঁর চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। মাইক কথা শেষ করার পর তিনি বললেন, 'আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। এমনই তো হবার কথা ছিল। ঈশ্বরের বেঁধে দেয়া নিয়ম ভেঙে স্বেচ্ছাচারী হলে প্রতিফল তো ভোগ করতেই হবে। এই প্ল্যানটেশনের ওপর অভিশাপ আছে ঈশ্বরের।'

অসম্ভব রেগে গেলেও তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটল না মাইকের চেহারায়। জন বাকমাস্টার নিজে স্বেচ্ছাচারী হোক বা নাই হোক, ঈশ্বর এত অর্বাচীন নন যে অন্য মানুষকে তার অপরাধে সাজা দেবেন। ঈশ্বর কাউকে বিনা বিচারে অন্যায় সাজা দেবেন একথা মাইক বিশ্বাস করে না। এই মহিলা চোখে ঠুলি পরে আছেন, স্পষ্ট বুঝতে পারল মাইক, জগতের কার কি হলো তাতে কিচ্ছু এসে যায় না এই হৃদয়হীনা মহিলার।

'আমি চলে যাব, মিসেস নেলি,' মুখ খুলল মাইক। 'আমার কাজ সন্তোষজনক নয়, তাছাড়া...'

'না!' আর্তচিৎকার করে উঠলেন নেলি। হঠাৎ খসে গেছে তাঁর নিস্পৃহ শীতল মুখোশ। অসহায় বিচলিত দেখাচ্ছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। 'রন নিজে চলে গিয়ে তোমাকে দিয়ে গেছে, আমাকে একা ফেলে তুমিও চলে যেয়ো না, মাইক! তুমিও চলে গেলে...'

কাঁদতে লাগলেন মিসেস নেলি। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। অ্যানির দিকে তাকাল বিস্মিত মাইক। অ্যানিও তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। দু'চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। যেন নীরবে বলছে, যেয়ো না।

'আপনি যখন থাকতে বলছেন, যাব না আমি,' সিদ্ধান্ত নিয়ে মিসেস নেলিকে বলল মাইক।

'ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন।' চোখ মুছলেন নেলি। এখন তাঁকে একটু সুস্থির লাগছে দেখতে।

বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মাইক। মনে দ্বিধা, পুরোটাই মিসেস নেলির অভিনয় নয়তো? স্বার্থ রক্ষার জন্যে নরম হয়েছেন তিনি? বাংকহাউজে এসে দেখল সে বিল স্টোন পৌঁছেছে। ওর সামনে বাংকে এসে বসল বুড়ো লোকটা। ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা তোমার জানা খুব জরুরী। হ্যাকবেরি ড্র থেকে কে যেন আমাদের গরু চুরি করেছে। সন্দেহ নেই রাসলিঙ। গরুর দাম চড়া, আর আমাদের লোক কম। মজা পেয়ে গেছে ওরা।'

'মজা বন্ধ করার ব্যবস্থা করব,' বলল গম্ভীর মাইক। 'জো ডেন্টের কি হয়েছে শুনেছ? চলো, হার্ডি লাশ নিয়ে ওভারশিয়ারের কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে।' উঠে দাঁড়াল সে।

বড় কেবিনটায় গেল ওরা। ইতিমধ্যেই ডেন্টের রক্তমাখা কাপড় জামা খুলে দেহটা ধুয়ে নতুন পোশাক পরিয়েছে হার্ডি। মৃতদেহটা বিছানায় শুইয়ে একটা ব্ল্যাংকেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

'কোথায় গুলি খেয়েছে?' জানতে চাইল স্টোন।

'একটা মাথায় আরেকটা পেটে,' বলল হার্ডি, 'দুটোই বাক শট। মুখ বলতে কিছু নেই, প্রায় কেটে দু'টুকরো করে ফেলেছে পেট।'

'এগুলোই কি রনের সেই ক্রাচ?' দেয়ালের কোনে রাখা ক্রাচ দুটো দেখাল স্টোন।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় রনের সঙ্গে এই ক্রাচ ছিল না।' মাথা নাড়ল বুড়ো। 'এগুলো ওর ছোটবেলার পুরানো জোড়া । স্টেবলে পড়ে ছিল, কয়েকদিন আগে চুরি করেছে কে যেন।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল মাইক। 'আচ্ছা, প্ল্যানটেশনের শ্রমিকরা তোমাকে কতখানি বিশ্বাস করে, স্টোন?'

'বিশ পঁচিশ বছরে যতটা বিশ্বাস জন্মায়।'

'এত বছর ধরে আছে শ্রমিকরা?'

'অনেকেই আছে।'

'বেশ, তাহলে তোমার কথা ওরা শুনবে।' ক্রাচের সঙ্গে পাওয়া সাদা চাদরটা স্টোনের দিকে বাড়িয়ে দিল মাইক। 'এটা নিয়ে নিগ্রোদের কোয়ার্টারে চলে যাও। ওদের বুঝিয়ে বলবে, যাতে মন থেকে ভূতের ভয় দূর হয়ে যায়। ওদের সঙ্গে কথা সেরে চাদরটা নিয়ে বাংকহাউজে যেয়ো।'

স্টোনকে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মাইক। খুনীর ট্র্যাক খুঁজতে নদীর দিকে এগোল। জো ডেন্ট যেখানে মরে পড়ে ছিল, সেখানে ট্র্যাক নেই। যে গাছটার তলায় ক্রাচ আর চাদর পাওয়া গেছে, সেখান থেকে পঞ্চাশ ফুট উজানে মাইক পায়ের ছাপ দেখল। বালি এখানে নরম আর ঝুরঝুরে। পদচিহ্ন গভীর ভাবে বসলেও চারপাশের বালু ঝরে গিয়ে খানিক পরই ছাপ অস্পষ্ট করে তুলেছে। অনুসরণ করে নদীর তীরে চলে এলো মাইক। বালিতে ভারী কিছু ঘষা খাওয়ার দাগ দেখল। নৌকা ভিড়িয়েছিল কেউ।

ওপার থেকে এসেছে খুনী। এতদিন ভূত সেজে নিগ্রোদের ভয় দেখিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল মাইকের। ক্রাচ কোথায় পাওয়া যাবে খুনী জানল কি করে! প্ল্যানটেশনে খুনীর লোক আছে? থাকলেও অবশ্য জানার উপায় নেই, নিজ স্বার্থেই মুখ বন্ধ রাখবে সে-লোক।

গাছের আড়ালে অপেক্ষা করেছে খুনী। জো ডেন্টকে নাগালে পেয়েই খুন করে চলে গেছে নৌকা নিয়ে। ক্রাচ আর চাদর ফেলে গেল কেন? সম্ভবত কাজ শেষ হয়েছে বলে ওগুলো সংগ্রহ করার গরজ আর অনুভব করেনি।

অনুসরণ করার উপায় নেই বুঝে বাংকহাউজে ফিরে এল মাইক। চাদরটা ওর বাংকে রেখে হার্ডির কাছে কেবিনে গেছে স্টোন। ওটা খুলল মাইক। লম্বা চওড়ায় বেড শীটের সমান হবে। ধবধবে সাদা। দু'মাথায় সুতো বেরিয়ে আছে, মুড়িয়ে সেলাই করা হয়নি। দুটো দিকই কাটা হয়েছে ভোঁতা কাঁচি দিয়ে, চাপ খেয়ে আঁশ উঠেছে সুতোর গা থেকে। একদিকে গোল একটা লেবেল, মাঝখান থেকে কাটা পড়েছে। চিন্তিত চেহারায় চাদরটা ভাঁজ করে কাগজে পেঁচিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধল মাইক।

এবার ছোট্ট একটা চিঠি লিখল ও নিলের কাছে। বলল সবাইকে নিয়ে যত দ্রুত পারে যাতে চলে আসে সে বাকমাস্টার্স্ বেন্ডে।

আধঘণ্টা পর হার্ডিকে নিয়ে শহরের পথে রওয়ানা হয়ে গেল ও।

সিডার স্প্রিংসে জেনারেল স্টোরেই পোস্ট অফিস। হার্ডিকে বাইরে পাহারায় রেখে ভেতরে ঢুকল মাইক। চিঠিটা পোস্ট করে এসে দাঁড়াল ড্রাই গুডস কাউন্টারের সামনে।

'সাদা চাদর আছে?' মোটাসোটা ফ্যাকাসে চেহারার দোকানিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে।' পেছনের র‍্যাক থেকে একটা থান বের করে কাউন্টারে রাখল লোকটা।

'এখানে কতটুকু হবে?'

'প্রায় এক থান। পাঁচ ফীট বাই সাত ফীট একটা টুকরো মাত্র বিক্রি করেছি এটা থেকে।'

'কার কাছে বিক্রি করেছ মনে করতে পারবে?'

'পারব। কেউ এধরনের কাপড় কেনে না বললেই চলে।'

'কাপড়ের টুকরো কে কিনেছিল?'

'টার্ক বীম্যান।'

'আমিও এক গজ নেব।' কাউন্টারে পাঁচ ডলারের নোট রাখল মাইক। 'কত?'

'এটুকুর আর কি দাম ধরব!' কাপড় কেটে মাইকের দিকে এগিয়ে দিল স্টোরকীপ। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে নোটটা ড্রয়ারে রেখে চার ডলার ফিরিয়ে দিল।

স্টোর থেকে গম্ভীর চেহারায় বেরোল মাইক। ক্যাপটেন ডেভিডকে জো ডেন্টের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে হার্ডিকে নিয়ে প্ল্যানটেশনের পথ ধরল। শহর ছাড়ানোর আগেই শুনতে পেল কাঠে পেরেক ঠোকার শব্দ। কফিন তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে ক্যাপটেন!

অশুভ শব্দটা পেছনে ফেলে এল ওরা। দ্রুত ছুটল প্ল্যানটেশনের দিকে।

বাংকহাউজে ঢুকে চাদরটা মেলে কিনে আনা টুকরোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল মাইক। একই থান থেকে কাটা হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। গোল লেবেলটা খাপে খাপে মিলে গেল। তারমানে ভূতের চাদরটা কিনেছে টার্ক বীম্যান! সুযোগ মত ধরতে হবে লোকটাকে, উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, ঠিক করল মাইক। এখন ও নিশ্চিত ভাবেই জানে বীম্যান জো ডেন্ট-এর হত্যার সঙ্গে জড়িত।

পরদিন সকালে অনাড়ম্বর ভাবে জো ডেন্ট-এর শেষকৃত্য হলো। ডেপুটি আসেনি, তার সঙ্গে দেখা হলো না মাইকের।

হঠাৎ করেই গরম পড়েছে খুব। ঝিমিয়ে গেছে সিডার স্প্রিংস।

সবার ব্যবসাই মন্দা, তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ওপেন হ্যান্ড সেলুনের। কেউ নাচতে বা ড্রিঙ্ক করতে আসছে না বললেই চলে। ফেডারেল মার্শালরা ফিরে গেছে বেশিদিন হয়নি, আউট-লরা এখনও এদিকে ভীড় করতে সাহস পাচ্ছে না।

জো ডেন্টের ফিউনারেল থেকে ফিরে দোকানের জানালায় দাঁড়িয়ে সেলুনের দিকে তাকাল ক্যাপটেন ডেভিড। সেলুনের দরজার সামনে বোর্ডওয়াকে কথা বলছে জেরেমি রাসেল, টার্ক বীম্যান আর প্যাট হুভার। জেরেমি রাসেল গম্ভীর, হুভার অস্বস্তিতে ভুগছে আর বীম্যানকে দেখে মনে হচ্ছে ফাঁদে বন্দী ইঁদুর।

জানালা থেকে সরে কাজে ব্যস্ত হলো ক্যাপটেন ডেভিড। একটা কট এনে রেখেছে দোকানে, কোন কোন দিন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে না হলে কাজ সেরে কারখানাতেই ঘুমায় সে। আজও তেমনই একটা দিন। দশটার দিকে কফিন তৈরি মূলতবি রেখে শুয়ে পড়ল ক্যাপটেন।

মাঝরাত। শহরের পুব দিকে একটা কুকুর ডেকে উঠতেই হঠাৎ ঘুম ভাঙল তার। সহজে আর ঘুম আসবে না বুঝে জানালায় এসে দাঁড়াল ক্যাপটেন। দ্রুত ছুটে আসা একটা ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল। চাঁদের রূপোলী আলোয় রাস্তার বালি গুঁড়ো দস্তার মত চিক চিক করছে। সেই আলোয় লারসেনকে দেখতে পেল ক্যাপটেন। সেলুনের সামনে হিচর্যাকে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে চলে গেল আউট-ল। জেরেমি রাসেলের অফিসে আলো জ্বলছে। সম্ভবত লারসেনের জন্যেই না ঘুমিয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা।

রাস্তা পেরিয়ে সেলুনমালিকের জানালায় কান পাতবে কিনা ভাবল একবার ক্যাপটেন, তারপর মত পাল্টে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। যা দেখেছে কর্নেলকে ততটুকু বলাই যথেষ্ট। দলবল নিয়ে ফিরেছে লারসেন।

মাত্রাতিরিক্ত গরম। অফিসে বসে দর দর করে ঘামছে জেরেমি রাসেল। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে তার। পিটার লারসেনকে ঢুকতে দেখে খেঁকিয়ে উঠল, 'কি চাও, কেন এসেছ!'

'কি চাই!' বিস্মিত হয়েছে বোঝাতে ভ্রূ কপালে তুলল লারসেন। 'কি চাই মানে? তুমি জানো না? জো ডেন্ট মারা গেছে।'

'তো?'

'এক হাজার ডলার পাই তোমার কাছে।'

'কক্ষনো না।' সরু হয়ে গেল সেলুনমালিকের দু'চোখ। 'তুমি জো ডেন্টকে খুন করোনি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।' চেয়ার টেনে বসল আউট-ল। হাসি হাসি চেহারা। 'কে খুন করেছে সেটা বড় কথা নয়, তোমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সে মারা গেলে এক হাজার ডলার পাব। তাড়াতাড়ি মাল ছাড়ো, আমার এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তুমিও কিন্তু বিপদমুক্ত নও, মাইক ব্রনসন লোকটা এখনও বেঁচে আছে।'

বিষ গিলে ফেলেছে এমন চেহারায় সিন্দুক খুলে লারসেনের হাতে একহাজার ডলার দিল জেরেমি। আউট-লকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে, ব্যবহৃত হতে চায়নি। মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে তার, চেহারায় ফুটে উঠল মনের কথা, গোপন রাখতে পারল না।

টাকা পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল লারসেন। পিস্তলটা হাতের তালুতে নাচিয়ে গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আমি জানি তুমি আমাকে খুন করতে চাও। দোষ দিচ্ছি না। এতখানি কাপুরুষ না হলে হয়তো পারতেও। তবে বলে দিচ্ছি তোমাকে, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করছ টের পাই, যদি বুঝি পেছনে কোন চাল খেলছ, প্রথমে আমি এই শহর আগুনে পুড়িয়ে দেব, তারপর চ্যালামুণ্ডা সহ ফাঁসিতে লটকে দেব তোমাকে।'

সেলুনমালিকের দিকে পেছন ফিরল লারসেন, দৃঢ়পায়ে

বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। সে জানে জেরেমি রাসেল তাকে খুন করতে চায়, তবে পেছন থেকে চেষ্টা করার সাহসও নেই লোকটার।

ভুল ভাবেনি সে। অসহায় ক্রোধ নিয়ে আউট-লর পিঠের দিকে চেয়ে রইল সেলুনমালিক।

একজন দু'জন করে এসে জুটেছে মাইকের কাউহ্যান্ডের দল। স্টোন আর ভার্ট এখন প্ল্যানটেশনের দিকটা দেখছে। ফলে র‍্যাঞ্চের কাজ পরিপূর্ণ দক্ষতায় করতে হলে অন্তত আরও একজন কাউহ্যান্ড মাইকের দরকার হয়ে পড়েছে। ঠিক করেছে মাইক, ভাল লোক পেলেই কাজে নিয়ে নেবে।

অবশেষে একদিন কাঙ্ক্ষিত শীতলতা নিয়ে এলো প্রবল বৃষ্টি। পথঘাট ভিজিয়ে কাদা করে দিয়ে গেল। বুঝল মাইক, রাউন্ডআপের সময় হয়েছে এবার। পরদিন সকালে চাকওয়্যাগন নিয়ে প্রেইরিতে পৌঁছে গেল সে। ব্র্যান্ডিং পেন তৈরি করে তার পাশেই ক্যাম্প করল কাউহ্যান্ডরা। শুরু হলো বাছুর ধরে ধরে ব্র্যান্ড করা। গোনা শেষে দেখা গেল বুড়ো স্টোনের কথাই ঠিক, প্রায় দুশো গরু গায়েব হয়ে গেছে।

স্পষ্ট ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, তবু দলবল নিয়ে রাসলারদের তাড়া করল না মাইক। লারসেন বা যেই হোক তার চাল বুঝতে পারছে সে। স্যাডল হর্সগুলো পেনে জড় করেছে ওরা। এখন যদি রাসলারদের ধাওয়া করে গরু সম্ভবত পাবে না। যদি এখানে পাহারায় কাউকে রেখে যায় মারা যাবে সে-লোক। রাসলাররা চাইছে ওদের দলটা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাক। চাইছে শত্রুকে দুর্বল করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তা হতে দেবে না মাইক। ঘোড়ার পেনের কাছ থেকে ক্যাম্প সরাল না সে। এই ঘোড়াগুলোই লারসেনকে

ওর হাতের মুঠোয় এনে দেবে।

পরদিনের গণনায় দেখা গেল রেঞ্জে দু'শো গরু বেড়ে গেছে। এভাবে ঘোড়ার কাছ থেকে ওদের সরানো যাবে না বুঝে গরুগুলোকে রাসলাররা ছেড়ে দিয়েছে। কাজটা পিটার লারসেনের ছিল, সাধারণ রাসলার হলে গরু নিয়ে পালাত, সবই বুঝল মাইক। লারসেন ছোটখাটো লাভের তোয়াক্কা করছে না। ঘোড়াগুলো কেড়ে নেয়াও তেমন লাভজনক না। তবে ব্যাপারটা এখন আউট-লর জেদে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হার মানবে না লারসেন। জেদ পূরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

হাসল মাইক। আপন মনে বলল, 'চালাকিতে কাজ হবে না, মিস্টার লারসেন। গর্ত থেকে মুখ তোমাকে বের করতেই হবে।'

লারসেনের ইশাম ফোর্ডের আস্তানায় হানা দেয়ার কথা ভেবেছে মাইক। মন সায় দেয়নি ওর। লোকবল কম। মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। লারসেন শিক্ষিত ধূর্ত একজন নৃশংস আউট-ল, নিজের হাইড আউট দুর্গের মত সুরক্ষিত করে রাখবে লোকটা। অনেক ভেবে চিন্তে অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাইক।

সারাদিন রেঞ্জে কাটাল সে, এখনও ব্র্যান্ড করা হয়নি যে বাছুরগুলোর সেগুলোকে ধরে ব্র্যান্ডিঙ করল। বিকেলে একা ফিরে চলল ক্যাম্পে।

অর্ধেক পথ পেরতেই একটা ওয়াশের পাশে অপরিচিত এক অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হলো ওর। আগন্তুক ছ'ফুটের ওপর লম্বা। শক্তিশালী দৈহিক কাঠামো। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক। চামড়ার রঙ বাদামী। মুখটা স্টেটসন হ্যাটের টেনে দেয়া কানায় ঢেকে আছে। বয়স বুঝতে পারল না মাইক। দেখতে কেমন তা-ও বোঝার কোন উপায় রাখেনি আগন্তুক। এছাড়াও গোপন করছে কি যেন!

ওকে দেখে বে ঘোড়াটা থামাল লোকটা। আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে জানতে চাইল, 'তুমিই কি মিস্টার ব্রনসন?'

'হ্যাঁ।' ভ্রূ কুঁচকে গেল মাইকের। লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে, অথচ কে তা বুঝতে পারছে না। মনে আসি আসি করেও আসছে না। কণ্ঠস্বরটা পরিচিত কার মত যেন!

'ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। কাউহ্যান্ডদের মুখে শুনলাম আরও লোক নেবে তুমি। আমি চাকরি খুঁজছি।' স্যাডলে পিঠ সোজা করে বসল লোকটা।

'আগে কাউহ্যান্ডের কাজ করেছ?' জানতে চাইল মাইক।

'হ্যাঁ, বাবার র‍্যাঞ্চে এ কাজে আমার জুড়ি ছিল না।' মৃদু হাসল লোকটা। 'তারপর অবশ্য বহুদিন আর ল্যাসো ধরা হয়নি।'

'বেশ, ক্যাম্পে চলো, আলাপ করে দেখি।' ঘোড়া সামনে বাড়াল মাইক। ভাল কাউহ্যান্ড হলে বেশি বেতন দিতেও আপত্তি নেই ওর। এ মুহূর্তে লোক যত বেশি হবে ততই ভাল। আর যদি অযোগ্য হয়, রাতে খাইয়ে সকালের নাস্তা শেষে বিদায় করে দেবে।

ফেরার পথে লোকটার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাল মাইক। সন্দেহ লাগছে ওর, এই লোক আউট-লদের স্পাই নয় তো? পিটার লারসেন একে পাঠিয়েছে? এর ওপর সবসময় নজর রাখতে হবে, ঠিক করল মাইক। অসতর্ক হলে সর্বনাশ হবে।

ক্যাম্পে পৌঁছে আগে ঘোড়া থেকে নামল আগন্তুক। হ্যাট খুলে ফেলল। হাসল মাইকের দিকে তাকিয়ে।

এক পলকে চিনে ফেলল মাইক। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে লাফ দিয়ে লোকটার পাশে নামল সে। এই চেহারা সহজে ভোলা যায় না। অত্যন্ত সুপুরুষ এই যুবক ওর অতি পরিচিত। চারপাশে একবার তাকাল মাইক। ধারে কাছে কেউ নেই দেখে নিচু স্বরে বলল, 'রন!

আমি তোমাকে ঠিকই চিনে ফেলেছি!'

'তবে অনেকক্ষণ পরে!' হাসল যুবক বাকমাস্টার। 'আমাকে চিনতে পারবে এমন আর কেউ ক্যাম্পে আছে?'

'না। কুক হয়তো চিনতে পারত, কিন্তু তাকে আমি বাছুরের মাংস দিয়ে আসতে প্ল্যানটেশনে পাঠিয়েছি।'

রন বাকমাস্টার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সমস্ত কিছুর ছবি ভেসে উঠল মাইকের মনে। ওর মনে পড়ল মিসেস নেলি আর জোয়ানার হতবিহ্বল শোকার্ত মুখ। পাথর হয়ে গেছেন নেলি। বুকটা ভেঙে গেছে জোয়ানার। রন চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকবার জোয়ানার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাইকের। একবারের জন্যেও মিষ্টি মেয়েটাকে আর হাসতে দেখেনি ও।

যাকে ভালবাসে এত কষ্ট তাকে দিতে পারে কোন মানুষ? কল্পনা করতে গিয়ে নিষ্ঠুরতার মাত্রা অনুভব করে শিউরে উঠল মাইক। স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতায় রন বাকমাস্টার পিটার লারসেনকেও ছাড়িয়ে গেছে। আউট-ল বড় জোর খুন করবে, রনের মত করে মানুষের জীবনকে মৃত্যুসম দুর্বিষহ করে তুলবে না।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রন বাকমাস্টার, হাতের ঝাপটায় তাকে থামিয়ে দিল মাইক। 'আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, রন। তুমি তোমার আউটফিট বুঝে নাও। তোমার মা'র কাছে সে টালি বইগুলো আছে তাতে সমস্ত হিসেব পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রন। 'হঠাৎ কি এমন হলো যে তুমি থাকতে পারছ না?'

'সে প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।' আরও গম্ভীর হয়ে গেল মাইকের চেহারা।

'না, বাধ্য নও।' মাথা নাড়ল রন। 'তবু আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

'বেশ শোনো তাহলে। তুমি তোমার মা আর মিস রডনির সঙ্গে পশুর মত আরচণ করেছ। একটা বারও ভাবোনি না বলে তুমি চলে গেলে তারা কতখানি দুঃখ পাবে। তাদের মুখের হাসি, সুখ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, সব তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি ভাবতেই পারি না তোমার স্বার্থপরতার শিকার হয়ে এতদিন নরকের জ্বালা সয়ে গেছে দু'জন অবলা নারী। তোমার মত নীচ কোন মানুষের চাকরি আমি রুচিতে বাধছে বলে করব না। তোমার মত...'

'আরে রাখো, রাখো,' হাত তুলে বাধা দিল যুবক বাকমাস্টার, 'আমার দিকটাও একটু বলতে দাও! আমি চলে যাবার তিনদিন পরেই ওরা জানতে পেরেছে বেঁচে আছি আমি। মাকে আমি চিঠিও দিয়েছি। মা জোয়ানাকে সে চিঠি পড়েও শুনিয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল মাইক। 'তাছাড়া তারা যদি জেনেও থাকে, তিনটা দিন কেন বিনা দোষে তাদের ভুগতে হলো?' অ্যানির নিষ্পাপ চেহারা মনে পড়তেই চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে দ্বিধা এসে যাচ্ছে অনুভব করল মাইক। কঠোর ভাবে নিজেকে শাসন করল সে। বলল, 'তোমার মত কোন অবিবেচকের চাকরি আমি করতে পারি না।'

'আহা, শোনোই তো আগে! আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।' মাইকের চোখে একদৃষ্টিতে তাকাল রন। 'আমার মা'কে তোমার স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ বলে মনে হয়েছে?'

'না…হ্যাঁ…অবশ্যই!'

অপ্রস্তুত মাইকের কথায় হাসল রন বাকমাস্টার। 'তাহলে দেখো, তুমি মা'র ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারোনি। আমি জানি আমার মা দুনিয়ার সেরা মা। অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসি আমি। তবে একথাও ঠিক যে তিনি অস্বাভাবিক। একটা কথার উত্তর দাও, তোমার কি মনে হয়, বাবার কৃতকর্মের জন্যে ঈশ্বর দশ বছরের

অবুঝ কোন বাচ্চাকে শাস্তি দেবেন?'

'না, তিনি ক্ষমাশীল। স্বয়ং শয়তানও অমন কাজ করবে না।'

'কিন্তু পৃথিবীতে ভাল অনেক মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে একজনের অপরাধে ঈশ্বর অন্য আরেকজনকে সাজা দেন। আমার মাও তাদের একজন। রক্ষণশীল পরিবারের সন্তানদের যা হয় আর কি, ছোটবেলায় যা শেখানো হয় তা-ই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে, মুক্ত চিন্তা করতে শেখে না, বোঝে না কোনটটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

'আমার পাঁচ বছর বয়সে বাবা বেন্ডের ডেপুটি শেরিফ হন। এই এলাকায় তখন ভয়াবহ অরাজকতা চলছিল। বাবার দুই ভাইকে খুন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে আউট-লরা। তাদের অত্যাচারে নিরীহ মানুষ তখন পালাতে শুরু করেছে। বাবা ডেপুটির দায়িত্ব নিয়েই স্থির করলেন আউট-লদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তিনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রন বাকমাস্টার।

'তারপর?' করবে না করবে না করেও কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করল মাইক।

'বাবার এই খুনোখুনি মা কখনোই মেনে নেননি। সবসময় বাধা দিয়েছেন। বাবা শোনেননি। তাঁর পরে আমি যাতে ডেপুটি হতে পারি সেজন্যে আট বছর বয়স থেকে আমাকে রেঞ্জে নিয়ে গেছেন, নিজের হাতে কাউহ্যান্ডের কাজ, অস্ত্র চালনা শিখিয়েছেন। দশ বছর বয়সে আমি যেকোন কাউহ্যান্ডের সমকক্ষ হয়ে উঠি। একশো গজ দূর থেকে রাইফেল কাঁধে না তুলেই এক গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারতাম ম্যাগপাইয়ের লেজ।

'এরপর হঠাৎ করেই আমাকে অসুখে ধরল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ ভুগেই পঙ্গু হয়ে গেলাম। মা ধরে নিলেন বাবার পাপের কারণে

আমাকে ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন। সেকথা তিনি বাবাকে বলতেনও। বাবা একমত না হওয়ায় মা ধরে নিলেন বাবা ঘোর অবিশ্বাসী। ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে, হাজার বার করে আমাকে বলতেন তিনি। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে বারবার পড়ে শোনাতেন, আনটু দা থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ জেনারেশন।

'কচি মনে এসব কথার প্রভাব পড়ে বেশি। আমি পঙ্গু পায়ের ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর, সচেতন আর লাজুক হয়ে উঠলাম। মনে হত ঈশ্বর আমার অজ্ঞাত কোন দোষের শাস্তি দিয়েছেন।

'তারপর বছর পাঁচেক আগে আমি জানতে পারলাম সার্জারি করে পা কেটে ফেলা যায়। অপারেশন করাতে চাইলাম। মা রাজি হলেন না। বললেন অস্ত্রপচার ঈশ্বরের ইচ্ছার লঙ্ঘন। জানি, এই পঙ্গু পা যতদিন আমার দেহের অংশ হয়ে থাকবে, ভালবাসলেও জোয়ানাকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দেবার সাহস পাব না, অভিশপ্ত একাকী জীবন যাপন করতে হবে আমাকে। তবুও আমি মা'র কথায় প্রতিবাদ না করে মুখ বুজে সব সয়ে গেছি।

'বাবা যখন মারা গেলেন, ভীষণ আঘাত পেলাম মনে। মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবার খুনী, কিন্তু পঙ্গু আমি তার মুখোমুখি হতে পারছি না। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আমি অপারেশন করাব। মাকে বললে বাধা দিতেন, আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে আটকে রাখতে চাইতেন, তাই আমি একটা চিঠি লিখে চলে গেলাম। ভাটিতে ক্যানু বেয়ে একদিন উঠে পড়লাম ট্রেনে। অপারেশন করালাম। দেরি হয়েছে ক্ষত সারতে, তবে আমি এখন সুস্থ। কাঠের পা লাগিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারি।'

'কি করে জানলে তোমার মা চিঠিটা পাবেন?' জানতে চাইল মাইক। মনটা নরম হয়ে গেছে ওর।

'মা ডায়েরী লেখেন। তাঁর নিজের তৈরি কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস

আছে। সোজা কথায় কুসংস্কার। বাবা মারা যাবার তিনদিনের মধ্যে তিনি ডায়েরী লিখবেন না এটা সুনিশ্চিত, কাজেই এটা ধরেই নেয়া যায় তিন দিনের মাথায় তিনি তাঁর লেখালেখি শুরু করবেন। চিঠিটা তিনি বাবার মৃত্যুর তিনদিনের মধ্যেই পেয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তিনি জোয়ানা রডনিকে না জানিয়েও থাকতে পারেন!' অসন্তুষ্ট চেহারায় মাথা নাড়ল মাইক। 'কে জানে জোয়ানা রডনি হয়তো এখনও দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় জীবন কাটাচ্ছে!'

'আমি মাকে চিনি। তিনি অস্বাভাবিক হতে পারেন, তবে অমন অনৈতিক কাজ কখনোই করবেন না।' হাসল বাকমাস্টার। 'যেমন আমি জানি কাজ বুঝে নেবার আগে তুমি চাকরি ছাড়বে না, তোমার বিবেচনা বোধ আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে বাধা দেবে।'

'ঠিকই বলেছ।' শ্রাগ করল মাইক। 'লারসেন মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমি নড়ছি না।' কিছুক্ষণ পর রনকে সে জানাল সেলুনে, করালে লড়াইগুলোর কথা।

কাছেই ক্যাম্পের আগুন। লালচে আলোয় রনের দু'চোখ রাগে জ্বলতে দেখল মাইক। যুবক বাকমাস্টারের দু'হাত মুঠো পাকিয়ে গেছে। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল, ফুলে উঠেছে হাড়। ফিসফিস করে বলল, 'এবার শোধ নেবার সময় হয়েছে।'

ফেরি পার হবার সময় চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলো হুভার। জেরেমি জানে না সে লারসেনের কাছে যাচ্ছে। জানতে পারলে ব্যাপারটা সেলুনমালিক ভালভাবে নেবে না, খুন করাবে ওকে।

এক ঘণ্টা পর লারসেনের আস্তানায় পৌঁছল হুভার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজে ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বড় ঘরটায় নিয়ে বসাল লারসেন।

সন্ধে নেমেছে খানিক আগে। ঝিরঝিরে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। টিলাগুলোর কাছে একটানা ডাকছে কয়েকটা ঝিঁঝি। ঘরের দরজা হাট করে খোলাই রইল। বাতাসে কাঁপছে ফায়ারপ্লেসের আগুন।

হুভারের মুখোমুখি বসল লারসেন। 'হঠাৎ কি ব্যাপার, হুভার?'

'মাইক ব্রনসন বক্স বি আউটফিট নিয়ে হ্যাকবেরি পেনে গেছে। ঘোড়াগুলোও ওখানে। তুমি খবর দিতে বলেছিলে, তথ্যটা জানতে পেরেই দেরি না করে চলে এসেছি।'

'এসব আমার জানা আছে।' হাই তুলে দু'আঙুলে চুটকি বাজাল লারসেন।

'তবে তুমি বোধহয় জানো না, প্রতি রাতে বিশটা করে ঘোড়া ঘাস খেতে রেঞ্জে ছেড়ে দেয় ওরা। ওগুলো অরক্ষিত থাকে, পাহারা দেয় না কেউ। সকালে ওগুলোকে আবার পেনে ঢোকায়।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হুভারের চোখে চেয়ে থাকল আউট-ল নেতা। তারপর গলা চড়িয়ে ববের নাম ধরে ডাকল। লোকটা দরজায় এসে দাঁড়ানোয় বলল, 'আমাদের বন্ধু একটা ফাঁদের খবর নিয়ে এসেছে। আমি ঝুঁকিটা নিতে উৎসাহী নই। গোটা বিশেক বক্স বি ঘোড়া পেতে চাইলে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

লোভীর মত জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল বব। চকচকে চোখে তাকাল। 'আমি যেতে চাই। ঘোড়াগুলো কোথায়?'

হুভারের বক্তব্য ববকে জানাল লারসেন। তারপর বলল, 'সঙ্গে তিনজন লোক নিতে পারো তুমি। এর বেশি এই মুহূর্তে আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

'যে কয়টা ঘোড়া পাবে সব তোমাদের। পারলে ওদের গুলি ছুঁড়ে জ্বালাতন করবে, পেন থেকে ঘোড়াগুলোকে বের করতে চেষ্টা করবে, সুযোগ পেলে কাউবয়দের খুন করবে, তবে মনে রেখো; মাইক ব্রনসনের হাতে ধরা পড়া চলবে না। আমি চাই না আমাদের

আস্তানার খবর তোমাদের পেট থেকে ব্রনসন বের করে নিক। কি বলেছি মনে থাকবে?'

মাথা কাত করে সায় দিল বব। 'মনে থাকবে, বস। কখন রওনা হব, এক্ষুণি?'

'বেশ, যাও।' সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসল লারসেন। 'প্যাট হুভার আজ রাতের জন্য আমার অতিথি। যদি ফাঁদ হয়, কোনও লোক যদি হারাই, মন খারাপ হবে আমার, তখন হুভারকে দরকার হবে।'

আউট-লর সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো লারসেনের। দরজা ভিড়িয়ে চলে গেল বব। পাঁচ মিনিট পর চারটে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল হুভার। নদীর দিকে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হুভার। ভয় লাগছে তার। কেন ওকে আটকে রাখল লারসেন? শাঁখের করাতে পড়েছে সে। খবর দিলেও বিপদ, না দিলেও! কি চায় লোকটা? বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, তেমনি করে ওকে নিয়ে খেলছে কেন আউট-ল?

লারসেনের দিকে তাকাল সে। কোন দিকে মনোযোগ নেই লোকটার। এক মনে চামড়ার মলাট দেয়া মোটা একটা বই পড়ছে।

আট

রাতে অনেক হয়েছে। প্রায় মাঝরাত। প্রেইরির সবুজ ঘাস চাঁদের আলোয় কালচে লাগছে। তৈরি হলো মাইক।

রন বাকমাস্টার প্ল্যানটেশনে যাবে। দু'জন কাউবয়কে নিয়ে তার সঙ্গে চলেছে মাইক। তিনজনই সতর্ক এবং সশস্ত্র, বাকমাস্টারের ওপর হামলা হলে ঠেকাতে প্রস্তুত।

ক্যাম্পের পুব দিক দিয়ে ঘুরপথে বাড়ির পথ ধরল মাইক। গোল একটা চাঁদ উঠেছে প্রেইরির মাথায়। রনকে বিস্মিত চোখে তাকাতে দেখে সে বলল, 'মেইন ট্রেইলে আমরা ফাঁদ পেতেছি। এদিক থেকে ঘুরে জায়গাটা এড়িয়ে মেইন ট্রেইলে উঠব।'

'অনেক দিন পর সবার সঙ্গে দেখা হবে,' খুশি খুশি গলায় বলল রন।

মাথা নাড়ল মাইক। 'সবার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন?'

'জো ডেন্ট খুন হয়েছে।'

'কিভাবে?' চোখ বড় হয়ে গেল রনের।

সংক্ষেপে জানাল মাইক।

'খুনী কে, জানো?' জিজ্ঞেস করল রন।

'সম্ভবত ডেপুটি শেরিফ টার্ক বীম্যান। তার কেনা সাদা কাপড়

পরেই ভূত সেজেছিল কেউ একজন।'

'ধরোনি বীম্যানকে?'

'যে কয়বার শহরে গিয়েছি পাইনি তাকে,' বলল মাইক। 'বোধহয় আমাদের দেখলেই লুকিয়ে পড়ছে। আমিও বেশি গরজ দেখাইনি, লোকটাকে শহরের বাইরে পেতে চাই।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল রন। 'আমিও তাই চাইতাম। কথা বলানো সহজ হবে।'

ইশাম ফোর্ডের ট্রেইল যেখানে মেইন ট্রেইলের সঙ্গে মিশে প্ল্যানটেশনের দিকে গেছে, সেখানে পৌঁছে এক যোগে ঘোড়া থামাল সবাই।

ক্যাম্পের দিক থেকে আসছে স্ট্যাম্পিডের মত প্রচণ্ড শব্দটা। একটু পরেই কাছে চলে এল। বদলে গেল শব্দের ধরন। দ্রুত ছুটে চলেছে বিশ পঁচিশটা ঘোড়া। বুনো নয়, খুরে নাল আছে! ওদের সামনের ট্রেইল ধরেই যাবে ঘোড়াগুলো।

'কি ব্যাপার?' মাইকের দিকে তাকাল রন।

'আমাদের ছেড়ে দেয়া ঘোড়াগুলো,' বলল মাইক। 'লারসেনের দল ওগুলোকে ভাগিয়ে নিচ্ছে!' কাউবয়দের দিকে ফিরল মাইক। 'তৈরি থাকো, ওরা আমাদের পার হলেই আক্রমণ শানাতে হবে। পারত পক্ষে খুন করবে না, তবে ঘোড়া নিয়ে পালাতে যেন না পারে।'

ওদের সামনে দিয়ে নদীর দিকে গেল দু'জন অশ্বারোহী। তাদের পেছনে ছুটছে বিশটা তরতাজা চমৎকার স্যাডল হর্স। সবশেষে আরও দু'জন অশ্বারোহী দুলকি চালে যাচ্ছে। এদের দায়িত্ব ঘোড়াগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয়া।

শেষ লোক দু'জন মাইকদের পেরতেই মাইকের ইশারায় ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কাউবয় দু'জন। দ্রুত আউট-লদের পাশে চলে

গেল তারা। লাঠির মত করে ব্যবহার করল রাইফেল। কাঁধে বেমক্কা বাড়ি খেয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল আউট-লরা। লাফ দিয়ে তাদের পাশে নামল দুই কাউবয়, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাত পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর আবার স্যাডলে ওঠাল আউট-লদের।

নদীর দিক থেকে ফিরে আসছে ঘোড়াগুলো। এবার ওগুলোকে তাড়া করে আনছে নিল আর হার্ডি। ওদের সঙ্গে বন্দী দু'জন আউট-লও আছে—সোজা ওদের পাতা ফাঁদে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

নিল আর হার্ডি শুনতে পাবার মত দূরত্বে পৌঁছতে চেঁচাল মাইক। 'আউট-লদের দায়িত্ব আমরা নেব, তোমরা ঘোড়াগুলো নিয়ে প্ল্যানটেশনে যাও!'

ঘোড়ার গতি বাড়াল নিল আর হার্ডি। মাইকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আউট-লদের ঘোড়ার দড়ি ছেড়ে দিল।

চারজন আউট-লকে এক জায়গায় জড় করার পর রনের দিকে তাকাল মাইক। 'কি করবে?'

'বাবা যা করত।' গম্ভীর রনের চেহারা। এমুহূর্তে মুখটা নিষ্ঠুর লাগছে।

কাউবয় দু'জন অবাক হয়ে মাইকের দিকে চাইল। মাইক বলল, 'পরিচয় দিইনি, আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোকই রন বাকমাস্টার—বক্স বি র‍্যাঞ্চের মালিক।'

হাঁ হয়ে গেল আউট-লরা। বব বলল, 'রন বাকমাস্টার…কিন্তু সে তো…'

'না আমি মারা যাইনি,' গমগম করে উঠল রনের কণ্ঠ। 'আমি বেঁচে আছি তোমাদের শেষ করার জন্যে।' কাউবয়দের ইশারা করল সে। 'নিয়ে চলো ওদের।'

'দাঁড়াও, শোনো!' আতঙ্কে বড় হয়ে গেল ববের দু'চোখ।

'কোথায় নিয়ে যাবে? আমাদের কিছু হলে পার পাবে না। নদীর ওপারে ইশাম ফোর্ডে বিরাট একটা দল নিয়ে অপেক্ষা করছে লারসেন। ইচ্ছে করলে পুরো বাকমাস্টার্‌স্ বেন্ড ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে সে। দেবেও, যদি না…'

'হয়তো দেবে, হয়তো দেবে না,' আউট-লকে থামিয়ে দিল রন, 'তবে, সে যখন আসবে, চারজন স্যাঙাত কম থাকবে তার দলে।'

এক মাইলেরও খানিক বেশি হবে নদীর তীরের সেই বিখ্যাত বুড়ো ওক গাছ। সেখানে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি নিল না রন। বাবার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করল সে।

এক ঘণ্টা পর বব আর তিন আউট-লর ঘোড়া ইশাম ফোর্ডে লারসেনের হাইড আউটে পৌঁছল। ওগুলোর ব্রিডল স্যাডলহর্নের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়েছে যাতে পথে ঘাস খেতে থামতে না পারে। পিঠে আরোহী নেই ওগুলোর!

প্ল্যানটেশনের কাছাকাছি এসে থামল মাইক। কাউবয়দের উদ্দেশে বলল, 'হব, ম্যাকার্থি, তোমরা ক্যাম্পে চলে যাও। সবাইকে বলবে রাতের মধ্যে ক্যাম্প গুটিয়ে যাতে প্ল্যানটেশনে চলে আসে। দেরি করা চলবে না। স্যাডল হর্স এখন থেকে প্ল্যানটেশনের পেনে রাখব আমরা।'

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি?' জানতে চাইল রন। 'লোকগুলো একটু বিশ্রাম পেত।'

'বিশ্রাম ওরা পরেও নিতে পারবে।' হাতের ইশারায় কাউবয়দের রওয়ানা হয়ে যেতে বলল মাইক। 'শত্রু লারসেনের বদলে অন্য কেউ হলে ঝুঁকিটা নিতাম। কিন্তু লারসেন অন্য ধাতুতে গড়া। আমাদের তরফ থেকে অসাবধানতা দেখলেই হামলা করবে লোকটা। তাছাড়া চারজন সঙ্গী হারিয়ে তার এখন মাথা ঠিক না-ও

থাকতে পারে।'

'তুমিই বক্স বি'র ফোরম্যান,' বলল রন। 'আমি অযথা কর্তৃত্ব ফলাতে চাই না। ভাবছিলাম সকালে ক্যাম্প সরালে ক্লান্ত কাউবয়রা একটু ঘুমানোর সুযোগ পেত।'

'ওই ক্যাম্পে থাকলে লারসেন ওদের কেয়ামত পর্যন্ত হয়তো ঘুম পাড়িয়ে রাখবে,' বলল গম্ভীর মাইক।

শ্রাগ করল রন। মাইকের পাশে ঘোড়া ছোটাল। একটু পরেই গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল যুবক। ভাবছে, এতদিন পর মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে। কিভাবে নেবে মা দীর্ঘ এই অন্তর্ধানের পর হঠাৎ ওর এই উপস্থিতি। ভাবছে, প্ল্যানটেশনে কাকতালীয় ভাবে যদি জোয়ানার সঙ্গে দেখা হয় তো কি ঘটবে। জোয়ানা কি আজও অপেক্ষা করছে, নাকি ভুলে গেছে? ও যদি কাউকে পছন্দ করে বিয়েও করে থাকে কিছুই বলার নেই। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে এল রনের। দূর থেকে সেক্ষেত্রে জোয়ানাকে দেখবে ও, দোয়া করবে যাতে সুখী হয়।

এক সময় প্ল্যানটেশনে পৌঁছল ওরা। ঘোড়া দুটো নিয়ে করালে গেল মাইক। রন ঢুকল বাড়িতে।

মিনিট দশেক পরে বাংকহাউজে এল মাইক। দেখল স্টোন আর ভার্ট একটা ছোট টেবিলের দু'ধারে বসে পোকার খেলছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল স্টোন। হাতের কার্ড নামিয়ে রাখল। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে তার। বলল, 'কতবার না বলেছি একা এভাবে হুটহাট করে চলে এসো না, বিপদ হতে পারে। এখন রক্ত গরম তাই বুঝতে পারছ না, বয়স হলে বুঝবে।'

বুড়োর আন্তরিকতায় হাসল মাইক। এক মাসে সুন্দর একটা সম্পর্ক হয়েছে ওর বুড়োদের সঙ্গে। ওকে ফোরম্যান মনে করে না দুই বুড়ো, ভাব দেখে মনে হয় মাইকের বয়স এখনও দশ পেরয়নি।

অভিভাবকের মত খবরদারি করে, তবে মাইকের নির্দেশ বিনা তর্কে মেনেও নেয়।

'আমি একা আসিনি।' হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো মাইকের। 'সঙ্গে রন বাকমাস্টারও এসেছে।'

'কী!' এক সঙ্গে চেঁচাল দুই বুড়ো।

'হ্যাঁ। বাসায় গেছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেন কি হয়েছে সমস্তটা জেনে নিল দুই বুড়ো।

'এত বছর পর আজকে হঠাৎ মনে হচ্ছে ঈশ্বর আছে,' ভার্টকে বলল স্টোন।

'সেই তো বিশ্বাস করলে!' কার্ড তুলে নিল ভার্ট, বার দুয়েক ফেঁটে বলল, 'জানতাম, গাধা সবসময় পানি ঘোলা করেই খায়।'

লিভিংরুমে বসে আছে অ্যানি। ঘুম আসছে না। ক'দিন হলো কি যেন হয়েছে ওর। নিজেকে আর বুঝতে পারছে না। একা থাকলেই, একটু অন্যমনস্ক হলেই চিন্তাস্রোতে এসে মিশে যাচ্ছে মাইক। যখন অ্যানি খেয়াল করছে, লজ্জায় লাল হচ্ছে দু'গাল। মাইকের কথা ভাবা তবু থামাতে পারছে না, একটু অবসর পেলেই মাইকের ছবি ফুটে উঠছে মানসপটে।

যেদিন ঝোপে ও মাইকের সঙ্গে দেখা করল, সেদিনের কথাই অ্যানির বেশি মনে পড়ে। ভুলতে পারে না কিভাবে মাইক বলেছিল বাড়ি থেকে অতদূরে না যেতে। কি গম্ভীর আর সচেতন দেখাচ্ছিল তখন মাইক ব্রনসনকে। ব্রনসন উপাধীটা সুন্দর। অ্যানি্ ব্রনসন শুনতে কেমন মিষ্টি শোনায়! সেদিনের পরেও মাইকের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে অ্যানির। মানুষটাকে ও চোখ দেখতে দেয়নি, তাকায়নি চোখ তুলে। ও জানে, চোখ দেখলেই মাইক ওর

মনের কথা বুঝে ফেলবে। লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা।

লাল ছোপ পড়ল অ্যানির গালে। আচ্ছা, মাইক কি ওরই মতন উতলা হয়ে ওকে ভাবে? মাইক উতলা হয় কিনা ভাবতে গিয়ে নিজেই তন্ময় হয়ে গেল অ্যানি। আচমকা চটকা ভাঙল ওর দরজার কাছ থেকে মিসেস বাকমাস্টারের আর্তচিৎকার শুনে। টানা আর্তনাদ থেমে গেল হঠাৎ।

দৌড়ে লিভিংরুম থেকে বেরল অ্যানি। দেখল দরজার কাছে দানব আকৃতির একজন লোক মিসেস বাকমাস্টারকে জড়িয়ে ধরেছে। দেখে মনে হচ্ছে মহিলা মারাত্মক অসুস্থ। সাহস সঞ্চয় করল অ্যানি, দৈত্যকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরনোর জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হলো, তারপর ভুল ভেঙে গেল ওর। দৈত্য একটা চেয়ার টান দিয়ে মিসেস বাকমাস্টারকে বসিয়ে দিয়েছে সেটায়। ভারী, সুরেলা নরম গলায় বলছে, 'দুঃখিত, মা, আমি এভাবে এসে হঠাৎ তোমাকে চমকে দিতে চাইনি। তুমি ঠিক আছ তো?' মহিলার ওপর ঝুঁকে ব্যগ্রভাবে কপালে হাত রাখল দৈত্য। এতক্ষণে অ্যানি রন বাকমাস্টারকে চিনতে পারল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে শরীরের পেশী ঢিল দিল সে।

'তোমার···তোমার ক্রাচ কোথায়?' দুর্বল স্বরে জানতে চাইলেন নেলি। ছেলের পায়ের দিকে চেয়ে আছেন তিনি।

'আমার এখন আর ক্রাচ লাগে না, মা।' হাসল রন। 'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন, ভূত প্রেত নই, আমি তোমারই ছেলে। হ্যাঁ, মা, বেঁচে আছি আমি, ভাল আছি, সুস্থ আছি।' এতক্ষণে অ্যানিকে খেয়াল করল রন। মৃদু নড করল। 'অ্যানি, তুমি কেমন আছ?'

'ভাল। আপনি?' ভূতে বিশ্বাস করে না অ্যানি, তবু মনের ওপর জোর খাটিয়ে পিছিয়ে যাওয়া রুখল বেচারি। সাবধান থাকা ভাল, ভূতও অভয় দিয়ে বলতে পারে সে ভূত নয়, কে জানে!

'খুব ভাল,' বলল রন। তাকাল মায়ের দিকে। 'পা-টা সার্জনরা হাঁটুর কাছ থেকে কেটে ফেলেছে। কাঠের পা লাগিয়ে হাঁটি এখন। কোন অসুবিধা হয় না।'

'কিন্তু বাবা, ঈশ্বর...'

'ওই আলোচনা পরে হবে, মা,' মিসেস নেলিকে থামিয়ে দিল রন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চেহারা, দু'চোখে আগ্রহ জ্বল জ্বল করছে। 'মা, একটা জরুরী ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলব?'

'বলো, বাবা।' ছেলে বেঁচে আছে, এর বেশি আর কিছুই চাওয়া নেই তাঁর। রনের প্রায় যে কোন আবদার মেনে নিতে রাজি আছেন তিনি। গভীর প্রশান্তির একটা বোধ মিসেস নেলিকে ঘিরে ধরল।

'মা।' হাঁটু মুড়ে মিসেস নেলির সামনে বসল রন। 'মা, জোয়ানা কেমন আছে?'

'জানি না, রন।' হঠাৎ কর্কশ হয়ে গেল মিসেস নেলির কণ্ঠস্বর। 'সে আর এখানে আসে না। তোমার চিঠিটা তাকে পড়ে শোনানোর পর থেকেই তার আসা বন্ধ হয়েছে।'

'কিন্তু, মা, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যে চিঠিটা দিয়েছিলাম সেটা তুমি ওকে পড়তে দিয়েছ, তাই না, মা?' শেষ দিকে অনিশ্চিত অসহায় হয়ে গেল রনের গলা।

'না, দিইনি,' দৃঢ় স্বরে বললেন মিসেস নেলি। 'দেয়ার সুযোগ ঘটেনি।' কঠোর হয়ে গেল তাঁর কমনীয় চেহারা। দু'চোখের কোণে ভাঁজ পড়ল। 'শোনো, রন, জোয়ানা মেয়েটা কখনোই তোমাকে ভালবাসেনি।' হঠাৎ মহিলা খেয়াল করলেন অ্যানি তাঁদের মাঝে উপস্থিত। হাতের ইশারায় অ্যানিকে তিনি যেতে বললেন। তারপর তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের চোখে। 'জোয়ানা অনেকদিন ধরেই কর্নেলের ব্যবসার খাতাপত্র দেখে। ওর জানা ছিল কর্নেলের প্ল্যানটেশন ঋণে ডুবে গেছে। তোমার বাবাই প্রধান পাওনাদার।

জোয়ানা জানে ওরা শুধু নামে মাত্র মালিক। আসলে ওটা আমাদের সম্পত্তি। জাল পেতে তোমাকে সেজন্যেই ধরেছিল মেয়েটা, জানত তোমাকে বিয়ে করতে পারলেই শুধু ওদের খামার টিকিয়ে রাখতে পারবে। আর কোন কারণে নয়, শুধু এজন্যেই তোমাকে সে বিয়ে করতে রাজি ছিল।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না, মা,' ফিসফিস করে বলল রন। মায়ের প্রতিটি কথায় বুকের একটা করে পাঁজর যেন ভেঙে গেছে ওর। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল সে। 'আমার চিঠি পেয়ে জোয়ানা কি বলেছিল আমাকে বলো, মা; বলো, জোয়ানা অমন মেয়ে নয়!'

'বলতে পারলে খুশি হতাম।'

'মা!' ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল রন।

'রন, তুমি ওকে ভুলে যাও,' শান্ত স্বরে বললেন নেলি। 'জানো, তোমার চিঠি পাওয়ার পর সে কি বলেছে? বলেছে আমি তোমার মাথা খেয়েছি, সমস্ত দোষ আমার দেয়া ভুল ধর্মীয় ব্যাখ্যার, আমি নাকি তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি, আমিই নাকি তার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছি!' দাঁতে দাঁত চাপলেন মহিলা। সামলে নিয়ে বললেন, 'আমিও ছেড়ে কথা বলিনি। বলে দিয়েছি অপেক্ষা করে আবার আরেকজন ধনী যুবক ধরুক, সেই লোক হয়তো ফকির হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে তাকে।'

'মা! ঠাট্টা করছ, তুমি নিশ্চয়ই জোয়ানাকে একথা বলোনি!'

'বলেছি। কতবড় দুঃসাহস মেয়েটার, বলেছে আমাকে নাকি সে কোন দিনও ক্ষমা করতে পারবে না! বিদায় না নিয়েই গট গট করে চলে গেছে। অভদ্র! লোভী মেয়ে! টাকার জন্যে জোয়ানা তোমাকে বিয়ে করবে এটা আমি হতে দেব না।'

রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে রনের চেহারা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে মা'র এই দুর্ব্যবহারের কারণ। ছেলের কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজি

নন মা। হিংসা। অন্য কোন মেয়ে এবাড়িতে তাঁর সমান সম্মান পাবে এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। এব্যাপারে আর একটা কথাও বলল না রন। থমথম করছে ওর মুখ। কিছুক্ষণ হাত পিছমোড়া করে পায়চারি করল সে। তারপর মিসেস্ নেলির সামনে থেমে দাঁড়াল।

'মা,' বলল সে, 'তুমি জোয়ানাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। ও আমাকে ক্ষমা করবে না, কখনোই ওকে পাব না আমি আর। তবে জেনে রেখো, তোমার ইচ্ছেও পূরণ হবে না, দুধের শিশুর মত আমি চুপ করে বসে থাকব না। আজ থেকে বাবার অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নিয়েছি আমি। বাকমাস্টার্স্ বেন্ডে আউট-লদের আধিপত্য আর চলবে না।'

'না!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল নেলির মুখ। থর থর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। 'তোমার বাবা পাপ করেছেন বলেই ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে তোমার!' দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন নেলি। 'তুমিও ওই অভিশপ্ত পথে যেয়ো না। আমার কথা চিন্তা করো, ঈশ্বর তোমাকে আবার কেড়ে নিলে বাঁচব না আমি।'

'দুঃখিত, মা,' বলল রন। 'আমি বিশ্বাস করি না বাবা পাপ করেছেন। সবারই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। ঈশ্বর যদি দুর্বলকে বাঁচালে অভিশাপ দেন, আমি তাঁর অভিশাপ কামনা করি।'

'এসব বোলো না, রন, দোজখে পুড়বে।'

'পুড়লে সেটাই আমার নিয়তি।' হাসল রন। দুঃখের হাসি। 'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি, মা। সেই বুড়ো ওক গাছে, যেটায় বাবা আউট-লদের ফাঁসি দিতেন, লারসেনের চার স্যাঙাতকে আমি ঝুলিয়ে দিয়েছি। যদি বেঁচে থাকি, আরও অনেকেই ওই গাছে ঝুলবে।'

বিস্ফারিত চোখে রনের দিকে তাকালেন নেলি। কবে তাঁর ছেলে পুরুষমানুষের মত কথা বলতে শিখল! সামনে দাঁড়ানো এই

আত্মপ্রত্যয়ী যুবককে আর তিনি চিনতে পারছেন না। অপরিচিত লাগছে!

রাত তিনটে। দরজায় দমাদম বাড়ির শব্দে ঘুম ভাঙল পিটার লারসেনের। লণ্ঠন জ্বালল সে। দেখল পাশের খাটে হুভার এখনও মড়ার মত ঘুমাচ্ছে।

দরজা খুলল সে। সামনে উত্তেজিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে এক আউট-ল। লোকটা জানাল বব আর তার তিন সঙ্গীর ঘোড়া আরোহী ছাড়াই ফিরে এসেছে।

'আমি ববকে বলেছিলাম এটা ফাঁদ,' ঘুম জড়ানো স্বরে বলল লারসেন। 'তুমি ছয়জনের একটা দল নিয়ে দেখোগে ওদের কি হয়েছে। সাবধান থাকবে, জিম। আর কোন লোক হারাতে চাই না আমি।'

নিঃশব্দে চলে গেল লোকটা। দরজা বন্ধ করে দিল লারসেন। কম্বলের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। ভোরে ঘুম ভাঙল তার দরজা ধাক্কানোর শব্দে।

দরজা খুলল লারসেন। দেখল ফিরে এসেছে জিম। মুখটা পাঙসুটে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল সে।

'আমরা ওদের পেয়েছি,' শুকনো গলায় বলল আউট-ল।

'কোথায়?'

'নদীর ওপারে। বিরাট ওক গাছটায় ঝুলছে।'

'নাস্তা দিতে বলো।' হাতের ইশারায় আউট-লকে বিদায় করল লারসেন। হুভারের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলা দিল গায়ে। 'ওঠো, হুভার, ওরা আমাদের ঘুমাতে দেবে না।'

তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরল আতঙ্কিত হুভার। জেগেই ছিল,

আউট-লর কথা শুনেছে সে।

ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরাল লারসেন। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে শেভ করল। বোঝার কোন উপায় নেই কি চলছে তার মাথায়, আপন মনে কাজ করছে, একবারও হুভারের দিকে তাকাচ্ছে না। শেভ সেরে মেরুন রঙের একটা ওভার শার্ট গায়ে চাপাল আউট-ল। যত্নের সঙ্গে টাই বাঁধল। তারপর কোমরে গানবেল্ট আর উরুতে সিক্সগান বেঁধে ঘর থেকে বেরল।

নাস্তার টেবিলে। কিছুই মুখে তুলতে পারছে না হুভার। বিস্বাদ লাগছে মুখের ভেতরটা।

'তুমি কিন্তু কিছুই খাচ্ছ না,' বলল লারসেন। এমুহূর্তে তার ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সদয় গৃহকর্তা, অতিথির যথার্থ আতিথেয়তায় অতি সচেতন একজন ভদ্রলোক। নিজে মাখন লাগানো রুটি তুলে দিল সে হুভারের প্লেটে। 'খেয়ে নাও,' বলল সে, 'সারাদিন কত পরিশ্রম করতে হবে, কি আছে কপালে, কে বলতে পারে। শরীরে শক্তি জমা করে রাখো।'

আউট-ল নেতার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রায় কিছুই খেতে পারল না হুভার।

সূর্য উঠতেই স্যাডলে চাপল ওরা। লারসেনের অনুরোধে হুভারকেও যেতে হচ্ছে। কোথায়, জানে না হুভার। আউট-ল দলের শেষে, লারসেনের পাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলল সে।

'চমৎকার সকাল,' চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল লারসেন। 'কি অপূর্ব শোভা অরণ্যের হাজারো রঙে! বুঝলে, হুভার,' লাল শার্ট পরা হুভারের দিকে তাকাল আউট-ল, 'আমার হৃদয়ে একজন সত্যিকার শিল্পী বাস করে। ব্রায়্যান্টের "দা মেলাঙ্কলি ডে'জ আর কাম, দা স্যাডেস্ট অভ দা ইয়ার" আমার যতখানি ভাল লাগে, তার চেয়ে ঢের পছন্দ করি কীটসের "সীজন অভ মিস্ট, অ্যান্ড মেলোও

ফ্রুটফুলনেস"।

'তবে লঙফেলোর তুলনা হয় না। বসন্তের কি অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। "হি কামস নট লাইক আ পিলগ্রিম..." লঙফেলোকে তোমার ভাল লাগে না, হুভার?'

'কি জানি, আমি কখনও কবিতা পড়িনি।'

হুভারের মত বেরসিকের সঙ্গে কথা বলে আর সময় নষ্ট করল না লারসেন। আপন মনে প্রিয় কবিতাগুলো থেকে একছত্র দু'ছত্র করে আবৃত্তি করল। কখনও গুনগুন করে গান গাইল দু'এক কলি।

দিকচক্রবালে টিলার মাথা ছাড়িয়ে সূর্যটা উঠতেই নদী পার হয়ে পৌঁছে গেল ওরা বুড়ো ওকের কাছে।

শিউরে উঠল হুভার সামনের দৃশ্যটা দেখে। চুপ হয়ে গেল সবাই।

হালকা বাতাসে অল্প অল্প দুলছে ওক গাছের নিচের ডালে বাঁধা চারটা লাশ। থুতনি পর্যন্ত জিভ বেরিয়ে আছে প্রত্যেকের। চেহারায় আতঙ্ক আর যন্ত্রণার ছাপ। মুখের চামড়ার রঙ নীলচে। গলায় এঁটে বসেছে ফাঁসির দড়ি।

'রঙের ব্যাপারে আমি খুব স্পর্শকাতর,' অনেকটা আপন মনেই বলল লারসেন। 'চেরি, টিউলিপ, ড্যাফোডিল, ভায়োলেট—সবই দেখছি আছে এখানে, কিন্তু রক্ত গোলাপ ছাড়া ফুলের এই ঝুড়ি ঠিক যেন মানাচ্ছে না।' আউট-লদের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাই, বোকার মত কি দেখছ তোমরা! বাঁধো হুভারকে!'

'না, না...তুমি নিশ্চয়ই আমাকে...কি করেছি আমি!' প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল হুভার।

'কি করেছ জানো না?' চোখ সরু হয়ে গেল আউট-লর। 'জেরেমি একটা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের শেষ করতে ফিডলারদের ডেকে এনেছিল সে। পারেনি। তুমি বদমাশটার অনুচর, তোমাকে

পাঠিয়েছে সে আমার ক্ষতি করতে। জানো না কি করেছ?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লারসেন। 'ববের বদলে আমি যদি যেতাম এই গাছেই ঝুলতে হত এখন আমাকে।'

'না, লারসেন, আমি কিছুই করিনি...বিশ্বাস করো ভুল হয়ে গেছে...ইচ্ছে করে আমি...বিশ্বাস করো জেরেমি রাসেল আমাকে পাঠায়নি...দয়া করে মাফ করে দাও, জীবনে আর কখনও...' লারসেনের কঠোর চেহারা দেখে লাভ হবে না বুঝে ফেলল হুভার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

হাতের ঝাপটায় সঙ্গীদের ইশারা করল লারসেন।

ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে আউট-লরা যখন তাকে ঝুলিয়ে দিল, তখনও বাধা দিতে চেষ্টা করল না সে। কয়েকবার শুধু ঝাঁকি খেলো হুভারের দেহ। তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা। বাকি চারটা লাশের সঙ্গে একই ছন্দ বজায় রেখে দুলতে লাগল বাতাসে।

'এরপর ব্রনসন আর বক্স বি'র কাউবয়দের পালা।' গাছের দিক থেকে চোখ ফেরাল লারসেন। 'গুলি করে তারপর ওদের ঝোলাতে হতে পারে, তবে শিল্পের মান তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না।'

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তানার দিকে চলল এবার লারসেন। তার পেছনে সঙ্গী আউট-লর দল।

মায়ের সঙ্গে কথা সেরে নিজের ঘরে গেল রন, একটা চিঠি লিখে খামে ভরে বুক পকেটে রাখল, তারপর এলো বাংকহাউজে। কিছুক্ষণ গল্প করল বুড়ো দুই কাউহ্যান্ডের সঙ্গে।

মিনিট দশেক পর মাইককে সঙ্গে নিয়ে বাংকহাউজ থেকে বেরল। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো মৃত ওভারশিয়ারের কেবিনের সামনে। ওখানে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রন। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। লণ্ঠন জ্বেলে বসল ডেন্টের

বিছানায়।

চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি হলো মাইক।

অনেকক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। তারপর মুখ খুলল রন। 'আচ্ছা মাইক, তোমার কি মনে হয়, এ লড়াইয়ে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কতটুকু? লারসেনের লোকবল অনেক বেশি, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওদের লোক বেশি। আমি তোমাকে কোন মিথ্যে আশা দিচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় ওদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়ে জেতার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র দশ ভাগ। অন্য কেউ আউট-লদের নেতা হলে বলতাম শতকরা বিশ ভাগ, কিন্তু লারসেন শিক্ষিত জানোয়ার।'

'অথচ ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই,' চিন্তিত চেহারায় বলল রন।

মাথা নাড়ল মাইক। 'আসলেই নেই। অন্তত পিটার লারসেন বেঁচে থাকতে নয়। লোকটার জেদ চেপে গেছে, আমাদের ধ্বংস না দেখে শান্তি নেই। আমিও খানিকটা দায়ী, লোকটাকে আরও খেপিয়ে দিয়েছি তার ঘোড়াটা কেড়ে নিয়ে।'

'এবার লোকটা কি করবে বলে তোমার ধারণা?'

'আমরা ওর চারজন সঙ্গীকে ফাঁসি দিয়েছি।' গম্ভীর হয়ে গেল মাইক। 'সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে সে যত দ্রুত সম্ভব।'

'লারসেন আসবে সেই আশায় আমি অপেক্ষা করতে চাই না,' বলল রন, 'আমি লড়াইটা ওর কাছে নিয়ে যাব, ওর আখড়ায় গিয়ে হামলা করব।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল যুবক, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমার বাবাকে খুন করেছে লারসেন। ওকে শেষ করার বিনিময়ে দুনিয়ার সব কিছু দিতে রাজি আছি আমি।'

'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি,' বলল মাইক। 'তোমার পরিস্থিতিতে পড়লে আমিও একই সিদ্ধান্ত নিতাম, এবং

সম্ভবত লারসেনের কাছে পৌঁছবার আগেই মারা যেতাম। বেশ অনেকদিন হলো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি আমি। সংখ্যায় আমরা কম। এখন তোমাকে নিয়ে মাত্র চোদ্দ জন। আমাদের তিনগুণ লোক আছে লারসেনের। প্রত্যেকেই তারা অভিজ্ঞ। ফিডলারদের খুন করার ধরন দেখে বোঝা যায় মায়া দয়া নেই কারও প্রাণে।

'ওদের এলাকায় ঢুকে প্রাণ নিয়ে হয়তো বেরোনো যাবে, তবে জিতে আসা অসম্ভব।'

'তুমি কি করতে বলো?' মাইক চুপ হয়ে যাওয়ায় জানতে চাইল রন।

'আমি ভেবে ঠিক করেছি নিজের এলাকায়, নিজেদের ঘাঁটিতে ওদের সঙ্গে লড়ব। ক্যাম্প গুটিয়ে কাউবয়দের প্ল্যানটেশনে চলে আসতে বলার সেটাও একটা কারণ। ঘোড়াগুলো কেড়ে নেয়া লারসেনের জন্যে মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আসতে তাকে হবেই। আমরাও তৈরি থাকব। আমাদের লোক ইশাম ট্রেইলে নজর রাখবে, লারসেনকে নদী পেরোতে দেখলেই খবর দেবে সে।' থেমে দম নিল মাইক। তারপর বলল, 'অবশ্য তুমিই র‍্যাঞ্চের মালিক। ইচ্ছে করলে পরিকল্পনায় অদল বদল করতে পারো। যাই করো না কেন, ভেবে চিন্তে কোরো, তোমার সিদ্ধান্তের ওপর তেরোজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে এটা মনে রেখো।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল রন। 'এখানেই লড়ার প্রস্তুতি নেয়া উচিত।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে মাইকের হাতে দিল সে। 'এটা রাখো, মাইক। লড়াই শেষ হওয়ার পরও আমি বেঁচে থাকলে আমাকে ফেরত দেবে, নাহলে পৌঁছে দেবে জোয়ানা রডানির হাতে। আমাকে কথা দাও।'

'কথা দিচ্ছি।' চিঠিটা পকেটে রাখল মাইক। অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে

ওকে। লাল হয়ে গেল চেহারা। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। তারপর বলল, 'আমিও মারা যেতে পারি, রন। ভবঘুরে এক কাউবয় আমি। মারা গেলে কেউ কাঁদবে না, এক সময় বন্ধুরাও ভুলে যাবে, আমার ওপর কেউ নির্ভর করে নেই—তবুও ছোট্ট একটা অনুরোধ করব, আমি যদি মরে যাই, তুমি দেখো অ্যানি যেন কখনও অবহেলিত না হয়। ভাল একজন মানুষ দেখে ওর বিয়ে দিয়ো তুমি, চেষ্টা কোরো যাতে ও সুখে থাকে।'

'আমিও কথা দিলাম।' হাসল রন। 'ভাবছি তোমার কথাগুলো অ্যানিকে বলে দেব কিনা।'

'বলেই দেখো, অ্যানি জানার আধঘণ্টার মধ্যে তোমার চিঠি মিস রডনির হাতে পৌঁছে দেব।'

ওভারশিয়ারের কেবিন থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। দু'জনেই জানে এই অসম লড়াইয়ে ওরা বেঁচে নাও থাকতে পারে।

ক্যাম্প গুটিয়ে চলে এসেছে কাউবয়রা। ওয়্যাগনটা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোকে করালে রাখা হয়েছে। পালা করে ইশাম ট্রেইলে পাহারার ব্যবস্থা করল মাইক। প্রহরী দু'জন চলে গেল। বাকিরা ঢুকল বাংকহাউজে। ঘুমে ওদের চোখ ভেঙে আসছে।

নির্বিঘ্নেই রাতটা পার হলো।

নাস্তার টেবিলে মাইকের সঙ্গে দেখা হলো রন, মিসেস নেলি আর অ্যানির। নীরবে খাওয়া সারল ওরা। কোন কথা হলো না। আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি কঠোর একটা শীতল নির্জীব মুখোশ পরেছেন যেন মিসেস নেলি। বাড়ি থেকে বেরোতে পেরে স্বস্তি পেল মাইক। রনকেও ওর অস্বাভাবিক গম্ভীর লেগেছে। নাস্তা

শেষ না করেই নিজের ঘরে ফিরেছে সে। মা ছেলেতে ঝগড়া, আন্দাজ করেছে মাইক।

আজকের দিনটা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে ব্যস্ততার মাঝে কাটবে। কাউবয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ডুবে গেল মাইক। প্রত্যেকেই তারা অভিজ্ঞ যোদ্ধা। কারও মতামতই ফেলনা নয়। সবার সঙ্গে কথা বলে প্ল্যানটেশন সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা দাঁড় করাল সে। করালের সামনে ফেলা হলো কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি। বাড়ির পেছন দিক আর জঙ্গলের কাছে পাহারা দিতে গেল দু'জন করে কাউহ্যান্ড। বাংকহাউজটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ওটার দায়িত্ব ভার্ট আর স্টোনকে দিল মাইক। বিনা কাজে বসিয়ে রেখে বুড়োদের আত্মাভিমানে আঘাত করতে চায়নি সে।

কাজ শেষে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো মাইক, তবে মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা গেল না।

নাস্তার টেবিলে অপ্রীতিকর পরিবেশ উপলব্ধি করেছে অ্যানি। বুঝতে পারেনি আজকে হঠাৎ কেন সবাই অস্বাভাবিক আচরণ করছে। নাস্তা সেরে লিভিঙরুমে চলে এল অ্যানি। আসবাবপত্র ঝাড়ামোছার ফাঁকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল। সচেতন ও, মিসেস নেলির পায়ের শব্দ পেলেই ঝাড়ন রেখে সোফায় বসে পড়বে। মিসেস নেলি চান না ও ঘরের কাজ করুক। ভ্রূ কুঁচকে গেল অ্যানির, পায়ের শব্দ না? না। আবার কাজে মন দিল ও। মিসেস নেলি অত্যন্ত ভদ্র একজন মহিলা, তবে মোটেই আন্তরিক নন। ভাল ব্যবহার করলেও দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। ভয় মেশানো সম্ভ্রম জাগে মহিলার সংস্পর্শে এলে।

অ্যানি টের পায়নি কখন নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রন। গলার শব্দে চমকে উঠল মেয়েটা।

'অ্যানি,' বলল রন। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক

জবাব দেবে?'

'বলুন।' ঘুরে রনের মুখোমুখি হলো অ্যানি।

'বলো তো, যখন কোন মেয়ে কোন পুরুষকে ভালবাসে; জানে পুরুষটা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখন মেয়েটা কি ভালবাসার পুরুষটিকে তার ভালবাসার কথা বলে? মনে করিয়ে দেয় সে তার পুরুষটির জন্যে অপেক্ষা করবে?'

ভাবতে গিয়ে মাইকের চেহারা ভেসে উঠল মনে, লজ্জায় লাল হলো অ্যানি। তারপর কোন রকমে বলল, 'আমি জানি না, মিস্টার বাকমাস্টার!'

'তুমি তো মাইক ব্রনসনকে ভালবাসো। বাসো না?'

দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস নেলি। রন আর অ্যানিকে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। দেখলেন অ্যানির লজ্জা রাঙা মুখ। শুনলেন অ্যানির অস্ফুট স্বর।

'আমি...আমি...দয়া করে আমায় ও প্রশ্ন করবেন না, প্লীজ।'

রন আর অ্যানির অলক্ষে ঝট করে দরজা থেকে সরে গেলেন মিসেস নেলি। অসহ্য রাগে গা জ্বলছে তাঁর।

মাইক অ্যানিকে ভালবাসে সে-কথা মেয়েটিকে জানিয়ে কাউবয়রা কে কোথায় অবস্থান নিয়েছে দেখতে বেরল রন। মনটা হালকা লাগছে তার। সে জোয়ানাকে না পেতে পারে, তবে বেঁচে থাকলে মাইক তার প্রেমিকাকে নিঃসন্দেহে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাবে। অ্যানি মাইককে ভালবাসে।

আধঘণ্টা পর কুক আন্ট ভিনির ছাই রঙা বুড়ো পনিটা বাড়ির খিড়কি দরজায় এসে দাঁড়াল। জীর্ণ একটা সাইডস্যাডল চাপানো হয়েছে ওটার পিঠে।

বাড়ির ভেতর, মিসেস নেলি বললেন অ্যানির উদ্দেশে, 'এবাড়িতে তোমাকে আর রাখতে পারছি না, অ্যানি। তুমি

রডনিদের ওখানে চলে যাও। ওরা হয়তো তোমাকে আশ্রয় দেবে।'

'কিন্তু মিসেস নেলি, দয়া করে বলুন, কি করেছি আমি,' অনুনয় করল অ্যানি। 'হঠাৎ এভাবে কোথায় যাব, কাউকে তো আমি ভাল করে চিনি না।'

'ওসব তোমার ব্যাপার তুমি বুঝে দেখো,' কঠোর স্বরে বললেন নেলি। 'বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার সময় মনে ছিল না? যেখানে ইচ্ছা যাও, এবাড়িতে তোমার থাকা উঠে গেছে।' গটগট করে হেঁটে অন্দরমহলের দিকে গেলেন মহিলা। পর্দা সরিয়ে দরজার ওপাশে যাওয়ার আগে ঘুরে দাঁড়ালেন। হাতের ঝাপটায় দরজা দিয়ে বেরতে ইশারা করলেন অ্যানিকে।

মাথা নিচু করে বাড়ির বাইরে পা রাখল অ্যানি। কি করবে, কোথায় যাবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু অনুভব করছে বুকের মাঝে চাপ চাপ কষ্ট। লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে মাটির সঙ্গে। কি করেছে ও?

অ্যানি জানে না, পুত্র স্নেহে অন্ধ এক গর্বিতা মহিলার অযৌক্তিক হিংসার শিকার হয়েছে ও বিনা দোষে।

রন বাকমাস্টার বাসায় নেই, এই বিতাড়িত অবস্থায় মাইকের মুখোমুখি হতে, সাহায্যের জন্যে হাত পাততে বাধল অ্যানির। চোখের পানি মুছে পা বাড়াল সে।

বিমর্ষ চেহারায় ছাই রঙা পনির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আন্ট ভিনি। অ্যানির হাতে আলতো চাপড় দিল বুড়ি। কোমল স্বরে বলল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মী মেয়ে। কর্তা মরার পর থেকে মিসেস নেলির মাথার ঠিক নেই। তুমি মিস জোয়ানার কাছে যাও। তিনি তোমাকে থাকতে দেবেন। ওখানে পৌঁছে স্যাডল হর্নের সঙ্গে পনির ব্রিডল বেঁধে দিয়ো, ঠিক ঠিক চলে আসবে ওটা।'

পনিতে চড়ে বাড়ির পেছন দিকের জঙ্গল ঘুরে মেইন ট্রেইলে

পড়ল অ্যানি। লজ্জায় ওর মাথা নুয়ে আছে। কেউ ওকে দেখতে পেল না, বাংকহাউজে কাউহ্যান্ডদের মীটিঙ ডেকেছে রন বাকমাস্টার।

মাইকের প্রহরীরা ইশাম ফোর্ড ট্রেইলে কাউকে দেখতে পায়নি। দেখার কোন কারণ নেই। সকালে বুড়ো ওক গাছে হুভারকে ফাঁসি দিয়েছে লারসেন। তারপর আস্তানায় ফেরার এক ঘণ্টার মধ্যে সদলবলে রওয়ানা হয়ে গেছে। খালি পড়ে আছে ইশাম ফোর্ডের বাড়িটা।

নদীর পানি কমে যাওয়ায় অনেক জায়গাতেই এখন পারাপার সম্ভব। সারাদিন প্ল্যানটেশন পাহারা দিল মাইক আর আটজন কাউবয়। কেউ এলো না। বিকালের আগেই ট্র্যাপ থেকে ঘোড়া এনে করালে ঢোকাল ওরা। রাতে করালে আক্রমণ হতে পারে। করালের ওপর সতর্ক নজর থাকল সবার। সন্ধেয় বাংকহাউজে সাপার সেরে যার যার অবস্থানে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল সবাই। রন বা মাইক, কেউ জানল না এই ভয়াবহ বিপদের মাঝে অ্যানিকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন মিসেস নেলি।

সূর্যাস্তের সময় সবকজন অনুচর সহ নদী পার হলো লারসেন। গত এক মাস ফেরি চলাচল বন্ধ। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর গভীরতা এতই কম, ফেরির তলা নদীর মেঝে ছুঁয়েছে। লারসেনদের পার হতে কেউ দেখল না। ফেরি বন্ধ হওয়ায় প্ল্যানটেশনের কাজে ফিরে গেছে স্যান্ডি। অ্যানি আর ওর বাবার পরিত্যক্ত কেবিনেও কেউ থাকে না। স্টোরকীপ মার্ক উইড ছাড়া নদীতীর জনশূন্য।

মার্ক উইডের স্টোরের সামনে ঘোড়া থামিয়ে ভেতরে ঢুকল লারসেন।

দিনের বেলা উইড খদ্দের পায় না বললেই চলে। রাতে আসে

তারা। বেশির ভাগই ইন্ডিয়ান। সামান্য মদ কিনে ফিরে যায়। টাকা পয়সা নেই। সুতরাং তেরোজন আউট-লকে একসঙ্গে দোকানে উপস্থিত হতে দেখে খুব খুশি হলো উইড। লারসেনকে চিনতে পেরে প্রসারিত দু'ঠোঁট কানের কাছে গিয়ে ঠেকল তার। জানা আছে, দু'হাত খুলে খরচ করে লারসেন।

'গুড ইভনিঙ, মিস্টার উইড,' উৎফুল্ল স্বরে বলল লারসেন। 'ব্যবসা কেমন চলছে?' গা ঘিন ঘিন করছে তার, বোঝার উপায় নেই।

'ভাল না।' মেঝেতে তামাকের কষ ফেলল উইড। 'কি দেব তোমাদের?'

'লাগবে না।' এক পা সামনে বাড়ল লারসেন। সঙ্গীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। দৃষ্টি আবার স্থির হলো উইডের ওপর। 'এমনি দেখতে এলাম। এখানে দোকান খুলেছে, বুদ্ধি আছে জেরেমি রাসেলের। ভাগ্যটাও ভাল, নাহলে তোমার মত লোক পেত না গোটা পশ্চিম খুঁজে।'

'হেহ্ হেহ্ হেহ্!' বিগলিত হাসল উইড।

'জেরেমি রাসেলকে লাভের কত অংশ দাও?' জানতে চাইল লারসেন। কঠোর হয়ে গেছে তার চেহারা।

'অর্ধেক।' আউট-লর পরিবর্তন খেয়াল করেনি উইড। বলে চলল, 'পরিশ্রম করি আমি, আর লাভের অর্ধেক নিয়ে যায় জেরেমি। একদিন আমি নিজেই এখানে দোকান বসাব।'

'মদ বেচা ছাড়া উপরি রোজগার কত হয়? শেরিফ-মার্শালদের কাছে তথ্য বিক্রির ব্যবসা কতটা লাভজনক? ফেরিতে কারা পার হচ্ছে জানিয়ে যে লাভটা করো জেরেমি রাসেল তার ভাগ পায়?' অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে উইডের দিকে তাকাল লারসেন।

লাল হয়ে গেল উইডের চেহারা। ঢোক গিলল সে। মুখ নিচু

করে চুপ করে থাকল।

'ছোট ব্যবসা,' আপন মনে বলল লারসেন। 'ছোট সবকিছুই আমি ঘৃণা করি।'

ডানহাত উঁচিয়ে ইশারা করল লারসেন। নড়ে উঠল পেছনে দাঁড়ানো একজন আউট-ল। দড়ির ফাঁস উইডের গলায় উড়ে গিয়ে এঁটে বসল। স্টোরের বীমের ওপর দিয়ে দড়ির আরেক প্রান্ত গলিয়ে এবার এক সঙ্গে টান দিল কয়েকজন। শূন্যে উঠে গেল মার্ক উইডের দেহ। উন্মত্তের মত দু'পা ছুঁড়তে শুরু করল সে। দু'চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

তার পায়ের আঘাতে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল কাউন্টারে রাখা কেরোসিনের লণ্ঠন।

সবাইকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করল লারসেন। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে মেঝেতে ফেলল সে। দপ করে জ্বলে উঠল কেরোসিন। চড়চড় শব্দে পুড়তে লাগল মেঝের শুকনো কাঠ।

খানিকটা দূরে গিয়ে ফিরে তাকাল লারসেন। দাউ দাউ করে জ্বলছে উইডের দোকান।

আঁধার নেমেছে। শহরের লোকেরা এদিকে তাকালে দেখতে পাবে আগুনের লাল শিখা। তবে তাকাবে না তারা। বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে বসে আছে সবাই।

জেরেমির অফিস। চেয়ারে বসে আছে লোকটা। হিসেব করছে কত টাকার ক্ষতি হলো তার এ পর্যন্ত।

ছায়া পড়ল টেবিলে। কাগজ থেকে মুখ তুলল জেরেমি। চমকে উঠল।

টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে পিটার লারসেন। পেছনে তার ছয়সাত জন সঙ্গী। লোকগুলোর গম্ভীর চেহারায় অশুভ কি যেন

একটা আছে।

ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল সেলুনমালিক। চেহারা নির্বিকার রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও, কেন এসেছ, লারসেন?'

'তোমার কি মনে হয়, কেন এসেছি?' একটু ঝুঁকে এল লারসেন।

'না বললে জানব কি করে?' অস্বস্তির ছাপ পড়ল সেলুনমালিকের মুখে।

'তুমি জানো আমি কেন এসেছি, জেরেমি।' লারসেনের ইশারায় ছড়িয়ে দাঁড়াল আউট-লরা। 'তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাব, জেরেমি,' শান্তস্বরে বলল লারসেন, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'অতখানি চালাক তুমি নও। আমার পেছনে লাগা তোমার উচিত হয়নি। ফিডলারদের ডেকে ভুল করেছিলে, মাফ করে দিলাম, কিন্তু হুভারকে দিয়ে ফাঁদ পাতার চেষ্টা করা তোমার বোকামি হয়ে গেছে। এখন আমি নিশ্চিত জানি তুমি আমাকে সরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছ।'

ডানহাত ওপরে তুলে তুড়ি বাজাল লারসেন। দু'জন আউট-ল এগিয়ে এসে জেরেমি রাসেলকে ধরে ফেলল। কানের ফুটোয় ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। টেনে হিঁচড়ে ভীতচকিত লোকটাকে বের করে নিয়ে গেল অফিস থেকে।

দুর্ভাগ্য টার্ক বীম্যানের, জেরেমির সঙ্গে দেখা করতে আসছিল সে, অফিসের দরজায় ধরা পড়ল আউট-লদের হাতে। জেরেমির সঙ্গে তাকেও নিয়ে চলল আউট-লরা।

লিভিংরুমে বসে আছেন কর্নেল। তাঁর জখমী পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। গতকাল হাঁটতে গিয়ে বেমক্কা পা ফেলেছিলেন, এখন আর পা-টা নাড়তেই পারছেন না। হাঁটা বন্ধ। তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে

জোয়ানা আর অ্যানি। দু'জনই আলাদা পরামর্শ দিয়ে কর্নেলকে সুস্থ করে তুলতে চাইছে।

অসহায় বোধ করছেন কর্নেল। বুঝতে পারছেন না কার কথাকে গুরুত্ব দেবেন। কাউকেই দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই তাঁর। তবে সবচে' বড় অসুবিধার কথা, কাউকে গাল দেবেন সে উপায় নেই। স্যামুয়েল গেছে বাকমাস্টারদের প্ল্যানটেশনে তাঁর জন্যে মলম আনতে। গতবার ঘরে বানানো ওই মলমে তাঁর বেশ উপকার হয়েছিল।

মেয়ে দুটোর হাত থেকে বাঁচার বুদ্ধি খুঁজছেন কর্নেল, এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ক্যাপটেন ডেভিড। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। ভুলে গেছে দরজায় নক করে ঘরে ঢোকার স্বাভাবিক ভদ্রতা।

'কর্নেল, স্যার, দোজখ ভেঙে পড়েছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'কি ব্যাপার?' কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইলেন কর্নেল। 'কি হয়েছে খুলে বলো।'

'পিটার লারসেন শহরে এসেছে, স্যার! সঙ্গে তিরিশ চল্লিশ জন আউট-ল। সেলুনটা তছনছ করছে।'

'ডেপুটি শেরিফ টার্ক বীম্যান কোথায়, সে ওদের ঠেকাচ্ছে না?'

'না, স্যার।'

'কেন?' ভ্রূ কোঁচকালেন কর্নেল।

'বীম্যান আর জেরেমি রাসেল পালাতে চেষ্টা করছিল। কুয়োর পাড়ে যে ওক গাছটা আছে সেটায় তাদের ঝুলিয়ে দিয়েছে পিটার লারসেন।'

'বেশ করেছে,' বিড়বিড় করে বললেন কর্নেল। তাকালেন

ক্যাপটেনের দিকে। 'লারসেন জঘন্য নীচ একজন খুনী না হলে ওকে আমি ধন্যবাদ দিতাম।'

'এটা ঠাট্টার সময় নয়, কর্নেল!' বিমর্ষ ক্যাপটেনের চেহারা। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'কিছু একটা করা দরকার, স্যার,' বলল সে। 'নিজের বাড়িতেও কেউ নিরাপদ নয়। লারসেন কি যে করে বসবে কিছুই বলা যায় না।'

'তাহলে সাহায্য চেয়ে বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশনে লোক পাঠাতে হয়! স্যামুয়েল!' হাঁক ছাড়লেন কর্নেল। পরমুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল মলম আনতে ওকে আগেই ওখানে পাঠিয়েছেন তিনি। অ্যানির আনা পনিটা নিয়ে গেছে স্যামুয়েল, ফেরার সময় প্ল্যানটেশনে বাড়তি ঘোড়া না পেলে হেঁটে ফিরবে।

নাতনির দিকে তাকালেন কর্নেল। 'জোয়ানা, হারিকেনকে নিয়ে তোমাকেই দেখা যাচ্ছে খবর দিতে যেতে হবে।'

'আমি ওখানে কিছুতেই যাব না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল জোয়ানা।

'কিন্তু তুমি ওদের খবর না দিলে আমাদের সবার বিপদ হতে পারে।'

'আমি মারা যাব, তবু ওবাড়িতে যাব না।' ভীষণ শান্ত জোয়ানার চেহারা। দু'চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

কর্নেলের হার্ট অ্যাটাক হতে পারত, কিন্তু বাঁচিয়ে দিল অ্যানি। চুপচাপ দাদা নাতির ঝগড়া শুনছিল সে, কর্নেলকে অপমান বোধ করে লাল হয়ে যেতে দেখে বলল, 'আমি ঘোড়া চালাতে পারি। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি যেতে চাই, স্যার।'

'তাহলে এক্ষুণি যাও!' উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ে ব্যথা লাগায় আবার বসলেন কর্নেল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'সবাইকে নিয়ে জলদি আসতে বলবে মাইক ব্রনসনকে। জোয়ানা, ম্যান্টেলের ওপর

স্টেবলের চাবি আছে। ডেভিড, অ্যানিকে স্যাডল চাপাতে সাহায্য করবে। হারিকেন খুবই বজ্জাত ঘোড়া, অ্যানি, সাবধান থাকবে। আমি ডেভিডকেই পাঠাতাম, কিন্তু ওর মত অসুস্থ লোকের পক্ষে বাকবোর্ডে অতদূর যাওয়াও কষ্টকর।'

পাঁচ মিনিট পর ক্যাপটেনের সাহায্য নিয়ে হারিকেনের পিঠে চাপল অ্যানি। বুঝে ফেলল নামকরণের কারণ। কর্নেল আদর করে ঘোড়াটাকে বজ্জাত বলেননি, ওটা কি জিনিস তাই তিনি বুঝিয়েছেন।

স্যাডলের ওজন বাড়তেই চোখ ঘুরিয়ে আরোহিনীকে দেখে নিল হারিকেন। পরক্ষণেই সামনের দু'পা শূন্যে তুলে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল।

স্যাডল থেকে ছিটকে পড়তে গিয়েও সামলে নিল অ্যানি ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে। দক্ষ আরোহিনী সে। গোড়ালির গুঁতো মারল হারিকেনের পাঁজরে।

আরও কয়েকবার লাফ ঝাঁপ মেরে অ্যানিকে পিঠ থেকে নামাতে চাইল হারিকেন। প্রত্যেকবার একই ব্যবহার পেল। বুঝে গেল সুবিধা হবে না। হার মেনে নিল। অ্যানির নির্দেশে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল বাকমাস্টার্স্ প্ল্যানটেশন লক্ষ্য করে।

তীব্র বাতাসে উড়ছে অ্যানির লম্বা চুল।

দুর্দান্ত ঘোড়া হারিকেন। তিন মাইল পথ একবারও বিশ্রাম না নিয়ে নয় মিনিটে পেরিয়ে এলো। ওটার পিঠে কোনরকমে ঝুলছে অ্যানি। সভয়ে আঁতকে উঠছে তীব্র বেগে গাছগুলোকে পাশ কাটাতে দেখে।

কাছে চলে এসেছে বাকমাস্টারদের বাড়ি। সামনের পাঁচিলটা বড় জোর আর দুশো গজ।

'শুনেছ! ওই যে ওরা আসছে!' করালের বেড়ার ওপারে রাইফেল হাতে তৈরি হলো রন।

'না, গুলি কোরো না।' বাধা দিল মাইক। 'দ্রুতগামী একটা ঘোড়া। কোন দল নয়।' বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে আঁধারে তাকাল সে। চমকে উঠল। ঘোড়াটা থামছে না কেন!

পাগলা হারিকেন গতি কমাচ্ছে না, ভাবচক্কর দেখে মনে হচ্ছে বেড়ার গায়ে আছড়ে পড়বে। শরীর শক্ত হয়ে গেল অ্যানির, চিৎকার করার জন্যে হাঁ করলেও ওর মুখ থেকে শব্দ বেরল না।

বেড়ার ফুট দশেক দূরে ব্রেক করল হারিকেন। পিছলে চলে এলো বেড়ার দু'ফুটের মধ্যে। তারপর থামল। গতির তাড়নায় পেছনের দু'পা উঠে গেল শূন্যে। স্যাডল থেকে ছিটকে ওপরে উঠল অ্যানির পলকা শরীর, সমারসল্ট করে নেমে এলো বেড়ার এপারে—মাইকের বাড়ানো দু'হাতে।

ধাক্কা খেয়ে কয়েক পা পেছাল মাইক। আকাশ থেকে উড়ে এসে বুকে জুড়ে বসা বোঝাটিকে চিনতে পেরে চমকে উঠল।

'অ্যানি!' বিস্ময় কাটিয়ে বলল সে, 'তুমি এই পাগলা ঘোড়ায় কেন? কে থেকে এলে?'

'আমাকে নামিয়ে দাও।' মাইকের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাল অ্যানি।

'আগে কি হয়েছে বলো, তার আগে নয়।' গম্ভীর মাইকের চেহারা। ভাব দেখে মনে হচ্ছে দুষ্টু কোন বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে তুলে রেখেছে, কথা না শুনলে মাটিতে নামিয়ে দেবে না।

'আমি...আমি...' লজ্জা পেয়ে থেমে গেল অ্যানি।

'হ্যাঁ। তুমি? বলতে যত দেরি করবে ততক্ষণ আমার কোলে থাকতে হবে।'

'আমি...আমাকে কর্নেল পাঠিয়েছেন,' কোনমতে অস্ফুট স্বরে

বলল অ্যানি। 'লারসেনের দলের আউট-লরা শহর পুড়িয়ে দিচ্ছে।'

অ্যানিকে নামিয়ে মাটিতে দাঁড়াতে সাহায্য করল মাইক। ওর মনে যে প্রশ্নগুলো জন্ম নিয়েছে সেগুলো জিজ্ঞেস করার সময় পেল না।

'ঘোড়ায় ওঠো সবাই!' চেঁচিয়ে উঠেছে রন। 'ওরা শহরে আগুন দিচ্ছে!'

'বাড়িতে যাও, অ্যানি।' মেয়েটার কাঁধে আলতো চাপ দিল মাইক। 'আমি ঘোড়াটাকে পেনে রেখে শহরে যাব।'

'না।' মাথা নাড়ল অ্যানি। 'আমি ওবাড়িতে যাব না। আমাকে হারিকেনের পিঠে উঠিয়ে দাও, রডনিদের প্ল্যানটেশনে যাব আমি।'

আপত্তি করতে যাচ্ছিল মাইক, অ্যানির চেহারা দেখে করল না। দৌড়ে করালে গেল সে। শান্ত একটা ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে সেটায় তুলে দিল অ্যানিকে।

রওয়ানা হয়ে গেল অ্যানি। হারিকেনকে করালে আটকে রাখল মাইক। দেখল ওর অ্যাপালুসায় স্যাডল বেঁধে ফেলেছে হার্ডি। সবাই তৈরি, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

লাফ দিয়ে অ্যাপালুসায় উঠল মাইক। কাউবয়দের প্রচণ্ড রণ হুঙ্কার চিরে দিল রাতের নীরবতা। প্ল্যানটেশনের গেট পেরিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটল ঘোড়াগুলো। পনেরো মিনিট পর পুব দিকের ঢাল বেয়ে শহরের বড় রাস্তার গোড়ায় পৌঁছল ওরা।

সেলুনের এক ব্লক দূরে অন্ধকারে থামল সবাই। সামনে রাস্তাটা লাল হয়ে আছে, জ্বলন্ত সেলুনের লেলিহান অনল আভায় সূর্যরাঙা ভোর মনে হচ্ছে আজকের তারা ভরা রাত।

সেলুনে আগুন ধরানোর আগে লুঠ করেছে আউট-লরা। জেরেমি রাসেলের দেয়ালসিন্দুক নিজে খালি করেছে পিটার

লারসেন। আউট-লরা প্রত্যেকে স্টোর থেকে বের করে নিয়েছে পছন্দের বোতল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করছে তারা এখন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোড়া ছোটাচ্ছে কেউ কেউ। গালাগালি করছে, রাস্তায় ফেলে সশব্দে ভাঙছে আধখালি বোতল।

শহরের কয়েক ঘর লোক প্রথমে তাদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন তারা কেউ নেই। বাচ্চাকাচ্চা পরিবার পরিজন নিয়ে পেছনের বেড়া টপকে কর্নেল রডনির বাড়ির দিকে, ঢালের ওপাশে চলে গেছে। যে যা পেরেছে সঙ্গে করে নিয়েছে মূল্যবান সামগ্রী। কিছুক্ষণ আগেও শোনা গেছে মহিলাদের কান্না।

কোনরকম বাধা না পেয়ে আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে আউট-লরা। সাহস বেড়েছে তাদের। বুঝে গেছে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে, সিডার স্প্রিঙসে বিপদের ভয় নেই, এখানে বাধা দিতে আসবে না কেউ, কাপুরুষদের বাস এই শহরে। মার খেয়ে ঘেয়ো কুকুরের মত মার হজম করবে সিডার স্প্রিঙসের মানুষ। লারসেন ঠিকই বলেছে, বুঝেছে আউট-লরা, এই এলাকায় সবার মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরানো, লুঠতরাজ, ধর্ষণ; যা ইচ্ছা সবই করা সম্ভব। এসবই পর্যায়ক্রমে করবে তারা, এটা জানে বলেই মদ খেয়ে চরম নিষ্ঠুরতার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করছে তারা। সবার মাঝখানে কালো একটা ঘোড়ায় রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে লারসেন। হাসছে সে সঙ্গীদের উল্লাস দেখে।

‘এবার হোটেলে আগুন জ্বালাও,’ জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন আউট-ল।

‘না!’ কয়েকজন আউট-ল হোটেলের দিকে এগোতেই বাধা দিল লারসেন। ‘একটার আগুন বুজে এলে আরেকটা জ্বালাবে! আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। বাকমাস্টারদের প্ল্যানটেশনে যাবার আগে আমরা কর্নেল রডনির বাড়িতে আগুন দেব।’ হাসল

আউট-ল। 'ওই বাড়িটা পোড়াতে ভাল লাগবে আমার। শোনো তোমরা, কর্নেলের নাতনির গায়ে যেন আঁচড়ও না পড়ে। ওই মেয়ে আমার!'

'বাকমাস্টার্‌স্ প্ল্যানটেশনে কখন যাব, বস?' জানতে চাইল এক আউট-ল। 'ওই অ্যানি গ্রীনকে আমি নেব।'

'বলেছি তো সময় আছে। সিডার স্প্রিংস ছাই করতে শেষরাত হবে। তারপর ভোরে যাব বাকমাস্টার্‌স্ প্ল্যানটেশনে।'

কাউবয়দের উদ্দেশে নিচু স্বরে বলল মাইক, 'মনে রেখো, ওদের চারজনের বিরুদ্ধে আমরা একজন করে লড়ব। হেরে যাওয়া চলবে না।' কথাটা নিজের কানেই অবিশ্বাস্য লাগল ওর। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল মাইক, 'আমাদের ওপর সাধারণ নিরীহ নিরপরাধ মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে। জীবন থাকতে পিছু হটব না আমরা। ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল দশজন দুর্ধর্ষ কাউবয়। মুহূর্তের জন্যে মাইকের অনুশোচনা হলো, ভার্ট আর স্টোনকে প্ল্যানটেশনের পাহারায় না রেখে সঙ্গে আনা দরকার ছিল। এখানেই ওদের বেশি প্রয়োজন।

'পিটার লারসেন আমার,' হিমশীতল স্বরে জানাল রন বাকমাস্টার।

মাইকের নির্দেশে এক সঙ্গে রাইফেল তাক করল সবক'জন। টেনে দিল ট্রিগার। সাতজন আউট-ল ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। লারসেনকে বহাল তবিয়তে দেখে মাইক বুঝল রন বাকমাস্টার আউট-লর সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে চায়।

প্রথম দফা গুলিবর্ষণে চমকে গেলেও দ্রুত সামলে নিল আউট-লরা। লারসেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। সাতজন সহঅপরাধী মরে যাওয়ায় তাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের ছাপ

পড়েনি। সংখ্যাধিক্য, পর্যাপ্ত মদ আর নেতার উপস্থিতি আউট-লদের দিয়েছে নির্বোধের সাহস। আলোয় দাঁড়িয়ে ছায়ায় অবস্থান নেয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে তারা। ঝুঁকিটা গ্রাহ্য করছে না।

জানে বোকামি, তবু কাপুরুষের মত লড়তে ইচ্ছে করল না মাইকের। রাইফেল কোমরের কাছে ধরে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আউট-লদের দিকে এগোল সে। এক মুহূর্ত পর লক্ষ করল ওর পাশে একই গতিতে ছুটছে এগারোটা ঘোড়া।

লারসেনকে লক্ষ্য করে এগোল রন। একই জায়গায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে পিস্তল ছুঁড়ছে আউট-ল।

হার্ডিকে পড়ে যেতে দেখল মাইক। ধুলোয় পড়ে আছে হার্ডি, ওর বহুদিনের সঙ্গী, নড়ছে না, মারা গেছে! রাইফেল খালি করে ফেলে দিল মাইক, দু'হাত ঝাঁকি খেলো, দুটো সিক্সগান উঠে এল তালুতে। অনুভব করল মাইক, ভয়ঙ্কর রাগ ভর করেছে ওর ওপর, এখন আর মৃত্যুভয় নেই। আছে শুধু একটি চিন্তা: শেষ করে দিতে হবে মানুষ নামের অযোগ্য এই কুকুরের পালকে। রক্তে হত্যার নেশা জেগে উঠেছে ওর। প্রত্যেকটা গুলি লক্ষ্যভেদ করছে। আউট-লদের বিপজ্জনক রকম কাছে চলে গেল ও।

এদিকে লারসেনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রন বাকমাস্টার। সিক্সগান বের করেছে।

লারসেনও দেখেছে রনকে। তাক করেই পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল আউট-ল। গুলি ফুটল না। চেম্বার খালি। ক্লিক শব্দে হ্যামার পড়ল খালি কার্তুজে।

দেরি না করে ঘোড়ার মুখ এক ঝটকায় ঘুরিয়ে পুবদিকে ছুটল আউট-ল। রিলোড করার সময় চাইছে। রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে ঢাল বেয়ে নামল সে, বাঁয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে গেল কটনউডের জঙ্গলে।

রন বাকমাস্টার পেছন থেকে লারসেনকে গুলি করল না, আউট-লকে অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকল। ভুল করল সে। পালানোর সময় রিলোড করেছে লারসেন। এখন তার পিস্তল হত্যার জন্যে তৈরি। অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করছে লারসেন। ঠোঁটে ঝুলছে আত্মবিশ্বাস ভরা নিষ্ঠুর টিটকারির হাসি। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে আসছে রন বাকমাস্টার, ঘোড়ার শব্দ পাচ্ছে সে।

সেলুনের সামনের রাস্তায় তাণ্ডবলীলা চলছে। মাইক ছাড়া আর কেউ খেয়াল করল না রন বাকমাস্টার ওদের মাঝে নেই। ব্যস্ত হয়ে লড়ছে সবাই।

প্রায় পঁচিশজন আউট-লর বিরুদ্ধে ওরা মাত্র দশ জন। সামনাসামনি টিকতে পারবে না বুঝে ছড়িয়ে গেল কাউবয়রা। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল, ঢুকে পড়ল পাশের বাড়িগুলোর বেড়া দেয়া উঠানে। আড়াল নিয়ে আউট-লদের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। শত্রুকে ঘিরে ফেলতে চাইছে।

হঠাৎ ব্যথায় কেঁপে উঠল মাইক। বুলেটের আঘাতে বেড়া থেকে কাঠের একটা চিলতে এসে বিঁধেছে ওর গালে। বেড়ার ওপর মাথা তুলে পাল্টা গুলি করল মাইক। আর্তনাদ করে ঘোড়ার ওপর থেকে রাস্তায় পড়ল একজন আউট-ল।

চেঁচিয়ে লারসেনের নাম ধরে ডাকল আরেকজন আউট-ল। জবাব দিল না কেউ। লোকবল বেশি হলেও খোলা জায়গায় লড়লে মরতে হবে বুঝে গেছে আউট-লরা। নেতা সটকে পড়েছে মনে করে চাঞ্চল্য দেখা গেল তাদের মাঝে। গোল হয়ে দাঁড়াল তারা, চারদিকে লক্ষ্যহীন গুলি ছুঁড়তে লাগল দিশেহারার মত।

কাউবয়রা প্রায় ঘিরে ফেলেছে তাদের। নিরাপদ আড়াল থেকে

ড়ার পায়ের কাছে বালিতে গুলি করছে, আউট-লদের স্থির হতে দিচ্ছে না। পাগলের মত লাফাচ্ছে তাদের ঘোড়াগুলো।

কর্নেলের বাড়িতে মীটিঙ বসেছে। উপস্থিত শহরের সবাই। প্রত্যেকের মুখচোখ শুকনো।

পায়ের ব্যথা গ্রাহ্য না করে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত লিভিঙরুমে পায়চারি করছেন কর্নেল। রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে তাঁর মুখ। বারবার একই কথা বলছেন তিনি, লোকগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

'তোমাদের জন্যেই আজ আউট-লরা এত সাহস পেয়েছে,' আঙুল তুলে গর্জে উঠলেন তিনি। জড়সড় হয়ে মুখ নিচু করে বসে আছে পনেরো ষোলোজন লোক। শহর থেকে পালিয়ে এসেছে তারা। বাড়ির অন্দরমহলে আছে তাদের বউ বাচ্চা।

'এর বিহিত তোমাদেরই করতে হবে।' পায়চারি থামালেন কর্নেল। 'রুখে দাঁড়াতে হবে তোমাদের। কত দিন পালিয়ে বাঁচবে, কোথায় পালাবে? এই পৃথিবীতে কাপুরুষের স্থান নেই। মুখ বুজে থাকলে দুর্বলের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকে। আজ সময় এসেছে, ঘুরে দাঁড়াও; চেষ্টা করে দেখো মানুষের মত বাঁচতে পারো কিনা। তোমাদের হয়ে লড়ছে একদল কাউবয়, মৃত্যুর ঝুঁকি নিচ্ছে ওরা। সাহস থাকলে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, গানর্যাক থেকে তুলে নাও রাইফেল। আমি বুড়ো মানুষ, তবুও আমি যাব মাইকদের পাশে দাঁড়াতে।' গানর্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নিলেন তিনি।

বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনারেল স্টোরের মালিক। 'আমাদের নেতৃত্ব দেবে কে? আমরা সৈনিক নই। শিকার ছাড়া অন্য কাজে রাইফেল ব্যবহার করিনি। কিন্তু আউট-লরা লড়াই

করায় অভ্যস্ত। ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে শুধু শুধু মরতে হবে সবাইকে।'

'মরতে একদিন সবাইকে হবেই,' বললেন কর্নেল। 'একদিন না একদিন তুমিও মরবে। কিভাবে মরছ সেটাই বড় কথা। কাপুরুষের মত হাজার বার মনে মনে মরে বেঁচে থাকার চেয়ে যোদ্ধার মত একবারের মৃত্যু ভাল।'

শঙ্কায় দুলছে কর্নেলের মন। প্রথম বাকমাস্টার একবার দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে এশহরের মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। তিনি তেমনটা পারবেন তো?

জবাব জোগাল না স্টোর কীপের মুখে। অসহায় চেহারায় সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে।

লোকগুলোর মুখভঙ্গিতে অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, ভয়ের ছাপ।

'লড়াই না করে তোমাদের আর কোন উপায় নেই।' দরজা খুলে ঘুরে তাকালেন কর্নেল। বাইরে পা বাড়ানোর আগে বললেন, 'আমি যাচ্ছি, যারা যেতে ইচ্ছুক রাইফেল নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

ঢাল বেয়ে ওঠার সময় ঘাড় ফেরালেন কর্নেল। গুনে দেখলেন, আটজন আছে তাঁর পেছনে।

রনের ঘোড়াটাকে পাশ দিয়ে পার হতে দিল পিটার লারসেন। পেছন থেকে গুলি করল আরোহীকে। হেসে উঠল আউট-ল রনকে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়তে দেখে। এগিয়ে রন বাকমাস্টারের পাশে ঘোড়া থামাল সে। নড়ছে না রন। নিথর পড়ে আছে। আলো অতি কম বলে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা বুঝতে পারল না লারসেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে শত্রুকে দেখল সে। তারপর ঘোড়া দাবড়ে বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে। পর মুহূর্তে আবার কটনউডের

আড়ালে সরে আসতে হলো তাকে।

ঢাল বেয়ে, পায়ে হেঁটে, এগিয়ে আসছে আটদশজন রাইফেলধারী। তাদের সামনে খুঁড়িয়ে হাঁটছে এক অশীতিপর বৃদ্ধ।

রাস্তায় পৌঁছে লোকগুলোকে হুঙ্কার করে উঠতে শুনল লারসেন। হঠাৎ বেড়ে গেল গোলাগুলির আওয়াজ। আহতদের আর্তনাদ শুনতে পেল সে।

তারপর কার যেন নির্দেশে হঠাৎ থেমে গেল সমস্ত গোলাগুলি। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'এখনও মাথার ওপর হাত তোলো, নাহলে একজনও বাঁচবে না।'

কথার জবাবে অনুচরদের কাছ থেকে গুলির শব্দ আশা করল লারসেন। শহরের আনাড়ি লোকগুলো আউট-লদের হারিয়ে দেবে এ তার ধারণার অতীত। কিন্তু গুলির কোন শব্দ আর হলো না। অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিল লারসেন। পরিস্থিতি না বুঝে ফাঁদে পড়া ঠিক হবে না। তেমন বুঝলে নদী পেরিয়ে ইশাম ফোর্ডের দুর্গম টিলায় লুকানো এখান থেকে কঠিন নয়।

চার পাশের গুপ্ত আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে গেছে আউট-লরা। এত দিন তারা চোরাগুপ্তা আক্রমণ করে এসেছে, অমন আক্রমণের শিকার হয়নি। তাদের একটি গুলিও লক্ষ্যভেদ করছে না, অথচ আড়াল থেকে শত্রুর দল ফেলে দিচ্ছে তাদের।

লারসেনের নাম ধরে ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পায়নি আউট-লরা। বাঁচার একটা পথই দেখতে পাচ্ছে নেতাহারা লোকগুলো। পিছু হটে ইশাম ট্রেইলে উঠে পালাতে হবে। সামনের তুলনায় পেছনে শত্রুর সংখ্যা কম।

তাই করতে গেল তারা। নিজেদের মধ্যে কথা সেরে একসঙ্গে

ঘোড়াগুলোর মুখ পুব দিকে ফেরাল। বিস্ময় অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। ঢাল বেয়ে কোত্থেকে যেন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একদল লোক। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাক করেছে আউট-লদের দিকে। হুঙ্কার ছাড়ল লোকগুলো। কমলা আগুন ছিটাল তাদের রাইফেল।

প্রথম দফা গুলি বর্ষণেই বেঘোরে মারা গেল অধিকাংশ আউট-ল। বাকি যারা এখনও বেঁচে আছে, মাইকের নির্দেশ কানে যেতেই মাথার ওপর হাত তুলল তারা।

ঘোড়া থেকে আউট-লদের নামাল লোকজন। কর্নেল তদারকি করছেন। বেঁধে ফেলা হলো জীবিত আউট-লদের। শেরিফের অফিসের পেছনেই জেল হাজত। সেখানে রাখা হবে তাদের। কর্নেল এই এলাকার ডিসট্রিক্ট জাজ। যতটা দ্রুত সম্ভব বিচারের কাজ আরম্ভ করবেন তিনি।

কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ড শেক করে ঘোড়ায় চাপল মাইক। একজন সত্যিকার বন্ধু—হার্ডিকে হারিয়েছে ও, তবে এদিকের কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন আর সিডার স্প্রিংস শহরে এসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে সাহস পাবে না আউট-লরা।

মস্ত একটা ফাঁড়া কেটেছে, তবু মনটা খুঁতখুঁত করছে মাইকের। প্রতিশোধ নেয়া হলো না। রন পিটার লারসেনের পিছু নেয়ার খানিক পরে কটনউড জঙ্গলের দিক থেকে সিক্সগানের একটা শব্দ শুনেছে ও। এখনও রন ফেরেনি। লারসেনও আসেনি। কি হলো? ব্যক্তিগত লড়াইয়ে জিতেছে রন? তাহলে এতক্ষণে চলে আসত। লারসেন যদি রনকে খুন করেই থাকে, তাহলে খুনের পর লোকটা কোথায় যাবে? মাইক সিদ্ধান্ত নিল ফেরি ঘাটের কাছে ওর যাওয়া প্রয়োজন। ওখানেই নদীতে পানি সবচেয়ে কম। পারাপারের কাছের অন্যান্য জায়গার তুলনায় ফেরি ঘাটের দূরত্বও কম। নিরাপদ

আশ্রয়ে যেতে চাইলে ও-পথেই লারসেনের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রাস্তা ধরে ফেরিঘাটের দিকে গেল না মাইক। বাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে, ইশাম ফোর্ড ট্রেইল এড়িয়ে, মার্ক উইডের পোড়া স্টোরের পাশে থামল। আজ রাতে এক ফোঁটা বাতাস নেই। স্তব্ধ চারপাশ। দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল ওর। ভারী, নিথর বাতাসে ভাসছে পোড়া মৃতদেহের ভয়ানক বিশ্রী গন্ধ।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করল মাইক। তারপর শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। আসছে ওর দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ডুয়েলে রন বেঁচে থাকলে এদিকে আসত না। জিতেছে লারসেন। আসছে সে।

রাস্তাটা বাঁক নিয়ে পঞ্চাশ ফুট দূরের ফেরিঘাটের দিকে এগিয়েছে। বাঁকের ফুট দশেকের মধ্যেই মার্ক উইডের স্টোর। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে মাইকের ঘোড়া। মাইক বাঁক পেরিয়ে সিধে ট্রেইলটায় একটা বড় কটনউড গাছের পাশে থামল।

রাস্তার দু'পাশে কটনউডের হালকা বন। খানিকদূর পর্যন্ত ট্রেইলটা সোজা। তারপর আবার বাঁক নিয়েছে। বাঁকের ওপারে শহরটা আছে কি নেই, দেখা যায় না। ফ্যাকাসে চাঁদ উঠেছে আজকে মেঘলা আকাশে। ঝাপসা আলোয় দুর্বোধ্য রহস্যময় দেখাচ্ছে চারপাশ।

সিক্সগানে গুলি আছে নিশ্চিত হয়ে হোলস্টারে অস্ত্র রাখল মাইক। লারসেন দ্রুত হতে পারে, হতে পারে সুযোগসন্ধানী, তবুও সমান সুযোগ দেবে সে। ডুয়েলের নিয়ম মানবে অক্ষরে অক্ষরে। লারসেনের জন্যেই মরেছে হার্ডি, মাইক জানে, ও নিজে বেঁচে থাকলে লারসেন বাঁচবে না।

অপেক্ষা করছে মাইক। দুলকি চালে কাছে চলে আসছে অদেখা অশ্বারোহী।

অর্থহীন এই খুনোখুনি চরম অপছন্দ করে মাইক। অথচ উপায় নেই, বাঁচতে হলে রুখে দাঁড়াতেই হবে। কিশোর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত বারবার বাজে লোকের মুখোমুখি হয়েছে ও। এখনও সে বেঁচে আছে, কবরে গেছে গায়ে পড়ে লাগতে আসা লোকগুলো। সিক্সগান ব্যবহারের পর প্রতিবারই অনুশোচনা হয়েছে ওর, নিজেকে মনে হয়েছে অপরাধী।

বাঁক ঘুরল অশ্বারোহী। বসার ভঙ্গি দেখেই লারসেনকে চিনতে পারল মাইক। বোধহয় ওকে দেখতে পেয়েছে বা কিছু একটা সন্দেহ করেছে আউট-ল, ঘোড়া থামাল সে। স্যাডলে একটু ঝুঁকে বসল।

'হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করছি, পিটার লারসেন,' ধীরেসুস্থে বলল মাইক। সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। লারসেনের গুলি ঠক করে বিঁধল গাছের কাণ্ডে।

'কোন লাভ নেই, লারসেন,' বলল মাইক। 'ইচ্ছে করলেই এখান থেকে তোমাকে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। একটা সুযোগ দিচ্ছি, ঘোড়া থেকে নামো, পুরুষমানুষের মত লড়াই করো। সামনাসামনি ডুয়েল লড়ো সাহস থাকলে।'

'তুমি অন্যায় সুযোগ নেবে না তার ঠিক কি?' জানতে চাইল আউট-ল।

'আমি তোমার মত নই। তাছাড়া ইচ্ছে করলে মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফুটো করে দিতে পারতাম।'

'তা হয়তো পারতে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মাটিতে নামল লারসেন। ঘোড়ার কাছ থেকে কয়েক পা সরে দাঁড়াল। 'বেশ, আমি তৈরি, গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে এসো।'

'আগে হোলস্টারে অস্ত্র রাখো। আমিও তা-ই করছি। চল্লিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে ড্র করব আমরা।'

'যেভাবে তুমি মরতে চাও।' সশব্দে হেসে উঠল লারসেন। 'জানি তুমি রন বাকমাস্টারের মত সহজে মরবে না। কই, এসো, আমার পিস্তল এখন হোলস্টারে শুয়ে আছে।'

পথের ওপর এসে দাঁড়াল মাইক, একমুহূর্ত অপেক্ষা করে দৃঢ় পায়ে এগোল আউট-লর দিকে। চল্লিশ কদম দূরে থাকতে থামল সে।

'দশ গুনে গুলি করবে, নাকি এখনই?' জানতে চাইল লারসেন। জবাবের অপেক্ষা না করেই এক ঝটকায় পিস্তল তুলে নিল সে, টান দিল ট্রিগারে। ঝাঁকি খেল হাতটা।

আগুনের একটা ঝিলিক দেখল অপ্রস্তুত মাইক। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল। মনে হলো আগুন ধরে গেছে কাঁধে। আবছাভাবে শুনতে পেল লারসেনের অট্টহাসি। আবার গর্জে উঠল আউট-লর অস্ত্র। মাইকের কানের পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে কটনউডের গায়ে বিঁধল বুলেট।

চারদিক আঁধার লাগছে মাইকের, মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে আছে। মাথা ঝাঁকাল সে। আচ্ছন্ন অবস্থাটা দূর করা দরকার। দাঁতে দাঁত চাপল মাইক। ঝাপসা ভাব কেটে গিয়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। ধীরস্থির ভাবে সিক্সগান তুলে তাক করল সে লারসেনের বুকে। পর পর দুবার ট্রিগার স্পর্শ করল ওর আঙুল।

ঝাঁকি খেয়ে লারসেনকে পিছাতে দেখল সে। টলমল করে কয়েক পা পিছু হটল আউট-ল, তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল। গুলির শব্দে ভীষণ ভয় পেয়েছে লারসেনের ঘোড়াটা। সামনের পা শূন্যে ছুঁড়ল ওটা, ছুটতে শুরু করল। মাড়িয়ে দিল আউট-লকে।

লারসেনের বুকের পাঁজর ভাঙার মটমট শব্দ পেল মাইক। ছুটন্ত ঘোড়াকে পথ করে দিতে গাছের গায়ে সেঁটে গেল সে। ওর পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল জন্তুটা।

কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে লারসেনের গুলি। ক্ষতটা পরীক্ষা করে পা বাড়াল মাইক, আউট-লর পাশে গিয়ে বসল। ওর দুটো গুলিই লারসেনের বুকে বিঁধেছে। চোখ খুলে ফাঁকা ঘোলাটে দৃষ্টিতে আঁধার আকাশ দেখছে মৃত আউট-ল। গুলিতে মারা গেছে নাকি ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে তা বোঝার কোন উপায় নেই। মাইক জানে আউট-লর মৃত্যুর কারণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। সমান সুযোগ—অনেকের চেয়ে ধীর হলেও বহু দূর থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়তে পারে ও।

লারসেনের লাশটা পথের ওপর ফেলে রেখেই শহরে ফিরল মাইক।

শহরের লোকজন রাস্তা থেকে মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলেছে, দড়ি কেটে গাছ থেকে নামিয়েছে জেরেমি রাসেল আর বীম্যানকে। আলো জ্বলছে ক্যাপটেন ডেভিডের দোকানে। কফিন বানাচ্ছে ক্যাপটেন।

কর্নেলের নেতৃত্বে একদল লোক জড় হয়েছে। রনকে খুঁজতে যাবে তারা। মৃতদেহ ঘেঁটে রনকে পাওয়া যায়নি। জীবিতদের মধ্যেও নেই সে।

কর্নেলের সঙ্গে যোগ দিল মাইক। পথ দেখিয়ে সবাইকে কটনউড জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল সে। রাতের বাকি সময়টুকু রনের লাশ খুঁজল ওরা। পেল না। আবার যেন নিরুদ্দেশ হয়েছে রন!

বিষণ্ন ভোর মরাটে ধূসর আলোয় সিডার স্প্রিংস শহরকে আলোকিত করল। পোড়া ডান্স হল আর সেলুনটা ছাড়া বোঝার উপায় নেই সারারাত এখানে কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে।

লোকজন এখনও জঙ্গল তোলপাড় করে রনকে খুঁজছে।

মাইকও আছে তাদের সঙ্গে। এক সময় হতাশ হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে থামল সে। সিগারেটের জন্যে বুক পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে চমকে উঠল। রনের চিঠিটা রয়ে গেছে ওর কাছে। রনের কথাগুলো মনে পড়ল ওর। রন বলেছিল সে বেঁচে না থাকলে জোয়ানার কাছে চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে। লারসেন বলেছে মরে গেছে রন বাকমাস্টার।

চারপাশে একবার তাকাল মাইক। রনের লাশ খোঁজার জন্যে পর্যাপ্ত লোক আছে, তাকে ছাড়াও এদের চলবে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো সে। রডনিদের বাড়ি লক্ষ করে এগোল ওর অ্যাপালুসা। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে মাইকের। যেকাজে চলেছে সেকাজটা খুব কঠিন লাগছে ওর। চিঠিতে কি লেখা আছে ও জানে না। তবে এটুকু জানে, রন নিশ্চয়ই লিখেছে চিঠিটা জোয়ানা যখন পড়বে তখন রন আর বেঁচে নেই। মেয়েটার জন্যে এটা কতবড় একটা আঘাত সেটা উপলব্ধি করতে পারছে মাইক। অথচ এই নিষ্ঠুরতা এড়ানোর উপায় নেই, রনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে, জোয়ানাকে চিঠিটা পৌঁছে দিতেই হবে।

বাড়ির বারান্দায় জোয়ানাকে পেল মাইক। নীরবে চিঠিটা জোয়ানার হাতে দিল সে।

কাঁপা হাতে খাম ছিঁড়ে সাদা কাগজের ভাঁজ খুলল জোয়ানা। চেহারা দেখে মাইকের মনে হলো মেয়েটা জানে এই চিঠি কার লেখা। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়ে গেছে জোয়ানা। মৃদু স্বরে চিঠিটা পড়ছে, কান্না চাপতে ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

'জোয়ানা,

আমার জোয়ানা, এ চিঠি যখন পাবে, তখন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছি আমি। এতই দূরে, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

এ চিঠি শুধু তোমার কাছে আমার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখছি। হ্যাঁ, জোয়ানা, ভুল করেছি আমি, ভুল পথে ভেবেছি, বোকার মত নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কোরো। ক্ষমা কোরো আমার অসহায়তা। অজান্তে তোমাকে দেয়া দুঃখ আমাকেই কাঁদিয়েছে জেনো।

আজ আমি অনেক দূরে, তবুও জেনো, তোমাকে ভালবেসেছি আমি, দেবীর মত তোমাকে পুজো করেছি। জোয়ানা, বিশ্বাস করো, মৃত্যুর সময় তোমার নাম জপ করব আমি।

তোমার
রন।'

চিঠিটা পড়া শেষে কাগজটা ভাঁজ করল জোয়ানা। ঝরঝর করে জল নামছে ওর দু'গাল বেয়ে। ভুলে গেছে ও রনের মায়ের দুর্ব্যবহার, অপমান। শুধু মনে আছে রনকে ও কত গভীর ভালবাসত, কত দুঃখে নিজেকে রন গোপন করেছে।

'রন কোথায়?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল জোয়ানা।

'আমি জানি না, ম্যাম,' বলল মাইক। 'শহরের সবাই খুঁজছে ওকে। এখনও পাওয়া যায়নি।'

'আমাকে নিয়ে চলো, মিস্টার ব্রনসন। আমিও যাব।'

জোয়ানার দিকে চেয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল মাইক। বুঝে উঠতে পারল না লাশ খুঁজতে একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা। তারপর যাওয়াই স্থির করল। মানা করলেও শুনবে না জোয়ানা।

ঢাল বেয়ে ওরা ঘন কটনউড জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এমনসময় জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো স্যামুয়েল। ওদের দেখেই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল সে।

'বেঁচে আছে! রন বাকমাস্টার বেঁচে আছে! ওরা নিয়ে আসছে তাকে!' জোয়ানার দিকে তাকাল মেক্সিকান। 'কর্নেল আপনাকে বিছানা তৈরি রাখতে বলেছে, ম্যাম। রন বাকমাস্টার মারাত্মক আহত।'

মাইকের জন্যে অপেক্ষা করল না জোয়ানা, কিছু না বলেই দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলল সে। মাইক দেখল হাঁটার ভঙ্গি বদলে গেছে মেয়েটার। প্রতি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাস বিচ্ছুরিত হচ্ছে। রন যদি বাঁচে এই মেয়ের আন্তরিক সেবা যত্নেই বাঁচবে।

জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল মাইক।

বিকেল। কর্নেল রডনির প্রাসাদোপম বাড়ি। বারান্দায় কর্নেলের পাশে বসে আছে মাইক। কালকে রাতের গোলাগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার গর্ডন।

'বোসো, ডাক্তার,' পাশের খালি চেয়ারে চাপড় দিলেন কর্নেল। 'রোগীর অবস্থা কেমন?'

'খুবই দুর্বল।' বসলেন ডাক্তার। 'একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। গুলিটা ফুসফুসের ঠিক পাশ দিয়ে গর্ত খুঁড়েছে। ফুসফুসে লাগলে আর কিছু করার ছিল না।'

'এখন তাহলে রন বিপদমুক্ত?' জানতে চাইল মাইক।

মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'জোয়ানার মত নার্স পেলে মড়াও জেগে উঠে চোখ কচলাবে।'

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে বিদায় নিলেন ডাক্তার। শহরে ফিরে গেলেন। ঝপ করে হঠাৎ নামল সন্ধে, তারপর রাত।

কাউবয়দের প্ল্যানটেশনে ফেরত পাঠিয়েছে মাইক। নিল

মিসেস নেলিকে সব ঘটনা খুলে বলবে।

রাতের খাওয়া সেরে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল মাইক। খানিক পর এলো অ্যানি। নক্ষত্রের মৃদু আলোয় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। দু'জনেই নীরব। কথা বলছে চোখের ভাষায়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর আর কোন ভাষার সাধ্য নেই ওদের অন্তরের কথাকে অর্থবহ করে প্রকাশ করে।

মাইকের সঙ্গে গল্প জুড়তে এসেছিলেন কর্নেল। ওদের দু'জনকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দরজার কাছ থেকেই নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। হাসছেন তিনি, কিন্তু চোখে জল। আজ তাঁর স্মৃতির আগ্নেয় পাহাড়ে হঠাৎ জমাট লাভার বিস্ফোরণ ঘটেছে, মনের মধ্যে তোলপাড় তুলেছে তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর মধুর মুখখানি। মাইকের মধ্যে যেন নিজেকেই দেখেছেন তিনি।

আলতো করে অ্যানির হাত ধরল মাইক। পুব আকাশে উঠেছে বাঁকা একটুকরো চাঁদ। হালকা বাতাস ওদের দু'জনকে ছুঁয়ে আপন মনে বয়ে যাচ্ছে অজানার দিকে। ওরাও যেন বাতাসের হাত ধরে চাঁদের আলোয় হারিয়ে গেল অজানা ভুবনে। সেখানে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

প্ল্যানটেশনে পৌঁছে দেরি করল না নিল, মিসেস বাকমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে শহরের লড়াইয়ের ফলাফল জানাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন মহিলা, তারপর বিদায় করলেন নিলকে।

বাংকহাউজে বিশ্রাম নিতে গেল নিল। কিন্তু বিশ্রাম আজ তার কপালে নেই। একটু পরেই বাড়ি থেকে জরুরী তলব এলো। ডেকে পাঠিয়েছে বুড়ি কুক, আন্ট ভিনি। এক্ষুণি শহরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে হবে, ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মিসেস নেলি।

বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি। অনর্গল প্রলাপ বকছেন জ্ঞান ফিরলে।

রোগিণীর অবস্থা নিজের চোখে দেখে করালে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় জিন চাপাল নিল। দুই ঘণ্টা পর শহর থেকে ফিরল সে ডাক্তার গর্ডনকে নিয়ে।

ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে। মারা গেছেন মিসেস নেলি। রনের মৃত্যু সয়ে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ছেলে জোয়ানাদের বাড়িতে আরোগ্য লাভ করছে এই শোক তিনি সইতে পারলেন না।

দু'দিন পর তাঁর ফিউনারেল হলো। স্বামীর পাশে কবর দেয়া হলো তাঁকে।

হুইল চেয়ারে বসে শেষকৃত্যে এলো রন। সর্বক্ষণ জোয়ানার হাত ধরে রাখল ও বাচ্চা ছেলের মত।

দু'মাস হলো মিসেস নেলি মারা গেছেন। দুপুর।

শহরের সবাই আজ গির্জায় জড় হয়েছে। মহিলা, বাচ্চাকাচ্চা—কেউ বাদ নেই। আছে মাইকের কাউবয় বন্ধুরাও।

বিশেষ একটা উপলক্ষ আজ। সবার মনে ফুর্তির আমেজ।

একই সঙ্গে দুটো বিয়ে পড়ানো হলো। আঙটি বিনিময়ের পর গম্ভীর চেহারায় দুই নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন পুরোহিত।

অভ্যাগতদের সঙ্গে করমর্দন করে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলো সিডার স্প্রিঙসের নতুন ডেপুটি শেরিফ মাইক ব্রনসন। সঙ্গে ওর নব পরিণীতা স্ত্রী—অ্যানি ব্রনসন। ওদের পাশেই আছে রন বাকমাস্টার আর জোয়ানা বাকমাস্টার।

সমাপ্ত